

ভোট পরবর্তী হিংসা, হাওড়ার জগজ্জলভপুরে। নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ। ...বিস্তারিত পাতা ৩

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ

হিংসা রুখতে পুনর্নির্বাচনে বুথে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ লাগাতার হিংসা, সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে শনিবার প্রায় মধ্যরাত্রে শেষ হয়েছে পঞ্চায়েত ভোট। রাজনৈতিক কবী, সমর্থক থেকে সাধারণ ভোটার-মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৯ জনের। এছাড়াও বিভিন্ন বুথে ব্যালট লুট, নষ্টসহ একাধিক কারণে টিকমতো ভোট হতে পারেনি।



বিভিন্ন জেলার প্রায় শতাধিক এমন বুথে সোমবার পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩৬ টি বুথ। আর পুনর্নির্বাচন ঘিরে কোনওরকম হিংসা রুখতে তৎপর কমিশন। হাফ সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনী বা ৪ জন

জওয়ান মোতায়েন থাকবে বলে জানানো হয়েছে কমিশনের তরফে। পুনর্নির্বাচন হবে আরও কয়েকটি জায়গায়। পুরুলিয়ার চার ব্লকের ৪ টি বুথে, বার্কডায় ৮ বুথে ফের ভোটগ্রহণ। এছাড়া বীরভূমের ১৪ টি কেন্দ্রে, ৪২টি আসনে পুনর্নির্বাচন। রবিবার বার্কডায়ের মহকুমা শাসক সূত্রে বার্কডায়ের মহকুমার ৭ টি ব্লকের মধ্যে চারটি ব্লকের ১২ টি বুথে পু নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হলো।যোমিত বুথ গুলো হলো - বার্কডায়ের ব্লকের বেগমপুর পঞ্চায়েতের ৫৩ নং পুরি এফ পি স্কুলে একটি,জয়নগর ১ নং ব্লকের বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮০১,৮০২,৮১ নং হাসিমপুর এফ পি স্কুল ও ৮৮ নং তাজপুর এফ পি স্কুলে একটি করে মোট ৪টি বুথ,রাজাপুর করাবগে গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৬ নং বাটরা এফ পি স্কুলের ১ টি বুথে,জয়নগর ২ নং ব্লকের ময়দা পঞ্চায়েতের ৯৪,৯৬ ও ৯৭ নং বুথের বটলা এফ পি স্কুলের মোট তিনটি বুথ এবং কুলতলি ব্লকের ৯০ নং পশ্চিম গাবতলা এফ পি স্কুলে একটি বুথে এবং ১৩৬ ও ১৩৭ নং বুথের দেউলবাড়ি দেবীপুর কাছারি মাঠ এফ পি স্কুলের দুটি বুথে সোমবার এই ভোট গ্রহন নেওয়া হবে বলে জানা গেল। বার্কডায়ের মহকুমা শাসক সুমন পোদার রবিবার জানানলেন,সোমবার সকাল সাটা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত কড়া পুলিশ নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে এই বুথ গুলিতে পুনরায় ভোট গ্রহন করা হবে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারা সকলের ব্যর্থতা : হুমায়ুন কবির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ বাম আমল থেকেই সন্ত্রাস হয়ে আসছে। এ রাজ্যের নির্বাচনগুলিতে বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা নতুন কিছু নয়। সদ্য শেষ হওয়া পঞ্চায়েত ভোটের দিনই বিভিন্ন জেলায় প্রাণহানি হয়েছে ১৯ জনের। রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও কয়েকজন। এর দায় কে নেনন। তা নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী-এর অপরের ঘাড়ে দায় চপাচ্ছে। বিজেপির দাবি, রাজ্য পুলিশেরই দায়িত্ব ছিল আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার। আর কমিশনের দাবি, অশান্তি রুখতেই আদালতের নির্দেশ মেনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। দায় যারই হোক, হিংসায় প্রাণহানি নিয়ে এবার বিস্ফোরক প্রতিক্রিয়া দিলেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীর। বারবার নির্বাচনী আবহে এমন অশান্তি পরিস্থিতিতে মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যাচ্ছে, বলেন ডেবরার বিধায়ক। দুর্দে পুলিশ অফিসার হিসেবে যার হ্যাঁত ছিল একসময়ে। বিভিন্ন জেলায় পুলিশ সুপার হয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলেছেন। অবসরের পর তিনি রাজ্যের শাসকদলে যোগ দিয়ে ডেবরা থেকে গত বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করে তিনি বিধায়ক হয়েছেন। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে এই এত মৃত্যুর পর একদা আইনরক্ষক হিসেবে উদ্বিগ্ন বোধ করছেন বলে জানান হুমায়ুন কবীর। আর কতদিন এসব চলবে? কেন প্রাণহানি শুন্য করা যাচ্ছে না? এসব প্রশ্ন তুললেন তিনি। তাঁর কথায়, বাঙালি হিসেবে আমি লজ্জিত, মর্মান্বিত। মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে লজ্জায়। আর কতদিন এসব চলবে? যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছে। কিন্তু আমরা বলতে পারছি না। আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তিনি জানান, এই সন্ত্রাসের জন্য দায়ী সব রাজনৈতিক দলগুলি। ২০০৮ সালে দায়িত্বে থাকার সত্তর বর্ষমানো ব্যাপক তল্লাশি চালিয়েছিলেন। প্রচুর অস্ত্র, বোমা উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর আরও বক্তব্য, অভিসেক বলেছিলেন, বিরোধী প্রার্থীরা যেন মনোনিয়ন দিতে পারে। আমি নিজে থেকেই বিরোধীদের মনোনিয়ন দিতে সাহায্য করেছিলাম। এত খুনোখুনি, মারামারি, কেন জিজেস করতে পারছি না? মৃত্যু কীমানা নয়। মৃতের পরিবারই জানেন এটা কতখানি কষ্টকর। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারা কমিশন, প্রশাসন, রাজনৈতিক দলগুলির ব্যর্থতা। ভয়মুক্ত, রক্তহীন নির্বাচন করতে পারলাম না।

ভোটে হিংসার বলি হওয়া মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধারী এলাকার মৃত কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে গেলেন অধীর চৌধুরী ...বিস্তারিত পাতা ৫

আচমকাই দিল্লি সফরে গেলেন রাজ্যপাল বোস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ পঞ্চায়েত ভোট মিটে গিয়েছে, বাকি শুধু তার ফলাফল বের হওয়া। তার আগেই রবিবারই দিল্লি গেলেন রাজ্যপাল। সন্ধ্যাই দিল্লি পৌঁছবেন। সোমবার সকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন সিভি আনন্দ বোস। এমনই খবর রাজভবন সূত্রে পাওয়া গিয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকে জেলায়-জেলায় ঘুরেছেন রাজ্যপাল। হিংসায় আক্রান্তদের পরিবারের সঙ্গে নিজে সাক্ষাৎ করেছেন। গ্রাউন্ড জিরোর রিপোর্ট তৈরি করেছেন নিজে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে সেই রিপোর্টই তিনি দিতে চলেছেন বলে সূত্রের দাবি। পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে অশান্তি। প্রাণ গিয়েছে বহু। অশান্তির ঘটনায় বারবার সরব হতে দেখা গিয়েছে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। নিজে ছুটে গিয়েছেন অশান্তিপ্ৰবণ এলাকায়। নিহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। ভোটের সকালেও একইরকম সক্রিয় রাজ্যপাল। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছেন। তারপরেও ভোটের দিন রাজ্যে প্রাণ গিয়েছে ১৯ জনের। নির্বাচনের পরও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অশান্তি চলছে। দফায়-দফায়



রিপোর্ট তৈরি করে মুখবন্ধ খামে কমিশনে জমা করেছিলেন। তাতে অবশ্য কমিশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বলাই খবর। ভোট শেষে সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছিলেন, রাজ্যপালের যা করণীয় তাই করব। এরপরই তড়িঘড়ি রবিবার দিল্লি রওনা দিলেন রাজ্যপাল। এখন দেখা যাক সেই রিপোর্ট নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কি করে। রাজ্যপালের এই ভাবে দিল্লি যাওয়া নিয়ে বিজেপির তরফে কোনও নেতাই মুখ খুলতে চান নি। সঠিক কি কারণে

শিশুদের খাবারের প্রতি যত্ন নিন, বিষদ জানতে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

শিশুদের খাবারের প্রতি যত্ন নিন, বিষদ জানতে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন।

তিনি দিল্লি যাচ্ছেন তার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। তৃণমূলকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তার পরিস্কার জানায় রাজ্যের প্রশাসনিক

প্রয়াত হলেন প্রাক্তন ফুটবলার লুই স্যুরাজে মিরামন্তো বার্সেলোনা ও ইন্টার মিলানের হয়ে মাঠ কাঁপানো তারকার মৃত্যুতে শোকহত দুই ক্লব। ...বিস্তারিত পাতা ৮

প্রয়াত হলেন প্রাক্তন ফুটবলার লুই স্যুরাজে মিরামন্তো বার্সেলোনা ও ইন্টার মিলানের হয়ে মাঠ কাঁপানো তারকার মৃত্যুতে শোকহত দুই ক্লব।



অভিযোগ জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে সোমবার তারা অ্যাপ্লিকেশন করে জানাবেন তারা কোথায় কোথায় কী দেখেছেন। ভোট শেষ হতেই সেই নালশের পাহাড় গিয়ে হাজির হল প্রধান বিচারপতির কাছে। ইমেনে জমা পড়েছে একাধিক। সব মিলিয়ে ভোট পর্ব নিয়ে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। এই ইমেনে দাবি করা হয়েছে বাহিনী মতায়নে আদালতের নির্দেশ মানা হয়নি, সিভিক ভলেন্টারিয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়নি। শনিবার নির্বাচন যখন চলছে সেই সময়ের মধ্যেই প্রধান বিচারপতির কাছে একাধিক অভিযোগ আসা শুরু হয়। আইনজীবীদের মারফত এই ইমেনে আসা শুরু হয়। তাঁর ইমেনে জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশ সঠিকভাবে পালন হয়নি। বিশেষ করে কেন্দ্রীয়বাহিনী মতায়নের ক্ষেত্রে আদালত যে নির্দেশ দিয়েছিল প্রতি বুথে বাহিনী রাখতে হবে সেটাও মানা হয়নি। কার্যত কোনও বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী চোখে পড়ে নি। পাশাপাশি বিভিন্ন স্পর্শকাতর বুথেও বাহিনী ছিল না বলেই তারা দাবি তুলছেন।

ভোট অশান্তিতে ‘ক্ষতিগ্রস্ত’ ভোটকমীরা পাবেন ক্ষতিপূরণ, জানাল কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে শনিবার কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল গোটা বাংলা। অনেক জায়গায় আক্রান্ত হয়েছেন ভোট কমীরা। ক্ষতিগ্রস্ত সেই ভোট কমীদের ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিল কমিশন। এবছর পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই অশান্তি। তবে শনিবার অর্থাৎ ভোটের দিন কার্যত মৃত্যু মিছিল দেখা গিয়েছে। সূত্র মারফত পাওয়া খবর অনুযায়ী, একদিনে রাজনৈতিক হিংসায় প্রাণ গিয়েছে ১৯ জনের। জেলায় জেলায় সংঘর্ষ, হাতাহাতি চলছে। কোথাও বুথের ভিতর ভাঙচুর চলছে। কোথাও ব্যালট নিয়ে দৌড়ে পালাতে দেখা গিয়েছে রাজনৈতিক দলের কর্মীদের। এই ভোট আদালত জেরে আহত হয়েছেন একাধিক ভোট কমী। কেউ বুথে বসে কেঁদে ফেলেছেন। কেউ বুথ ছেড়ে পালিয়েছে। সব মিলিয়ে পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যজুড়ে বিশৃঙ্খলার ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। এখনও আতঙ্কে আমজনতা। এই পরিস্থিতিতে আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত ভোট কমীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে কমিশন। প্রসঙ্গত, বিরোধীদের সূরে সূর মিলিয়ে ভোট অশান্তি নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহার বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুন ও আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সরকারি কর্মীদের সংগঠন যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ। শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ নির্বাচন কমিশনের অফিসে যান প্রতিনিধিরা। ডেপুটিেশন দেন। তারপরই আইনি লড়াইয়ের সিদ্ধান্তের কথা জানান মঞ্চের আহ্বায়ক তান্তবর ঘোষ। পাশাপাশি ভোট হিংসার অভিযোগ তুলে মহানগরের পথে প্রতিবাদ মিছিলের কথাও ঘোষণা করেন।

ভোটে হিংসা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী-কমিশনারকে কটুক্তি, জুতো হাতে কমিশনের সামনে বিক্ষোভ বিজেপির

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ পঞ্চায়েত ভোটের দিন রক্ত বডেছে। হয়েছে বাংলা রক্তে লালা। তারই প্রতিবাদে রাস্তায় এসে বিক্ষোভ করল বিজেপি। রবিবারসেই চিহ্নই দেখা গেল। ভোটের দিন সন্ত্রাস, কমিশনের নিক্রিয়তা ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সামনে রবিবারও বিক্ষোভে বসলেন বিজেপি কর্মীরা। আর সেই বিক্ষোভ থেকে মুখ্যমন্ত্রী, অভিযোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমিশনারকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করলেন তারা। পালাটা বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, এই কুৎসিতকর আক্রমণের খেসারত দিতে হবে বিজেপি নেতাদের। পঞ্চায়েত ভোটের দিন বাংলায় প্রাণ গিয়েছে ১৯ জনের। জখম হয়েছেন বহু মানুষ। বোমাবাজি, গুলিবৃষ্টি, ভোট লুট, ব্যালট বাজ্ঞ নষ্টের মতো ঘটনা ঘটেছে ভুরি ভুরি। প্রতিবাদে শনিবারই কমিশনের গেটে তালা বুলিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। গেটে লাথিও মারেন।

এরপর এদিন সজল হাসা, সোনালী গুহদের উপস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের অফিসের সামনে হাতে জুতো নিয়ে বিক্ষোভে বসেন। সেখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী, নির্বাচন কমিশনারকে কুৎসিতকর ভাষায় আক্রমণ করেন। তাঁদের জুতো মারার কথাও বলা হয়। বিজেপি নেত্রী সোনালী গুহর দাবি, ভোটে নামে প্রহসন হয়েছে। প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছে। আবার সজল ঘোষের দাবি, সবচেয়ে বেশি তো তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছেন। আজ তো ওদের এখানে বসে উচিত ছিল। তাঁদের দাবি, রাজ্য সরকারকে সরিয়ে তারপর পুনর্নির্বাচন করা হোক। না হলে আবার একই ঘটনা ঘটবে। পালাটা দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, বিজেপির কিছু কিছু নেতা কুৎসিতকর ভাষা ব্যবহার করছেন। এর খেসারত দিতে হবে ওদের। ২০১১ সালে রণীত সংগীত চলেছিল মানে এটা নয় যে ইউটিভিবে রিমিক্স পাওয়া যায় না। সবমিলিয়ে ভোটে হিংসা নিয়ে রবিবারও উত্তপ্ত রইল রাজ্য রাজনীতি।

পঞ্চায়েত ভোটে হিংসায় আক্রান্ত শাসক-বিরোধী দু’পক্ষই

মানুষের ‘প্রতিরোধে’ আশা দেখছে বাম-কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অশান্তির সাক্ষী হয়েছে এই রাজ্য ঠিকই। কিন্তু সে অশান্তি বা হিংসা কোনওটাই যে শাসক দল একা করছে তা বলা যায় না। এতে সমস্ত বিরোধিরাই জড়িত। বলা যেতে পারে যত বিরোধীরা আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু ততোটাই আক্রান্ত হয়েছে শাসক দল। মৃতদের বেশিরভাগটিই তৃণমূলের সদস্য। অর্থাৎ ‘মারের’ থেকে ‘পালটা মার’টাই বেশি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। মারামারি, কেন জিজেস করতে পারছি না? মৃত্যু কীমানা নয়। মৃতের পরিবারই জানেন এটা কতখানি কষ্টকর। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারা কমিশন, প্রশাসন, রাজনৈতিক দলগুলির ব্যর্থতা। ভয়মুক্ত, রক্তহীন নির্বাচন করতে পারলাম না।

পুরনো। সেই বাম আমল থেকে এই রকমই হয়ে আসছে। ছবিটা এবারেও একই। কিন্তু এবার প্রেক্ষাপট একেবারেই আলাদা। সম্ভবত এই প্রথম বিরোধীদের হাতে সমানে আক্রান্ত হতে হয়েছে শাসককে। তৃণমূল নিজেই সেকথা মেনে নিয়েছে। এবং ডিকটিম কার্ড খেলার স্টেজ করছে। তাঁদের বক্তব্য,সন্ত্রাসের কারবার করছে বিরোধীরা। যদিও সেই অভিযোগ খারিজ করছে বিরোধী শিবির। তাঁদের বক্তব্য, মানুষের প্রতিরোধই তৃণমূলকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। আর এই ‘গণপ্রতিরোধ’ বেশিরভাগটা এসেছে বাম এবং কংগ্রেসের তরফে। শনিবার মূলত প্রতিরোধের খবর ধরা পড়েছে, সেগুলির বেশিরভাগই সংখ্যালঘু

অধ্যুষিত। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, কোচবিহারের একটা অংশ, নদিয়ার কিছুটা অংশ, উত্তর চবিশ পরগনা, বর্ধমানের একাংশ ও দক্ষিণ ২৪



পরগনার বাসন্তীতে তৃণমূলের সঙ্গে সমানে সমানে ‘লড়াই’ হয়েছে বলে মনে করছে বিরোধী শিবির। আর এই ‘লড়াই’য়ের বেশিরভাগেরই নেতৃত্ব ছিল বাম-কংগ্রেস। এটাকে যদি বাম-কংগ্রেসের কথায় প্রতিরোধ বলা হয় তবে সবচেয়ে বেশি

অশান্তির ঘটনা ঘটেছে মুর্শিদাবাদের কারণ, সবচেয়ে বেশি ‘প্রতিরোধ’ হয়েছে সেখানে। সেই সঙ্গে প্রতিরোধ হয়েছে মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূমের কিছু অংশে। সে তুলনায় বিজেপি অসেক নিঃস্পৃহ ছিল। দিনছাটা ছাড়া এই ‘প্রতিরোধ’ বিজেপির তরফে তেমন দেখা যায়নি। জোঁটের নেতারা ঘনিষ্ঠ মতলব লবাবলি করছেন, ভোটের ফল যাই হোক, মানুষের এই প্রতিরোধ, আগামীদিনের জন্য ইতিবাচক হতে চলেছে। বসন্ত, শনিবার ভোটের পর সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী আর মহম্মদ সেলিম, অধীর চৌধুরীদের বক্তব্যে পার্থক্য ধরা পড়েছে। শুভেন্দুর রাষ্ট্রপতি শাসন, আদালতে যাওয়ার কথা বলছেন।

আর সেলিমরা বলছেন প্রতিরোধের কথা। ভোটের পর যেমন মহম্মদ সেলিমকে বলতে শোনা গিয়েছে,তৃণমূল বোলাগাম সন্ত্রাস চালিয়েছে ঠিকই। কিন্তু তারপরেও মানুষ ভোট দিয়েছে। ভোটের গণনা ঠিকমতো হলেই বোঝা যাবে তৃণমূল জনি হারিয়েছে। আর অধীর চৌধুরী রবিবার বলে দিয়েছেন,তৃণমূল আর পারছে না। তাই এবার পুলিশকে পথে নামতে হচ্ছে। তৃণমূল এখন পিছনে থাকছে। আর পুলিশ সামনে গিয়ে সন্ত্রাস করছে। বসন্ত অধীর-সেলিমদের কথায় কিছুটা হলেও ‘আত্মবিশ্বাস’ ধরা পড়ছে। সেই ‘পাথেয়’ করতে চাইছে জোট শিবির। এখন খোখার বিষয় নির্বাচনের ফলাফল কি হয়।

‘স্পর্শকাতর বুথের তালিকাই পাইনি’, অশান্তির ভোটের পর সাফাই দিলেন বিএসএফ অধিকর্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ দিনভর লাগাতার অশান্তি, হিংসা, প্রাণহানির মধ্যে দিয়ে শনিবার রাজ্যে শেষ হয়েছে পঞ্চায়েত ভোট। যেসব বুথে অশান্তি হয়েছে, সেখানে কোথাও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিশেষ দেখা যায়নি। এমনই বাহিনী মোতায়েন নিয়ে যথেষ্ট সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল নোডাল অফিসার তথা বিএসএফ, ডিভির সঙ্গে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে। রবিবার বিএসএফের তরফে দাবি করা হল তাঁরা স্পর্শকাতর, অস্পর্শকাতর বুথের তালিকাই পাননি। যা হাতে পেলে বাহিনী মোতায়েনের কাজ অনেকটা সহজ হতো। যদিও এই দাবির পালাও দিয়েছে কমিশন। ফলে নির্বাচনের পরও কমিশনের সঙ্গে কার্যত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের চাপানউতড়ার জারি রইল।শনিবার ভোটের আগে শুক্রবার রাত পর্যন্তও বিভিন্ন জেলায় জওয়ান মোতায়েন করা যায়নি।



অরুণাচলের মতো জায়গা থেকে জওয়ানদের তড়িঘড়ি উড়িয়ে আনার পরও সঠিক বুথে মোতায়েন করা সম্ভব হয়নি। আর হিংসা, হানাহানি চলছে দিনভর। আর এসবের পর বিএসএফ, ডিআইজি (ইস্টার্ন কমান্ড) এসএস গুলেরিয়ার দাবি, তারা স্পর্শকাতর বুথের তালিকা পাওয়া যায়নি বলে ঠিকমতো জওয়ান মোতায়েন করা যায়নি।

নাহলে যেসব বুথে বিএসএফ, সিএপিএফ ছিল, সেখানে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হয়েছে। এ বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের হুজি, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বলা হয়েছিল, রাজ্যে পা রাখার পর জেলার নোডাল অফিসারদের যোগাযোগ করে স্পর্শকাতর বুথের তালিকা নিয়ে নিতো। কিন্তু সমস্যা হবে তাঁরা করতে পারেননি। কারণ, কমিশনের চাওমাতো ৮০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে অনেক দেরিতে। এতে কমিশনের কোনও দায় নেই।

মণিপুরে দুষ্কৃতীদের পৃথক পৃথক হামলায় আহত দুই অসামরিক ও একজন স্টেট কর্মন্ডের জওয়ান

ইমফল, ৯ জুলাই : মণিপুরে ফের গুলি হামলা চালিয়েছে সন্দেহভাজন দুষ্কৃতীরা। বিশ্বপুর জেলায় সংগঠিত পৃথক পৃথক হামলায় দুই অসামরিক এবং একজন স্টেট কমান্ডের জওয়ান আহত হয়েছেন। ঘটনাগুলি গত ৬ এবং ৭ জুলাই সংঘটিত সংঘর্ষের জের বলে মনে করা হচ্ছে। আজ রবিবার প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, শনিবার ভোরে বিশ্বপুর জেলার ফৌগাকচাও ইখাই আওয়াং মামাং লেইকাইতে ঘটেছিল প্রথম ঘটনা।

সন্দেহভাজন কুকি উগ্রপন্থীদের ছোঁড়া গুলি রাজ্য পুলিশ কমান্ডের এক জওয়ানের বাঁ পায়ের গোঁড়ালিতে বিদ্ধ হয়েছে। আহত জওয়ানকে ইয়াহিরিগোক খোইরম এলাকার ৪৩ বছর বয়সি কামবাম রামেশ্বর বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাকে প্রথমে বিশ্বপুর জেলা হাসপাতালে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দিয়ে স্থানান্তর করা হয় রাজ মেডিসিটিতে। এদিকে শনিবার সকাল প্রায় ৮.৫০টায় নিবারণ কৃষিখেতে কাজ করার সময় একজন সাধারণ নাগরিককে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে কুকি জঙ্গি। এ ঘটনা বিশ্বপুর জেলার অন্তরগত মৈরাং থানা থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত

ফুবালা মানিং লেইকাই চিংযা লাউকনে সংঘটিত হয়েছে। সে সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীও সেখানে মোতায়েন ছিল বলে খবর। আহত ব্যক্তিকে ফুবালা ২ নম্বর ওয়ারেডের



আওয়াং মামাং লেইকাইয়ের ওয়াই কাওবার বছর ৪০-এর ছেলে য়ুমনাম রঞ্জন বলে পরিচয় পায়া গেছে। গ্রামকে সুরক্ষিত রাখতে ওই অঞ্চলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। তাই তিনি পাছাড়া নিবারণে সন্দেহে তাঁর খেতে গিয়ে কৃষিকাজে গিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, কুকি উগ্রপন্থী আচমকা যাওয়া হয়। চিকিৎসা দিয়ে তাকে মোয়াতেন ছিল শিখ রেজিমেট। কিন্তু তারা কুকি উগ্রপন্থীর বদলে

কৃষক য়ুমনাম রঞ্জনের দিকে গুলি চালায়। গুলি তার নিতম্বের নীচে লেগেছে। গুলিবিদ্ধ য়ুমনাম রঞ্জনকে বিশ্বপুর জেলা হাসপাতাল থেকে রাজ মেডিসিটিতে স্থানান্তর করা

হয়েছে। অন্য এক ঘটনায় থাংজিং পাদদেশীয় এলাকায় ১৮ বছর বয়সি মহম্মদ ওয়ারিস থান নামের একজন মর্টারের স্পিলন্টারে যাবলে হয়েছে। ঘটনাটি থাংজিং পাদদেশীয় এলাকায় সংগঠিত হয়েছে। অজ্ঞাত দূর্বৃত্তাও ওয়ারিস থানের বাড়িতে মর্টার হামলা চালিয়েছিল। আহত খানকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা দিয়ে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রায় ৬৩

দিন যাবৎ চলমান ইন্টারনেট পরিষেবায় নিষেধাজ্ঞা আংশিক প্রত্যাহার করতে রাজ্য সরকারকে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে মণিপুর হাইকোর্ট। গত ৩ মে থেকে মণিপুরে চলমান সহিংসতা, গোলাগুলি ও হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় মণিপুর হাইকোর্ট রাজ্য সরকার কর্তৃক আরোপিত দুই মাসব্যাপী ইন্টারনেট পরিষেবায় নিষেধাজ্ঞা আংশিকভাবে তুলে নেওয়ার অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করেছে। বীরেন সিং সরকারকে আদালত সুপারিশ করেছে, ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞা পরীক্ষা করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রস্তাবিত সুরক্ষাগুলি মেনে চলার পাশাপাশি কেসবাইকেস ডিভিডিতে গৃহ সংযোগের জন্য সীমিত ইন্টারনেট অ্যাক্সেস প্রদান করার বিষয়ে বিবেচনা করা দরকার। আদালতের অন্তর্বর্তী আদেশ ২৫ জুলাই পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত ‘হোয়াইট-লিস্টেড’ ফোন নম্বরগুলিতে ইন্টারনেট সংযোগ পুনরুদ্ধারের পথ প্রশস্ত করবে। প্রসঙ্গত, বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রস্তাবিত সুরক্ষার মধ্যে রয়েছে ইন্টারনেটের গতি ১০ এমবিপিএস-এ সীমাবদ্ধ করা এবং

স্বরাষ্ট্র দফতর প্রদত্ত অনুমোদিত মোবাইল নম্বরগুলির একটি ‘হোয়াইট-লিস্টেড’ বজায় রাখা। পরিষেবা প্রদানকারীরা আশ্বাস দিয়েছে, ইন্টারনেট অ্যাক্সেস একচেটিয়াভাবে এই ‘হোয়াইট-লিস্টেড’ মোবাইল নম্বরগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকবে, যাতে কোনও অনুমোদিত অ্যাক্সেস বা তথ্য ফাঁস না হয় তা নিশ্চিত করে। ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের সম্ভাব্য অপব্যবহারের বিষয়ে উদ্বেগ মোকাবিলা করতে সরকার প্রস্তাব করেছে, ‘হোয়াইট-লিস্টেড’ গ্রাহকরা তাঁদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মাধ্যমিক ব্যবহারকারীদের দ্বারা সম্পাদিত যে কোনও অবৈধ কর্মের জন্য ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা গ্রহণ করে। প্রাইমারি গ্রাহকদের সেকেন্ডারি ব্যবহারকারীদের একটি লগ এবং তাদের ইন্টারনেট ব্যবহারের বিবরণ বজায় রাখা বাধ্যতামূলক হবে। মণিপুর সরকার উচ্চ আদালতকে আশ্বস্ত করেছে, সীমিত ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের জন্য ট্রায়াল পরিচালনা করবে। এছাড়া প্রস্তাবিত সুরক্ষাগুলি বাস্তবায়নে অগ্রগতির রূপরেখা দিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন জমা দেবে।

ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় স্মারক বক্তৃতা



দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাই : কলকাতা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় স্মারক বক্তৃতা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার ইন্দ্রনীল বিশ্বাস, ডাক্তার তপন নন্দর (প্রাক্তনী সংস্থার সভাপতি), ডাক্তার দেবশিষ্য বসু (প্রাক্তনী সংস্থার সম্পাদক), ডাক্তার মানব নন্দী প্রাক্তনী আকাদেমিক সংস্থার সাব কমিটির সভাপতি) এবং উদাস চন্দ্র ঘোষ (প্রাক্তনী সংস্থার কোষাধ্যক্ষ)। অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছিল ডাক্তার বিদ্যুৎ কুমার মণ্ডল, ডাক্তার কার্তিক চন্দ্র দে, ডাক্তার প্রবীর কুমার সেন এবং ডাক্তার অলকেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। অনুষ্ঠানে মেডিকেল “কলেজের প্রতিষ্ঠা নিয়ে ইতিহাস” সমৃদ্ধ বক্তব্য রাখেন ডাক্তার শঙ্কর কুমার নাথ। ডাক্তার মমতাজ সংঘমিত্রা এবং ডাক্তার সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী চেয়ারপাসন ছিলেন। অনুষ্ঠানে মেধাবি ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বাস ও গাড়ির সংঘর্ষে হরিয়ানার জিন্দে মৃত ৮, আহত ১০ জন

জিন্দ, ৯ জুলাই : হরিয়ানার জিন্দ জেলায় হরিয়ানা রোডওয়েজ বাস ও একটি গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৮ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। রবিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জিন্দ জেলায় জিন্দভিওয়ানি সড়কের ওপর বিবিপুর গ্রামের কাছে। যাত্রীতে পরিপূর্ণ যাত্রীবাহী গাড়িটি ভিওয়ানি থেকে জিন্দ যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে, বাসের চালক একটি গাড়িকে ওভারটেক করার চেষ্টা করছিলেন, তখনই ওই গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ওই ত্রুজার গাড়িতে কমপক্ষে ১৫ জন ছিলেন, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের ও ৭ জন আহত হয়েছেন। এছাড়াও বাসের দুই যাত্রী, চালকও আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাস্থলেই ৪ জনের মৃত্যু হয়, পরে আরও ৪ জন প্রাণ হারান। মৃতদের নামরবি, হরদীপ, সুরবিন্দর, হীরা, রাহুল, সঞ্জয় ও মনোজ। একজনের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

আবহাওয়ার উন্নতি, পহেলগাম রুট থেকে শুরু অমরনাথ যাত্রা

জম্মু, ৯ জুলাই : অবশেষে সন্তি পেলেন অমরনাথ তীর্থযাত্রীরা। আবহাওয়ার উন্নতি হতেই রবিবার থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে অমরনাথ যাত্রা। তবে,



এদিন পহেলগাম রুট থেকে শুরু হয়েছে অমরনাথ যাত্রা। বিগত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছিল জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে। খারাপ ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে তাই দু’দিন অধিবেশি স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল অমরনাথ যাত্রা। ফলে অমরনাথের পবিত্র গুহার উদ্দেশে যেতে পারেন পূণ্যার্থীরা। কিন্তু, রবিবার সকাল থেকে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তাই এদিন থেকে পুনরায় অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে। তবে, পহেলগাম রুট থেকে শুরু হয়েছে অমরনাথ যাত্রা। বৃষ্টি এখনও থামেনি জম্মু ও কাশ্মীরে, বরং বৃষ্টির দাপট আরও বেড়েই চলেছে। আর তাই রবিবারও প্রতিকূল আবহাওয়া কারণে স্থগিত করা হয়েছিল অমরনাথ যাত্রা। বালতাল ও পহেলগাম উভয় রুট থেকে বন্ধ রয়েছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। এই নিয়ে পরপর ৩দিন বন্ধ থাকল অমরনাথ যাত্রা।তানা তদিন অমরনাথ যাত্রা বন্ধ থাকায় ৬ হাজারের বেশি অমরনাথ পূণ্যার্থী রামবানে আটকে পড়েছেন। আবহাওয়া কখন ভালো হবে, সেই আশায় সবাই। রামবানের ডেপুটি কমিশনার এম ইসলাম বলেছেন, তীর্থযাত্রীদের জন্য ‘যাত্রী নিবাস’-এ সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে। তীর্থযাত্রীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সে জন্য আমরা সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ নিচ্ছি। উল্লেখ্য, গত ১ জুলাই শুরু হয়েছিল এ বছরের অমরনাথ যাত্রা, সমাপ্ত হবে আগামী ৩১ আগস্ট। এদিকে, ভারী বৃষ্টি ও ভূমিধসের কারণে রবিবারও অবরুদ্ধ থাকল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় আটকে পড়েছে বহু যানবাহন। ডেপুটি কমিশনার জানিয়েছেন, ভূমিধসের কারণে এখনও বন্ধ রয়েছে জম্মুশ্রীনগর জাতীয় সড়ক।

ক্যালিফোর্নিয়ায় যাত্রীদের নিয়ে ভেঙে পড়ল বিমান, ভিতরে থাকা ছ’জনেরই মৃত্যু

ক্যালিফোর্নিয়া, ৯ জুলাই : ক্যালিফোর্নিয়ায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি যাত্রীবাহী বিমান। যাত্রীদের নিয়ে মাঠের উপর ভেঙে পড়ে একটি ব্যবসায়িক জেট বিমান। তাতে মোট ছ’জন ছিলেন। ঘটনাস্থলেই সকলের মৃত্যু হয়েছে। আমেরিকার সময় অনুযায়ী, শনিবার স্থানীয় সময় ভোর ৪টো ১৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ক্যালিফর্নিয়ার মুরিয়েটা শহরে ফ্রেঞ্চ ভ্যালি বিমানবন্দরের কাছেই বিমানটি ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনাস্থল সান দিয়েগো থেকে ৬৫ মাইল উত্তরে। দেশের ফেডেরাল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানিয়েছে, লাস ভোগাসেসে হ্যারি রেইড আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেসনা সংস্থার ব্যবসায়িক জেটটি। তাতে চালক,

বিমানকারীসহ ছ’জন ছিলেন। প্রত্যেকেরই মৃত্যু হয়েছে। তবে



মৃতদের পরিচয় এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত করা যায়নি। বিমানটি একটি মাঠের উপর ভেঙে পড়ে। সঙ্গে

সঙ্গেই তাতে আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়

দমকলবাহিনী। তারাি আগুন নিভিয়ে বিমানের ধ্বংসাবশেষ থেকে ছ’জনের দেহ উদ্ধার করে।

মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হয়েই চলেছে দিল্লিতে, ভারী বৃষ্টিতে দুর্বিষহ অবস্থা হিমাচলে

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েই চলেছে রাজধানী দিল্লিতে। রবিবার সকালে বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙেছে দিল্লিবাসীরা। শনিবার বিকেলের পর থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি থামেনি রবিবারও। লাগাতার বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে দিল্লির নানা প্রান্ত। দিল্লির পাশাপাশি বৃষ্টি হচ্ছে হরিয়ানার গুরুগ্রামেও। গুরুগ্রামের সেক্টর ৫১, সোহনা রোড জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। গুরুগ্রামের রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় রবিবার সকালে ধীর গতিতে চলাচল করে যানবাহন। ভারী বৃষ্টির জেলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গুরুগ্রামের স্বাভাবিক জনজীবন। শুধুমাত্র দিল্লি ও গুরুগ্রাম নয়, ভারী বৃষ্টি হয়েই চলেছে উত্তরাখণ্ডের নৈনিতাল, উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদে। মোরাদাবাদের নানা অংশ ইতিমধ্যেই জল জমে

গিয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, দিল্লির সফদরুং অবজারভেটরি রবিবার সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত ১৫৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে, ১৯৮২ সালের ২৫ জুলাইয়ের থেকে সর্বোচ্চ। অন্যদিকেভারী বৃষ্টিতে দুর্বিষহ অবস্থা হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলাসহ রাজ্যের নানা প্রান্তে। হিমাচল প্রদেশের মাঠি এবং কুল্লুতে অবিরাম ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে রিয়াস নদীর জলস্তর বেড়েছে অনেকটাই। আবার ভূমিধসের কারণে মাঠি থেকে কুল্লুর দিকে জাতীয় সড়ক ৬-এ যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। আর ভারী বৃষ্টির কারণেই রবিবার শিমলাকালকা হেরিটেজ রেলপথে ট্রেন চলাচল বাতিল করা হয়েছে। শিমলাকালকা রেল রুটের কোথাও কোথাও গাছ ভেঙে পড়েছে। আবার

রেললাইনের ওপর কান্দামাটি জমেছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করার পরই শিমলাকালকা হেরিটেজ রেলপথে ট্রেন চলাচল বাতিল করা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশের ট্রাফিক, ট্যুরিস্ট ও রেলওয়ে পুলিশ জানিয়েছে, ভারী বৃষ্টি, ভূমিধস এবং রেললাইনে জল জমে যাওয়ার কারণে শিমলা-কালকা হেরিটেজ রেললাইনে ট্রেন চলাচল রবিবারের জন্য বাতিল করা হয়েছে। এদিকে, আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে হিমাচল প্রদেশের লাহাউল ও স্পিতি জেলায়। যদিও, হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ শনিবারই স্পিতি থেকে মানালি যাওয়ার পথে ৬০ জন কলেজ পড়ুয়ার একটি টিমকে নিরাপদে উদ্ধার করেছে, যারা আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের কারণে গ্রামফু থেকে ছোট ধারার মধ্যে জাতীয় সড়কে আটকে ছিল।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার ও গ্রেপ্তার ১৮ জন

মালিগাঁও, ৯ জুলাই :উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষাবাহিনী (আরপিএফ) রেলওয়ের মাধ্যমে নিষিদ্ধ সামগ্রীর পরিবহন প্রতিরোধ করতে নিজেদের জোনের মধ্যে বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে ধারাবাহিক ভাবে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আসছে। আরপিএফ ৩ ও ৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখের মধ্যে পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে ২৮.৪৫ লক্ষ (আনুমানিক) টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী সফল ভাবে উদ্ধার করে। এছাড়াও আরপিএফ এই সময়ের মধ্যে নিষিদ্ধ সামগ্রী পরিবহনের অভিযোগে ১৮জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। প্রয়োজনীয় আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকৃত সামগ্রী সহ ধৃতব্যক্তিদের তিনসুকিয়ার ওসি জিআরপি ও স্থানীয় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।



করে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকৃত সামগ্রী সহ ধৃতব্যক্তিদের জিআরপি আগরতলার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও, ৬ থেকে ৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ বিভিন্ন রেলওয়েস্টেশন ও ট্রেনে চোরাই সামগ্রী পাচার ও নিষিদ্ধ সামগ্রী পরিবহণ সম্পর্কিত কার্যকলাপের দিকে ধারাবাহিক তল্লাশি করে কড়া নজরদারি চালিয়ে আসছে, যাতে দেশকে মাদক মুক্ত করা যায়।

আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে শুরু হচ্ছে পরিদর্শক সম্মেলন



নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : রাষ্ট্রপতি ভবনে আগামীকাল দু’দিনের পরিদর্শক সম্মেলন ২০২৩ শুরু হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত ১৬২টি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শক। তিনি আজ এই সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণও দেবেন। উদ্ভাবন, গবেষণা এবং প্রযুক্তি উন্নয়ন বিভাগে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন সাংসদ চিরাগ পাসওয়ান

পাটনায়, ৯ জুলাই : বিহারের রাজধানী পাটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা নিত্যানন্দ রাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন লোক জনশক্তি পার্টির সভাপতি ও সাংসদ চিরাগ পাসওয়ান। রবিবার সকালে আচমকাই নিত্যানন্দ রাইএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন চিরাগ পাসওয়ান। চিরাগের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই বলেছেন, আমাদের সাক্ষাৎ সর্বদাই ভালো। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিত্যানন্দ রাই বলেছেন, এটা আমাদের পুরনো বাড়ি। আমরা যখনই দেখা করি তখন সেই সর্বদাই ভালো হয়। রামবিলাস পাসওয়ান এবং বিজেপি জনগণের কল্যাণে কাজ করেছে.. প্রধানমন্ত্রী মোদীর জনপ্রিয়তার ভয়ে রয়েছে বিরোধী ঐক্য। তাঁদের নেই কোনও নেতা অথবা কোনও নীতি, নীতি, সেবা এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছ থেকে শেখা উচিত তাঁদের।

উত্তরাখণ্ডে দুর্ঘটনার কবলে গাড়ি ৫ জন নিরাপদে উদ্ধার, ৬ জন নিখোঁজ

তেহরি, ৯ জুলাই : উত্তরাখণ্ডের তেহরি গাডোয়াল জেলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে ৫ জনকে, তবে রবিবার সকাল পর্যন্ত ৬ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। রবিবার পুলিশ ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী জানিয়েছে, তেহরি জেলায়র গুলারে একটি গাড়ি পাহাড়ি রাস্তা থেকে পড়ে যায়। ওই গাড়িতে মোট ১১ জন ছিলেন, দুর্ঘটনার পরই উদ্ধারকাজ শুরু করে পুলিশ ও এসডিআরএফ। ১১ জন যাত্রীর মধ্যে পাঁচজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি ছয় যাত্রীর খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে। শনিবার রাতেই উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়। জঙ্গল এলাকা থাকায় বাকি যাত্রীদের খুঁজতে বেশ কিছুটা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে উদ্ধারকারীদের।

২৩ বছরের বৃষ্টির রেকর্ড, জুলাইয়ে সর্বোচ্চ বর্ষণে জনজীবন বিপর্যস্ত

চণ্ডীগড়, ৯ জুলাই : রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত চণ্ডীগড়ে। জুলাই মাসে (শনি থেকে রবিবার পর্যন্ত) রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি ২৩ বছরের রেকর্ড ভেঙেছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই মরশুমের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছে চণ্ডীগড়ে। অহিএমডি অনুসারে, চণ্ডীগড়ে ২৪ ঘণ্টায় ৩২২.২ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। চণ্ডীগড় শহরে এর আগে ২০০০ সালের ১৮ জুলাই ২৬২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের সর্বোচ্চ রেকর্ড করা হয়েছিল। টানা বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন স্থানে জল জমে গিয়েছে ও যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হচ্ছে হরিয়ানার গুরুগ্রামেও। গুরুগ্রামের সেক্টর ৫১, সোহনা রোড জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। গুরুগ্রামের রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় রবিবার সকালে ধীর গতিতে চলাচল করে যানবাহন। ভারী বৃষ্টির জেলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গুরুগ্রামের স্বাভাবিক জনজীবন।

ভারতে ৩২-এ পৌঁছল দৈনিক সংক্রমণ ফের কমল সক্রিয় রোগী

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৩২ জন। শনিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনারোগীর সংখ্যা কমে ১,৪৫৪তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনারোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৩। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছে ৪,৪৪,৬১,২০৮ জন করোনারোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘণ্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৬১৯ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৪৩৮,৮৪৬ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৮ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৪৫,১৭৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনাস্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

পুনরুদ্ধার করা বাস্তব মেট্রো যাত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে

কলকাতা, ৯ জুলাই : ০৮.০৭.২০২৩ তারিখে প্রায় ০৯,৩০ টায়, দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে পোস্ট করা একদল অনডিউটি মহিলা আরপিএফ কর্মীরা একটি নিয়মিত টহল চালানোর সময় একটি মেট্রো থেকে একটি দাবিহীন সিল করা বাস্ট্র উদ্ধার করে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পরে স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেয়। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা করে বাস্ট্রের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর, আনুমানিক ১০,৪০ ঘণ্টায়, একজন যাত্রী দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে উদ্ধার করা সিল করা বাস্ট্রের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাইবাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণ করার পরে, সিল করা বাস্ট্রটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। হারানো বস্তু ফিরে পেতে সাহায্য করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

প্রবল বৃষ্টির জেরে হড়পা বানে ভেসে গেলেন দুই সেনা জওয়ান

শ্রীনগর, ৯ জুলাই : প্রবল বৃষ্টির জেরে হড়পা বানে ভেসে গেলেন দুই সেনা জওয়ান। শনিবার ভেসে যাওয়া ওই দুই জওয়ানের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছিল জম্মুকাশ্মীরের পুঞ্চে। পুলিশ সূত্রে খবর, সুরানকোটের কাছে ডোগরা নালা পার হাচ্ছিলেন ওই দুই জওয়ান। তখন আচমকাই হড়পা বান আসে ওই নালায়। ক্রত সবে যেতে না পারায় জলের তাতে ভেসে যান দু’জনেই। দুই জওয়ানের কোনও হাদিস না পেয়ে খোঁজ শুরু হয়। বেশ কিছু ক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ঘটনাস্থল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে নারৈব সুবেদার কুলদীপ সিয়ের দেহ উদ্ধার হয়। শনিবার রাতে এক জওয়ানের দেহ উদ্ধার হলেও, আর এক জনের কোনও হাদিস পাওয়া যায়নি। রবিবার সকালেও ওই জওয়ানের খোঁজে তল্লাশি চালানো হয়। সেই সময় তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। গত কয়েক দিন ধরে জম্মুকাশ্মীরের নানা প্রান্তে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও হড়পা বান এসেছে, কোথাও ধস নেমেছে। কোথাও আবার সড়ক, সেতু, স্টেশন গিয়েছে। ডোডা জেলায় থাখরিগুন্ডো সড়কে যাত্রীবাহী বাসের উপর ধস নেমে আসে। এই ঘটনায় দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে বেশ কয়েক জন।

পঞ্জিকা
 রবিবারের পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
আজ ২৩ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজী ৯ জুলাই ২০২৩, ৫৩৭ চৈতন্যাব্দ, কলি ৫১২৪, সৌর ২৪ আষাঢ়, চান্দ্র ২২ শ্রীধর মাস, ১৯৪৫ শকাব্দ ২০৮০ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৭ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশ ২৫ আষাঢ় ১৪৩০, ভারতীয় সিভিল ১৮ আষাঢ় ১৯৪৫, মৈতৈ ২২ ইঙেন, আসাম২৩ আহার, মুসলিম ২০জিলহজ্জ ১৪৪৪ হিজরী।সূর্য উদয় সকাল ০৫০১০৯ এবং অস্ত বিকাল ০৬২২১১। চন্দ্র উদয় বিকাল ০১৫৯৩০ এবং অস্ত শেষ রাত্রি ০৬২৫৫০(২)। শুক্ল পক্ষ তিথি দ্বাদশী (ভদ্রা) রাত্রি ১০০০১০ দং ৪৯১৬৩৫ পর্যন্ত , দ্বাদশীর পারনা সকাল ০৫০৫সকাল ০৯২৪ পর্যন্ত নক্ষত্র উত্তরফাল্গুনী সন্ধ্যা ঘ ০৬৪৩০৪ দং ৬৪৬৩২৫ পর্যন্ত পরে হস্তা পরে বালব যোগ ইন্দ্র দুপুর ঘ ০১১৫৮৫ দং ১৭৩১৩৬ পর্যন্ত পরে ঐর্ঘ্যতি অমৃতযোগ দিন ০৬১৮২২ থেকে - ০৭৪৬৪৯ পর্যন্ত, তারপর ০৯৫৯৩০ থেকে- ১১২৭৫৮ পর্যন্ত, তারপর ০৩০৪১৩ থেকে - ০৪৩৭৩৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬১৩৩৪ থেকে-০৮৪৮৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০১৫৯৩০ থেকে - ০৬১৮২২ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগ দিন ০১৪০৩৯ থেকে০৩০৯০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮৪৮৫৩ থেকে - ১০৩২২৫ পর্যন্ত। কুলিবেলো দিন ১১২৭৫৮ থেকে-১১২২১১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রি ১০৩২২৫ থেকে- ১১২৪১১ পর্যন্ত।বারবেলা দিন ১১৫০০৫ থেকে-০১৪৩০০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৯০৪১৩ থেকে - ১০২৭০৯ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০৩০৪১৩ থেকে-০৪৪১১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৯১৮২৮৭ (২২) ৩ পদ,সুদ্র ৬৫৬৪০ (৬) ১ পদ, মঙ্গল ১১৪৪৪২৫ (৪) ২ পদ, বুধ ৮২১৫৬৪৫ (২০) ৩ পদ।বৃহস্পতি ১১১২৩৩৬ (২৬) ৩ পদ, শুক্র ১০১৩৪৪৭ (২৪) ২ পদ, শনি ৯২৮৪৫৩২ (২৩) ২ পদ। চন্দ্র উদয় রাত্রি ১১৫৯৪৩(১০)।

আবহাওয়া

পূর্বাভাস
মূলত
আকাশ পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.২ ও (৫) সর্বনিম্ন ২০.৪০ ও (৩) আর্দ্রাঙ্গিক আর্দ্রতা ৭৬ এবং বৃষ্টিপাত নেই। জোয়ার সকাল ৭ টা ৪৪ মিনিট
এবং
রাত ৮ টা ৩২ মিনিট।
ভাট রোহা ১ টা ৩৩ মিনিট এবং
রাত ১ টা৪৭ মিনিট।
সূর্য উদয় সকাল ৫ টা ২৬ মিনিট এবং
অস্ত বিকেল ৫টা ৪৮মিনিট।

রাশিফল

১ মেঘ রাশি: বহুদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হতে পারে। সম্ভাবনের বিবাহের পূর্বে তাদের মতামতের গুরুত্ব দেবেন। এই রাশির জাতিকদের আর্থিক উন্নতি হচ্ছে।
২ বুধ রাশি : বড় ধরনের কোনও অর্থটনের যোগ নেই। অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার ফলে উমানিক অবসাদ।
৩ মিথুন রাশি : চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সময়াট শুভ। নিকট আত্মীয়ের সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে পারিবারিক আশান্তি দেখা দিতে পারে।
৪ কর্কট রাশি :ঃসৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বাড়তি উপার্জনের হদিশ মিলতে পারে।
৫ সিংহ রাশি:ঃ বৈহিসাবি খরচের জেরে ঋণশোধের পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি।

৬ কর্কট রাশি :ঃসৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বাড়তি উপার্জনের হদিশ মিলতে পারে।

৫ সিংহ রাশি:ঃ বৈহিসাবি খরচের জেরে ঋণশোধের পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি।
৬ কর্াশি : পাবলিক যানবাহন চালকরা সাবধানে গাড়ি চালান। নচেৎ দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন।

৭ তুলা রাশি:ঃ বহুদিনের কোনও আশাপূরণ হতে পারে। নতুন যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সময়াট শুভ।

</

রবিবার বিধানসভা খুলিয়ে সই সাবুদ করাচ্ছেন সূরত বক্সী, তাপস রায়, ব্যাপার কী



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ দূরন্ত বসবে কাল পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হয়েছে। এখনও রেশ কাটেনি। এরই মধ্যে রবিবার ছুটির দিনে বিধানসভা খুলিয়ে তৃণমূল বিধায়কদের সই সাবুদ করাচ্ছেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সূরত বক্সী, উপ মুখ্যসচিবক তাপস রায় প্রমুখ। ব্যাপারটা কী? রাজ্যসভায় বাংলা থেকে ৭টি আসন শূন্য হয়েছে। তার নোটিফিকেশন হয়ে গিয়েছে ৬ জুলাই। ১৬ জুলাই মনোনয়ন পেশের শেষ দিন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারের মধ্যেই ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ১১ তারিখ মঙ্গলবার সম্ভবত তৃণমূল প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়ন পেশ করবেন। সেই কারণেই রাজ্য সভাপতি সূরত বক্সী এদিন বিধানসভায় কিছু দলীয় বিধায়ককে ডেকে প্রস্তাবক হিসেবে সই করিয়ে রাখছেন। যাতে নাম ঘোষণা হতেই মনোনয়ন পেশ করাতে কোনও অসুবিধা না হয়। সাধারণত প্রতিটি সেটে দশ জন করে তৃণমূল

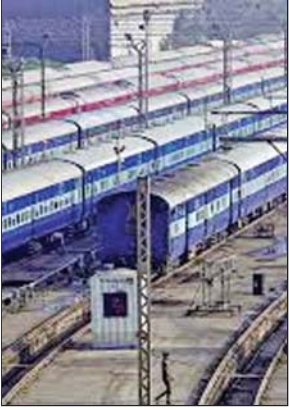
রাজ্যপাল ও বিরোধীদের প্ররোচনায় এত মৃত্যু হয়েছে ভোটে’, বিস্ফোরক চন্দ্রিমা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ শনিবারের পর রবিবারও রাজ্যে ঘটছে একের পর এক হিংসার ঘটনা। মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের ছবি সামনে আসছে। মুহূর্তেই বোমাবাজির ঘটনা ঘটছে। শুধুমাত্র ভোটের দিনেই মৃত্যু হয়েছে ১৬ জনের। বিরোধীরা যখন এই নিয়ে রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা নিয়ে সরব হচ্ছে, তখন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য হিংসার ঘটনার জন্য সরাসরি বিরোধীদের দায় করছেন। শুধু তাই নয়, চন্দ্রিমার নিশানা ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। শনিবার ছিল বাংলায় দ্বিত্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে ক্ষেত্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন জেলা।



মুড়িমুড়কির মতো বোমাবাজি হয়েছে, গুলি চলেছে। বাংলার প্রায় সব রাজনৈতিক দলেরে কর্মী, নেতাদের মৃত্যু হয়েছে। এই হিংসার ঘটনার জন্য বিরোধীদের ও রাজ্যপালকেই দায়ী করলেন চন্দ্রিমা। তিনি বলেন, “কয়েকটি ঘটনা তো ঘটেছে। বিরোধীরা ও শ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল এত প্ররোচনা দিয়েছেন তাতেই এই ঘটনা ঘটেছে।” ভোটের দিনই মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। রবিবার বাসন্তীর এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়। ভোটের দিনের হিংসায় আহত হয়েছিলেন তিনি। সেই প্রসঙ্গে চন্দ্রিমা বলেন, “সব মৃত্যুই দুঃখজনক। তবে যতজনের মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্যে তৃণমূল কর্মী ও প্রার্থীর সংখ্যাই বেশি।” শুধু মারামারি, খুনোখুনি, বোমাবাজির ঘটনা নয়, শনিবার ভোটলুট, ছাণ্ডা ভোট দেওয়ার অভিযোগও উঠেছিল। রাজ্যের মন্ত্রী বলেন, “আমাদের বিরুদ্ধে ভোটলুট, ছাণ্ডা ভোটের কথা বলা হচ্ছিল। কিন্তু যে শতাংশ ভোট পড়েছে, তাতে সে কথা বলে না।” উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর শনিবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৮০.০৯ শতাংশ। হাইকোর্টের নির্দেশে, পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার কথা বলেছিল কমিশন। কিন্তু সাধারণ মানুষের একটিই প্রশ্ন ছিল, কোথায় কেন্দ্রীয় বাহিনী? কেউ কেউ আবার মজা করে বলেছেন, “কেন্দ্রীয় বাহিনী খুঁজতে চোখে দূরবীন লাগাতে হয়েছে।” এই কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে কমিশন ও বিএসএফের মধ্যে বাকবিতণ্ডার সংবাদও প্রকাশ্যে এসেছে। সেই নিয়ে সরব হয়েছেন চন্দ্রিমাও। তিনি বলেন, “আদালতই কেন্দ্রীয় বাহিনীর কথা বলেছে। ভোটের দিনে কোথায় ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী?”

উত্তর পূর্ব রেলের নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি সাসপেন্ড থাকবে



গোরখপুর, ৯ জুলাইঃ উত্তর পূর্ব রেলের বারাগণী বিভাগের আউটহাার জং স্টেশনে ইয়ার্ডে কাজের কারণে র্লকের কারণে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি সাসপেন্ড থাকবে।
বাতিলকরণ-১৫১৬০ বারানসী সিটি-০৯ থেকে ১২ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত বারাগণী শহর ছেড়ে যাওয়া গোরখপুর এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।
১৫২১৯ গোরখপুর-বারাগণী সিটি এক্সপ্রেস ০৯ থেকে ১২ জুলাই, ২০২৬

পর্যন্ত গোরখপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে।
০৫০৬১ গোরখপুর-গোন্ডা অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ০৯ থেকে ১২ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত গোরখপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে।
০৫৪৫৬ গোন্ডা-সীতাপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ১০ থেকে ১২ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত গোন্ডা থেকে ছেড়ে যাওয়া।
০৫৪৫৯ সীতাপুর-শাহজাহােপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ১০ থেকে ১৬ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত সীতাপুর ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে।
০৫৪৬০ শাহজাহােপুর-সীতাপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ১০ থেকে ১৬ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত শাহজাহােপুর ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে।
০৫৪৬২ গোন্ডা-গোরখপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ১০ থেকে ১৪ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত গোন্ডা থেকে ছেড়ে যাবে।

‘আদালতের নির্দেশ মেনে কাজ করেনি রাজ্য নির্বাচন কমিশনার’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসার সহ পঞ্চায়েত ভোট পরিচালনার সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে এবার আদালত অবমাননার অভিযোগে সরব হলেন শুভেন্দু অধিকারী। এই মর্মে রাজীব সিনহা, বিএসএফের আইজিকে ইতিমধ্যেই কন্টেম্পট নোটিশ পাঠিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, ‘আদালত নির্দেশ মেনে কাজ করেনি রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং ভোট পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত সরকারি আধিকারিকরা’। শুভেন্দুর কথায়, “রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট উপলক্ষে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী এলেও তাদের যথাযথভাবে মোতায়েন করা হয়নি। আদালতের নির্দেশ মেনে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে যদি যথাযথভাবে মোতায়েন করা হত, তাহলে এত অশান্তি, মৃত্যুর ঘটনা ঘটত না।”

পঞ্চায়েত নির্বাচনের হিংসায় বলি ১০, জানালেন রাজীব সিনহা

বিরোধীরা বলছে, ‘জল মেশানো’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রথম থেকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলা। মনোনায়ন পর্ব থেকে শুরু করে ভোটের দিন পর্যন্ত একই ধারা বজায় ছিল রাজ্যে। ভোট মিটলেও থামেনি হিংসার ঘটনা। রবিবারও সকাল থেকে একের পর এক হিংসার ঘটনা ঘটছে। গুলি, বোমাবাজির ঘটনা মোেন বেড়েছে, তেমন পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মৃতের সংখ্যাও। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঠিক কতজন মারা গেছেন, এনি প্রশ্নের উত্তরে রবিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা জানালেন, ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতে এই কোটিভেডের সময়ের সঙ্গে তুলনা করছেন। তাঁদের দাবি, করোনার



রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। বিরোধীদের কথায়, কমিশন ও রাজ্য সরকার ভোট-হিংসায় বলির সংখ্যাতোও জল মেশাচ্ছে। কেউ কেউ আবার এই পরিসংখ্যানকে কোটিভেডের সময়ের সঙ্গে তুলনা করছেন। তাঁদের দাবি, করোনার

আদালত অবমাননার অভিযোগ শুভেন্দুর



সময় যেমন রাজ্যের মুখ্যসচিব মৃতের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিলেন, এখন ঠিক সেটিই করছেন রাজীব সিনহা। মনোনায়ন পর্ব থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত রাজ্যে ভোট-হিংসা ও তাতে মৃত্যুর ঘটনার যা খবর মিলেছে, তাতে সংখ্যাটা ৬০-এর গুণি ছাড়িয়ে গেছে। অসমাপ্ত এক সূত্রের দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ৬৬ জনের। ভোটের দিনের হিংসায় মৃতের সংখ্যা ১৬। যদিও কমিশনের হিসেব সেই তুলনায় অনেকটাই কম। পর্যবেক্ষকদের অনেকে মতে, নিহতের সংখ্যা নিয়ে চিরকালই সরকার ও বিরোধীদের মতান্তর থেকেছে। এটা কোনও নতুন নয়। বাম আমল হোক বা তৃণমূল জামাা বরারই একই ছবি দেখা গেছে।

কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু অধিকারী। অবশেষে আদালতের নির্দেশে সেই বাহিনী এলেও সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কমিশন কার্যত অকেজো করে রেখেছিল বলে অভিযোগ শুভেন্দুর। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে ভোট লুট করার জন্যই কমিশন প্রত্যেকটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেনি বলে গুরুত্বর অভিযোগ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। গোটা বিষয়টা নিয়ে ফের আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, “পঞ্চায়েত ভোটে যে সমস্ত ভোটেরের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই।” ভোট অশান্তিতে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা, আর যারা আহত বা আহ্বা রাখায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর আবেদন জানিয়ে

দফায় দফায় উত্তপ্ত আমডাঙা, সিপিএম তৃণমূলের মধ্যে বোমাবাজি



দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনাঃ ভোট পরবর্তী হিংসায় ফের উত্তপ্ত আমডাঙা। রবিবার সকাল থেকে দফায় দফায় সিপিএম ও তৃণমূল কর্মীরা একে অপরকে লক্ষ্য করে বোমা ছুড়তে থাকে। তাতে আতঙ্ক ছড়ায় রামপুর গ্রামে। বোমায় উভয় পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হয়। তাদেরকে আমডাঙা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। পরে বারাসাত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গ্রামে পৌঁছায় পুলিশবাহিনী। এলাকার সিপিআইএম নেতা আহমেদ আলী খানের অভিযোগ, তৃণমূল বিধায়ক রফিকার রহমান দুষ্কৃতীদের পাঠিয়ে পরিকল্পিতভাবে বেছে বেছে সিপিআইএম কর্মীদের বাড়িতে বোমাবাজি করছে এবং লুটপাট চালাচ্ছে। অনেক বামকর্মী ঘরছাড়া রয়েছেন। এ বিষয়ে তৃণমূল বিধায়কের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। যদিও গ্রামের আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকরা জানান, তাদের উপরে হামলা চালিয়েছে সিপিএম। অন্যান্য এলাকায়ও ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত। হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত আমলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের আশারিয়া গ্রামের ২৭৪, ২৭৫ নম্বর বুথে সিপিএম ও কংগ্রেসের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনাতোও অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। রবিবার সকালে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। সেখানে রাস্তার পাশে পুকুরের কাছে দুটি বোমা উদ্ধার করে। পুকুর থেকেও দুটি বোমা উদ্ধার করা হয়।

গাছ লাগিয়ে লক্ষ্য খাবে মধ্যবিত্ত, গ্যালিফ স্ট্রিটের হাটে তুঙ্গে ছিল চারার চাহিদা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

তখন ঘড়িতে দুপুর বারোট। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর কলকাতার গ্যালিফ স্ট্রিটের হাটে মাত্র বা দু’জনের কাছে মিলল লক্ষ্যর চারা। তাও আবার পড়ে আছে মাত্র ১-২ বাস্তিল করে। একজনের কাছে চারাগুলি খুবই ছোট। অন্য জনের চারাগুলি তুলনামূলক ভাবে বড়। কেন এমন অবস্থা? তবে দামের নাগাড়ে ছািকায় বিধ্বস্ত মধ্যবিত্ত কী লক্ষ্য গাছ লাগিয়ে খাওয়ার পরিকল্পনা করেছে? উত্তর হ্যাঁ-ই এল। গত সপ্তাহের তুলনায় চলতি সপ্তাহে লক্ষ্যর চারার চাহিদা হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ায় কিছুটা অবাক বিক্রেতারাও। ডায়মন্ড হারবারের মগরাহাট থেকে আসা চারা বিক্রেতা জানান, গত সপ্তাহের তুলনায় এবার লক্ষ্যর চারা তাড়াহাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। তাঁর কথায়, “এ সপ্তাহের মধ্যে দেখলাম হুছ করে লক্ষ্যর চারা বিক্রি হয়ে গেল। সকাল বারোটার মধ্যে সব শেষ। এমনটা হবে জানালে আরও বেশি চারা আনতাম।” হাটে সাধারণ এই ধরনের শাক-সবজির চারা পড়ে বিক্রি করে না। গুলি কয়েক বিক্রেতার কাছেই মেলে লক্ষ্য, বেগুন, লাউ, পুই-এর

চারা। তাই তারাও বাজার বুয়ে চারা আনেন। এক ডজন চারার দামও খুব একটা কম নয়। ছোট সাইজের লক্ষ্যর এক ডজন চারার দাম ৪০ টাকা। একটু বড় সাইজের চারা বিক্রি



হয়েছে ৭০ টাকা ডজন হিসাবে। এত দাম কেন? জিজ্ঞাসা করতেই এক দোকানি গলার দিয়েছিলেন। তার অনেক টকাই স্কুলের মেরামতি, টেবিল-চেয়ার কেনা-সহ বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। মোটের উপর ওই টাকা দিয়ে স্কুলের উন্নয়ন হয়। এবারে এখনও পর্যন্ত কোনও টাকা না পাওয়া গেলেও হয়ত পাওয়া যাবে শীঘ্রই। কোন বুথে কতটা দরকার, কতটা কাজের প্রয়োজন রয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই ওই টাকা দেওয়া হয়। গড়ে প্রতি বুথে আট-দশ হাজার টাকা তো দেওয়াই হয়।” অন্যদিকে নিবানীনি কাজে ব্যবহৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছেন অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মহি তা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত রাজ্যের প্রায় প্রতিটি হাই স্কুল, হাই মাদ্রাসা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে

দাম গত সোমবারেরও কলকাতা ও শহরতলীর বাজারে ছিল ৪০০ টাকা। কাঁচা সবজির বাজারে এই হাটা মূল্যবদ্ধি রুখতে শহরের বেশ কয়েকটি বাজারে টান্স ফোর্স ঘুরে বেড়িয়েছে। তাঁর পর কিছুটা কমছে। সবজি ব্যবসায়ীরা মনে করছেন দাম এবার ধাপে ধাপে বেশ খানিকটা কমবে। শিয়ালদহ কোলে মার্কেট ভেভারসন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কাল মে বললেন, “রাজ্যে লক্ষ্য আসে কাটিহার থেকে।

অনেকদিন ধরে ওই এলাকা থেকে লক্ষ্য আসছিল না। কিন্তু আবার লক্ষ্য আসতে শুরু করেছে। তাই আশা করা যায় ধাপে ধাপে লক্ষ্যর দাম কমবে।” তবে সেই ভরসায় আর থাকতে নারাজ মধ্যবিত্ত। বাড়িতে লক্ষ্যর চারা লাগিয়ে লক্ষ্য খাওয়ার পরিকল্পনা সারা। বরানগর থেকে আসা এক ক্রেতা বলেন, (এরমধ্যই তিনি দুটি জবা এবং একটি লেবুর চারা কিনেছেন), “ছাদেই গুলি কয়েক গাছ বসিয়েছি। দুটো টব পড়ে আছে। লক্ষ্য চারা লাগব। আগে লাগিয়ে ছিলাম। প্রচুর ঝাড় হাল, লক্ষ্য তেমন হল না। এবার দেখা। বাজারে যা দাম লক্ষ্যর। হলে তরকারির দরকারটা মিটে যাবে।” তাঁর কথা কথা শেষ করার আগে চারা বিক্রেতা কথা ধরে বলেন, “আরে এই চারা নিয়ে যান। চার ইঞ্চি বাডালেই গাছে লক্ষ্য ধরবে। খুব ঝাল!” জিনিসের দাম বাড়ায় বেশ কয়েক দশক আগে শহরের বুক ট্রাম পুড়ত, বাস পুড়ত। আজ সে সব অতীত। ট্রাম তো বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি। সংরক্ষণ করে রাখা ষ্টোপ করছে সরকার। তবে কী মধ্যবিত্ত কৌশল পাল্টেছে? দাম বাড়লেও ঘরের কোণে গাছ লাগিয়ে সুরাহা খুঁজছে তারা?

বেশ কিছু আসনে পুনর্নির্বাচনের দাবি তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ শনিবার রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগ্রহণে রাজ্যজুড়ে বয়েছে রক্তগঙ্গা। সন্ত্রাসের ছায়ায় এই নির্বাচনে ভোটদানের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে কম। সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠেছে শাসক - বিরোধী দুপক্ষের বিরুদ্ধেই। ভোট বাতিলের দাবিতে সরব হয়েছে বিজেপিসহ একাধিক বিরোধী দল। এবার একই সূরে রাজ্যে একাধিক কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানাল তৃণমূল। তাদের দাবি, বিরোধীদের সন্ত্রাসে বেশ কিছু এলাকায় সাধারণ মানুষ ভোট দিতে পারেনি। রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের এক মুখপাত্র বলেন, “বিভিন্ন জেলা থেকে তৃণমূল কর্মীরা বিরোধীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও ছাণ্ডার অভিযোগ এনেছেন। সেই সব খতিয়ে দেখে দলের তরফে পুনর্নির্বাচন দাবি করা হবে। তবে কোন কোন জায়গায় পুনর্নির্বাচন চাইবে দল তা এখনো ঠিক হয়নি।” তৃণমূলের মুখপাত্রের এই মন্তব্যে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলে বড়সড় ধাক্কা খেতে চলেছে তৃণমূল। সেকথা অনুমান করেই আগে থেকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ চাপিয়ে রাখছে শাসকদল। যে রাজ্যে শাসকদলের নেতার নির্দেশ ছাড়া পুলিশের ঢোকেখর পাতা পড়ে না। শাসকদলের নির্দেশে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মুড়িমুড়কির মতো ভুরো মামলা দিতে দেখা যায় পুলিশকে। যেখানে খোদ প্রিন্সসিউং অফিসারকে ছাণ্ডা দিতে দেখা যায়, সেখানে কি হারের আশঙ্কা করছে তৃণমূল?

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে উপনিষদ আয়োজিত ‘গুরু প্রণাম’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতাঃ গীতিকার, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে উপনিষদ আয়োজিত ‘গুরু প্রণাম’ অনুষ্ঠিত হল বিভিলা আকাদেমি অফ আর্টস কালচার প্রেক্ষাগৃহে। ‘উপনিষদ’ গ্রন্থে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মেলবন্ধন পাগড়ি গান্দুলির পরিচালনায় পরিবেশন করেন উপনিষদ-এর ছাত্র-ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে এক অনন্য ভূমিকায় বাচিক শিল্পী দেবাশীষ বসু সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অভিজিৎ



বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় হংসধ্বনী-র শিল্পীবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ও সূরে সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে গুরুর প্রতি অর্থা নিবেদন করেন পাগড়ি গান্দুলি, নিয়ে বললেন, “আরে এই চারা নিয়ে যান। চার ইঞ্চি বাডালেই গাছে লক্ষ্য ধরবে। খুব ঝাল!” জিনিসের দাম বাড়ায় বেশ কয়েক দশক আগে শহরের বুক ট্রাম পুড়ত, বাস পুড়ত। আজ সে সব অতীত। ট্রাম তো বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি। সংরক্ষণ করে রাখা ষ্টোপ করছে সরকার। তবে কী মধ্যবিত্ত কৌশল পাল্টেছে? দাম বাড়লেও ঘরের কোণে গাছ লাগিয়ে সুরাহা খুঁজছে তারা?

ভোট স্কুলে লেগেছে রক্তের দাগ, চলেছে দেদার ভাঙচুর, ক্ষতিপূরণ দেবে তো সরকার?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ মুড়ি-মুড়কির মতো পড়েছে বোমা। চলছে গুলি। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ। তৃফণাগঞ্জ থেকে আউশগ্রাম, খড়গ্রাম, রেজিনগর, বেলডাঙা থেকে মানিকচক, পঞ্চায়েত ভোটের দিন উত্তপ্ত থেকেছে গোটা বাংলা। বুথে বুথে কোনও টাকা না পাওয়া গেলেও হয়ত পাওয়া যাবে শীঘ্রই। কোন বুথে কতটা দরকার, কতটা কাজের প্রয়োজন রয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই ওই টাকা দেওয়া হয়। গড়ে প্রতি বুথে আট-দশ হাজার টাকা তো দেওয়াই হয়।” অন্যদিকে নিবানীনি কাজে ব্যবহৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছেন অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মহি তা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত রাজ্যের প্রায় প্রতিটি হাই স্কুল, হাই মাদ্রাসা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে

দাম গত সোমবারেরও কলকাতা ও শহরতলীর বাজারে ছিল ৪০০ টাকা। কাঁচা সবজির বাজারে এই হাটা মূল্যবদ্ধি রুখতে শহরের বেশ কয়েকটি বাজারে টান্স ফোর্স ঘুরে বেড়িয়েছে। তাঁর পর কিছুটা কমছে। সবজি ব্যবসায়ীরা মনে করছেন দাম এবার ধাপে ধাপে বেশ খানিকটা কমবে। শিয়ালদহ কোলে মার্কেট ভেভারসন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কাল মে বললেন, “রাজ্যে লক্ষ্য আসে কাটিহার থেকে।



ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে রীতিমতো ক্ষোভের সূরে তিনি বলেছেন, “বহু জায়গায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে এই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোর, বেশক এবং আসবাবপত্র ভাঙা হয়েছে। প্রতি নির্বাচনেই এই ছবি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু, সেই ক্ষতি কখনও পূরণ হয় না।” এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের উদসীনতা নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি। সরব হয়েছেন

রক্তের দাগ। ভেঙে পড়ে রয়েছে চেয়ার, টেবিল। এই স্কুলগুলির চৌকাঠ আর পেরোতে পারবে তো পড়ুয়া? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এ ছবি দেখে কী বলছেন শিক্ষাবিদরা? কোচবিহার-১ ব্লকের ফলিমারিতেও ভোটের দিন দেখা গিয়েছিল এক নৃশংস ছবি। বুথের ভিতর বিজেপির পোলিং এজেন্টকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগও ওঠে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বুথের দরজাতে দীর্ঘক্ষণ পড়ে ছিল তার দেহ। রক্তে ভেসেছিল মেঝে। এ দৃশ্য খুদে পড়ুয়াদের মনে বড় ছাপ ফেলবে বলে মনে করছেন মনোবিদ উর্মি চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, “রাজনীতির বিষয়ে দুষ্টব না। স্কুলটা তো পড়ুয়াদের খুব প্রিয় একটি জায়গা। সেই জায়গা যদি কেউ লন্ডভন্ড করে দেয় তাহলে তো ওদের মন খারাপ করবেই। সেখানে যদি রক্তের ছিটে লেগে থাকে তাহলে তো ওদের মনে আতঙ্ক তৈরি হবেই। প্রিয় যে কোনও জিনিস হারিয়ে গেলে, ভেঙে গেলে কারও মনে যে

প্রভাব পড়ে, এ ক্ষেত্রেও ওদের মনে সেই প্রভাবই পড়বে।” শুধু ফলিমারি নয়। রাজ্যের নানা প্রান্তেই দেখা গিয়েছে একই ছবি। দুরবারজপুর ব্লকের লোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের লোবা গ্রামে ভোট কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল এমনসকলে স্কুলে। সেখানেও দেদার বোমাবাজি হয় বলে অভিযোগ। সেইসব ছবি পড়ুয়াদের মনে কতটা প্রভাব ফেলবে? সমাজকর্মী মীরাবতুন নাহার মনে করছেন, এর খুব একটা বড় প্রভাব পড়ুয়া মনে পড়বে না। কিন্তু, আগামীতে তাদের ভুল পথে চালিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। তিনি বলেন, “প্রভাব পড়বে বলে আমি মনে করি না। একটা প্রতিক্রিয়া হবে পড়ুয়াদের মনে। তাদের যে জীবনে হিংসার একটা ছাপ লেগে যেতে পারে। বলা হয় যে ভোট মানে গণতন্ত্রের উৎসব। সেই উৎসবের ছিটেফোটা তারা দেখল না। তারা দেখল হিংসা। তাই আগামীতে এই হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা সেই পথে চলতে পারে।”

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২২০ সংখ্যা, সোমবার, ২৪ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্ভ্রাস দিয়েই বাংলার নির্বাচন

সম্ভ্রাসকে হাতিয়ার করেই বাংলার নির্বাচন শুরু হয়ে গেল। সম্ভ্রাস চলতেই থাকবে। এ আর বন্ধ করা যাবে না। সম্ভরের দশক থেকে শুরু হয়েছিল নির্বাচনে সম্ভ্রাস সৃষ্টি করা। সেটাই চলতে শুরু করেছে। প্রতি বছর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক দলের নেতারা বারবার সম্ভ্রাস হবে না বলে নির্বাচন কালে বললেও দেখতে পাওয়া গিয়েছে ব্যাপক সম্ভ্রাস হচ্ছে। আইন করে সম্ভ্রাসকে বন্ধ করা যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেই সম্ভ্রাস বন্ধ হয়নি। বাম আমলেও সম্ভ্রাস দেখে তে পাওয়া গিয়েছিল। সেই সময়ে কংগ্রেস প্রার্থীরা ভয়ে নির্বাচন কালে মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি। আর আজকে সেই একই অবস্থা। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বহু রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রার্থী

হতে পারেনি বা মনোনয়ন দিতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সম্ভ্রাস। সম্ভ্রাস সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলের নেতারা। যে সব অঞ্চলেল যেসব রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা বেশি সেখানে সেই সব রাজনৈতিক দলের কর্মীরা পেশি ফুলিয়ে সম্ভ্রাস সৃষ্টি করেছে। সম্ভ্রাসকে এখন বন্ধ করতে পারা সম্ভব হয়নি। সম্ভরের কংগ্রেস থেকে এই ধরনের সম্ভ্রাস দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তার চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর সম্ভ্রাস দেখতে পাওয়া গেল এবারো। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্ভ্রাস হল এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে। কেন্দ্রীয় সরকার সব জানে। তারা কিন্তু তাদের দায় দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ হচ্ছে রাজগুলিকে দেখভাল করা। তারা তা করছে না। তারা চুপ করে রাজ্য সরকারের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়ে বসে রয়েছে। এই নির্বাচনী সম্ভ্রাস বন্ধ করা সম্ভব হতো। কিন্তু সেটা করতে কেন্দ্রীয় সরকার দেখে া গেল না। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তার পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই ধরনের সম্ভ্রাস বন্ধ করা সম্ভব হতো। কিন্তু সেটা করতে কেন্দ্রীয় সরকার দেখে া গেল না। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তার পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই ধরনের নাকরাজনক সম্ভ্রাসকে বন্ধ করে দিয়ে সক্ষম হতো। কিন্তু সেটা কেন করতে পারলো না তা নিয়ে কেউ কোনও কথা বলছে না। চুপ করে বসে রয়েছে। লোকসভার নির্বাচন বা বিধানসভার নির্বাচন যদি ইভিএম মেশিনে হতে পারে তাহলে কেন পঞ্চায়েত নির্বাচন ইভিএম মেশিনে করা সম্ভব হবে না তার সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারবে না। নির্বাচন কমিশনারের উচিত ছিল পণচায়েত নির্বাচনে ইভিএম মেশিনে করা। তাহলে এই ধরনের হিংসা সর্বত্র ছড়াতো না। এবারে রসায়নসত্ত্ব পরিণত হয়ে পড়েছে। এর দায় কে গ্রহণ করবে। আগে নির্বাচনে পর সংবাদিক সম্মেলন করা হতো। কিন্তু এবারে এত বেশি ব্যাপক সম্ভ্রাস হয়েছে যে কোনও রাজনৈতিক দল সাহস করে আর সাংবাদিক সম্মেলন করেনি। বলতে পারেনি পঞ্চায়েত নির্বাচন অবাধ এবং সুষ্ঠু হয়েছে। যেভাবে হিংসা ছড়াতো শুরু করে দিয়েছিল তা পালাশির যুদ্ধকে একেবারে স্নান করে দিয়েছে। এত রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে কী করে একটি বিশাল গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন হয়ে গেল তা ভেবে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কোনও সুস্থ নাগরিকেরা আর বসবাস করতে ইচ্ছা পকাশ করছে না। তারা এখন পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করতে পারলে বাঁচে। যা হয়ে গেল তা বলতে গেলে একেবারে সবাই ভয়ে কঁপে উঠতে শুরু করেছে।

চিনের লক্ষ্য অরুণাচল প্রদেশ

অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অংশ বলল আমেরিকা। আমেরিকার কংগ্রেসের উভয় কক্ষে এদিন একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে যে অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিনের সঙ্গে আমেরিকার দ্বৈরধের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিবৃতিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আমেরিকার আকাশে চিনা বেলুন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েন হতে শুরু করেছে এর মধ্যে আমেরিকা চিনা উস্কানির বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। আমেরিকার বলতে শুরু করে দিয়েছে অরুণাচল প্রদেশকে চিন নিজেদের অংশ বলে যে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সেখানে চিনের কোনও অধিকারই নেই। ভারতের সীমান্ত এলাকায় চিনা উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত সেখানে প্রতিরোধ করছে। আমেরিকার রিপাবলিকান সেনেটর বলেছেন, আমেরিকার সব সময়ে গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে রয়েছে। তাদের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা কথা বিবেচনা করে। চিন যেভাবে ভারতে সার্বভৌমত্বের ওপরে আঘাত দিতে শুরু করে দিয়েছে তাকে কোনও রকমভাবে মেনে নেওয়া দিতে পারেনা না। গণতান্ত্রিক দেশের সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করা চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে চিন সরকার। চিন গণপ্রজাতান্ত্রিক দেশ। চিন সমাজতান্ত্রিক দেশ হয়ে কীভাবে একটি দেশের ওপরে বারবার হানা দিতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে বর্তমান আমেরিকা সরকার ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতে আবেদনগুলিকে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। তার দেখতেতে পেয়েছে চিন ইচ্ছাকৃতভাবে বারত সীমান্তে অশান্তির নায়ক বীধিয়ে রেখে দিয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ গণপ্রজাতান্ত্রিক দেশ চিনের নয়। সেটা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে আমেরিকা সব সময়ে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এদিকে আমেরিকার সঙ্গে বিমান মহড়া হওয়ার কথা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারত চিন সীমান্ত বরাবর যদি আমেরিকা ভারত বিমান মহড়া শুরু হয় তাহলে চিনের পক্ষে সেটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। সেই কারণে চিন এই মহড়ার আপত্তি প্রকাশ করেছে। তবুও মহড়া শুরু হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারত যেভাবে অরুণাচল প্রদেশের ভূখণ্ডকে রক্ষা করতে উদ্যোগী হয়েছে তার প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছেন আমেরিকার সেনেটররা। এদিকে ভারত এ ব্যাপারে একটি কথা বলেনি। ভারত থেকে বলা হয়েছে বিষয়টির ওপরে নজর রাখা হচ্ছে। আমেরিকায় ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে বিদেশ মন্ত্রক যোগাযোগ রাখ তে শুরু করে দিয়েছে। সেখানকার প্রতিটি খবর দিল্লিতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে আমেরিকা এতকাল ধরে চুপ করেছিল। তারা একটি কথা বলেনি। আজকে হঠাৎ করে আমেরিকা অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিল কেন তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



তোমার ভাষা যদি কুৎসা কলঙ্কজড়িতই হয়ে থাকে, অপরের সুখ্যাতি করতে না পারে, তবে যেন কারো প্রতি কোনো মতামত প্রকাশ না করে। আর মনেমনে ছুঁনি নিজ স্বভাবকে ঘৃনা করতে চেষ্টা করো এবং ভবিষ্যতে কুৎসানরক তাগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগতে হবে মনের ভক্তিকে। মায়ের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই।

‘গুড বাই ইণ্ডিয়া’

রবীন্দ্রকুমার শীল

২০ মার্চ ১৯১৫ সালে পিংলে বেনারসে এসে উপস্থিত হলেন সঙ্গে এল এক আফগান জমাদার নাদির খান। মেরুটে সেনা অভ্যুত্থান সফল করতে দশটি তাজা বোমা নিয়ে যাওয়ার কথা পাকা হল। ব্রিটিশ ভারত সরকারের ক্রিমিনাল ইনস্টেবিজেন্স বিভাগে অধিকর্তা ক্লেভল্যান্ড লিখেছেন যে মেরুট বোমা ষড়যন্ত্র করতে পিংলে বেনারসে এক আফগানকে নিয়ে এসেছিলেন। সেখানে একজন বাঙালি বিপ্লবী নেতা অন্ধকার ঘরে আফগানকে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করে লোকটি আসল না মেকি। যখন নেতা সন্তুষ্ট হলেন তখন তাকে বোমা এবং বিপ্লবী পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন। ৩০০ টি বোমা দেওয়ার কথা হয়েছিল ১২ তম ক্যাভালরির জন্য। এই বাঙালি বিপ্লবী নেতাটি রাসবিহারী ছাড়া কেউ নন। মেরুট ষড়যন্ত্র আবার বিফলে গেল। তার প্রধান কারণ হল আফগান জমাদার আগেই কম্যান্ডিং অফিসার সংবাদ পাচার করে দিয়েছিল। ২৩ মার্চ এর রোহাতে কম্যান্ডিং অফিসার পিংলে যেখানে বসবাস করতেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং পিংলেকে গ্রেফতার করা হল। সঙ্গে পেল দশটি বোমা এবং বোমা তৈরির মাল মালখা। ব্রিটিশ ভারত সরকারের বিস্ফোরক বিভাগের প্রধান ইন্সপেক্টর মুশ্রাটি ইউলিয়ামস লিখেছেন, “these bombs as of the Delhi pattern and “ of a highly dangerous characteróð öúú&Yþ jivþuðesþf óÅ™mó,Ap íœðíþ íþœiú le&”yœ £Z”ôiYþlœœðik íþþýðitú xl.,þ”Aþy ö.,íþíœœAylþ íœ…ôiSé—ööMœur programme was a mere item in the big scheme of the combined Ghadr and Bengli party.” He further states : “ I believe that at the present moment the Ghadr party in the Punjab is disorganised

সমস্ত রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করে দিল আমেরিকা

আমেরিকা তাদের সমস্ত রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করে দিল। জার্মান যেমন পরমাণু শক্তি নষ্ট করে দিয়েছে এমনকী পরমাণু চুল্লি পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে। তা রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করে দিয়েছে।

বলা হচ্ছে জার্মান আর পরমাণু শক্তি ব্যবহার করবে না। ঠিক সেই রকম আমেরিকা রাসায়নিক অস্ত্র নষ্ট করে দিয়েছে। বিশ্বের মানুষের জীবন এবং পরিবেশকে রক্ষা করতে আমেরিকা তাদের সব রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করে দিয়েছে বলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘোষণা দিয়েছেন। তিন দশক ধরে রাসায়নি অস্ত্র চুক্তি নিয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল এটাই হচ্ছে তার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আমেরিকা আর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না। রাসায়নিক অস্ত্রের ভয়াবহতা থেকে বিশ্ববাসীকে বৃত্তি দেওয়া হল। কেমিক্যাল ওয়েপনস কনভেনশন রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদন, মজুত এবং নির্মাণ করার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। ১৯৯৩ সালে এই চুক্তি হয়েছিল। তাকে কার্যকর করা হয়েছিল



আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা ওপিসিডব্লিউ গত মে মাসে জানিয়েছিল যে অনান্য দেশগুলি তাদের রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করে দিয়েছে। যার পরিমান ৭০ হাজার টনের বেশি। চুক্তি অনুসারে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সব রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করে ফেলতে হবে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে জার্মান প্রথম

জাপানে উপস্থিত বিপ্লবী রাসবিহারী

তিনি বুঝতে পারলেন যে বেনারস তাঁকে ত্যাগ করে যেতে হবে। ফিরতে হবে পুরানো ডেরা চন্দননগরে। বেনারসের ত্রিপুরাভৈরবী ব্রহ্মপুত্রী ত্যাগ করে রাসবিহারী নলিনী মোহন মুখার্জিকে সঙ্গে নিয়ে চন্দননগরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। মগরা স্টেশনে জ্যোতিষ সিনহা (পশুপতি) রাসবিহারীদের পাহারা দিয়ে নিয়ে গেলেন চন্দননগরে। রাস বিহারী বেশ কিছুদিন সেখানে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। বিপ্লবী নেতা মতিলাল রায়ের সঙ্গে কথা



বললেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সচিব হয়ে পি এন ঠাকুর নাম নিয়ে জাপানের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। চন্দননগরে সাগর কালি ঘোষের বাড়িতে থাকতেন ‘ভট্টাচার্যী ব্রাহ্মণ’ বেশে। তাপরে তিনি একমাস নবদ্বীপে ছিলেন মারাতী ছদ্মবেশ ধারণ করে। অনুকূল চক্রবর্তী (ঠাকুর) তখন নবদ্বীপে ছিলেন। তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করে রাসবিহারীর হাতে তুলে দিলেন। আবার চন্দননগরে এসে উপস্থিত হয়ে রাসবিহারী গিরিজাবাবু, শতীন সান্যাল এবং পশুপতির সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। জাপান যাওয়ার আগে তিনি কলকাতার ধর্মতলার পোস্ট অফিসের দোতলায় এসে গোপনে বাস করতে শুরু করেন। সেখানে তিনি বিপ্লবী বন্ধু শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, দামোদর, বিভূতি, পশুপতির সঙ্গে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বলে দিলেন যে তাঁর অবর্তমানে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং গিরিজাবাবু বিপ্লবীদের পথ দেখাবে। ১২ মে,

Fairly tall; stoutish; large eyes; moustache recently shaved; third fingure of one hand stiff and scarred as result of accident; aged about 30. Dresses sometimes as Punjabi and sometimes as Bengali. May propably be wandering about in the guise of a sannyasi. Frequents Rawalpindi, Multan, Ambala, Simla, Amritsar, Gurudaspur, Ferozepur, Jhelum and Lahore. Bengli Kalibars and Colonies and Hindu Shiwalas, & c., should be carefully scrutinised, as well as Sarais and Railway Stations (Vice File No. 430/14 of the I.B. records of the Government of West Bengal)। স্টিমার কোম্পানি থেকে শুরু করে সরকারি অফিসের সর্বত্র বিশেষ করে রেল স্টেশনেও ছড়িয়ে দেওয়া হল তাঁর ছবি সহ পুলিশ বিজ্ঞপ্তি। এরই মধ্যে অসীম সাহস নিয়ে ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বেনারসে এসে উপস্থিত হন এবং বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনাও করেন। পরে তিনি একদিন বেনারস মামলা দেখতে গোপনে আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন। ১৯১৪ সালটা তিনি বেনারসে নির্বিঘ্নে বসবাস করেছিলেন। সেই সময়ে পুলিশ তাঁর উপস্থিতি বুঝতে পারেনি। লাহোর ষড়যন্ত্র যুক্ত থাকার সময়ে তাঁকে কেউ কেউ ‘ফ্যাট কয়েকজন জাপানি ব্যক্তির সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন প্রাচীন সামুরাই নেতা তোয়ামা। তাঁর একটি পাউরুটির দোকানের গুণ্ডহানে রাসবিহারীকে আশ্রয় দিলেন। ব্রিটিশ এবং জাপান পুলিশ যৌথভাবে রাসবিহারীর অনুসন্ধান করতে শুরু করে ছিল। ইংরেজের সঙ্গে জাপানের ‘আ্যাংলো-জাপান’ চুক্তি সংগঠিত হয়েছিল (১৯০২-২১)। যার ফলে জাপান সরকারের ওপরে চাপ দিতে শুরু করে ব্রিটেন রাসবিহারীকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার।

হেরিটেজ

বেলুড় মঠ



বেলুড় মঠের নাম সবাই জানে। সারা বিশ্বের লোকেরা এখন বেলুড় মঠের সঙ্গে পরিচিত। রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এই বেলুড় মঠ স্থাপন করেছিলেন। এই মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান স্থাপত্যের মিশ্রণে। ৪০ একর জমির ওপরে প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ। স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবশেষের ওপরে অবস্থিত মন্দির এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়। মন্দিরের নকশা নির্মাণ করেছিলেন রামকৃষ্ণ দেবের ভাবশিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। এখানে সারাদর মায়ের জন্মদিন পালন থেকে শুরু করে দুর্গা পূজা, কালী পূজা এবং বড়দিন পালন করা হয়ে থাকে। ১৮৯৭ সালে কলম্বো থেকে ফিরে এসে স্বামী বিবেকানন্দ দুটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একটি হচ্ছে আলমোড়া নিকটে মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম এবং অপরটি হচ্ছে বেলুড় মঠ। স্বামী বিবেকানন্দ মঠ তৈরি করার আগে তিনি তাজমহল থেকে শুরু করে ফতেপুর সিক্রি এবং দক্ষিণ ভারতের বহু মন্দির দর্শন করেন। এই সব মন্দিরের স্থাপত্যকে কেন্দ্র করে একটি সর্বভারতীয় শিল্প স্থাপত্যের রূপ দিয়েছিলেন বেলুড় মঠকে। ১৬ মার্চ এই বেলুড় মঠের ভিত্তি প্তর স্থাপন করা হয়েছিল। প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর তত্ত্বাবধানে মার্টিন বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি এই মন্দিরটি নির্মাণ করে। মন্দিরের মূল প্রবেশ দ্বারটি বৌদ্ধ আর্দশে তৈরি। মন্দিরের জালনা দরজা মোঘল আমলের স্থাপত্য মতো নির্মিত। কেন্দ্রীয় গোম্বুজটি আবার ইউরোপীয় স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত। আবার ভিতরের মেঝেটা খ্রিস্টান ধর্মানুসারে নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে রামকৃষ্ণ মন্দির, স্বামী বিবেকানন্দ মন্দির, সারদা দেবী মন্দির, ব্রহ্মানন্দ মন্দির, সমাধি পীঠ, পুরোন মঠ, রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম ইত্যাদি রয়েছে। ১৮৯৩ সালে বিশ্ব ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ বক্তব্য রেখেছিলেন। বেলুড় মঠের প্রাচীন শাখা হচ্ছে চেমাই শাখা।

সম্পাদক সমীপেষু

কি ভোট হল

রাজ্যে পুলিশ প্রশাসন বলে কোনও কিছু আছে তা বুঝতে পারা যায়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনী ডাকা হয়েছিল দৃষ্ট এবং অবাধ নির্বাচন যাতে হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু কার্যত কী দেখতে পাওয়া গেল। সর্বত্র হিংসা। ব্যালট পেপার লুট এবং ব্যালট ব্যাককে জলে ফেলে দেওয়া। এই দেখে তেই চেয়েছিল নির্বাচন কমিশনার। নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা যে ধরনের পঞ্চায়েত নির্বাচন দেখাছেন তাতে বুঝতে পারা গেল তিনি একজন সেরা নির্বাচন কমিশনার। তার ওপর ভরসা করে পেশি দেখানো রাজনৈতিক নেতার হেট করতে সক্ষম। তিনি তো একেবারে কাঠের পুতুলের মতো বলে গেলেন। সম্ভ্রাস নিয়ে তাকে কেনও কথা বলতে গেলে তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা রাখার দায়িত্ব পুলিশের। নির্বাচন কমিশন তা দেখে না। ফলে আর কোনও কথা বলার প্রাণ নে। প্রায় আঠারো জনের প্রাণ গেল এই পঞ্চায়েত নির্বাচন। রাজাপল পর্যন্ত রাজভবনে বসে থাকতে পারেননি। প্রকাশ সাহা, বেলঘরিয়া।

উদ্ধার ব্যালট বক্স

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ জুলাই : ব্যালট ‘খিনতাই’ হয়েছিল ভোটগুড়িট চলাকালীন। হাজার খুঁজেও পাচনি পুলিশ। তবে যা পুলিশ পারেনি, তা করে দেখালেন বিজেপি প্রার্থীর স্বামী। ‘খিনতাই’য়ের প্রায় ২০ ঘণ্টা পর জলাশয় থেকে উদ্ধার হল ব্যালট বক্স। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শোরগোলা। শনিবার বিকেল চারটা নাগাদ জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাহাড়পুর হাফিমপাড়া বিএফপি বিদ্যালয়ের ২৩৬ নং বুথে ভোট চলছিল। অভিযোগ, বেশ কয়েকজন দুকুত্তী মুখাঢাকা অবস্থায় বুথে ঢুকে তাগুব চালায়। ব্যালট বক্স খিনতাই করে পাליয়ে যায় বলেই অভিযোগ। তার ফলে ভোটপ্রক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। একাজের নেপথ্যে বিজেপির যোগসাজশ রয়েছে বলেই দাবি তৃণমুলের। ঘটনার পর থেকেই ব্যালট বক্সের খোঁজ শুরু হয়। এলাকায় তদ্রাশি চালায় পুলিশ। যদিও রাত পর্যন্ত ব্যালট বক্স খুঁজে পাওয়া যায়নি। রবিবার কাকডোর থেকে বেশ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ব্যালট বক্সের খোঁজে বের হন তৃণমূল প্রার্থীর স্বামী। বেশ কিছুক্ষণ পর দুপুরের দিকে ভোটগ্রহণ থেকে থেকে বেশ কিছুটা দূরে জলাশয় থেকে দুটি ব্যালট বক্স খুঁজেও পান। পুলিশকে ফোন করে সেকথা জানান তৃণমূল প্রার্থীর স্বামী অমল রায়। বিজেপি আশ্রিত দুকুত্তীদের জন্য ভোটে অশান্তি হয়েছে বলেই দাবি তাঁরা। যদিও বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক শ্যামপ্রসাদ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে ওই বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবিতেও সরব গেরুয়া শিবির। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবী পঞ্চায়েত সমিতির ব্যালট বক্সটি এখনও নিষোজ রয়েছে। যদিও এই বিষয়ে প্রশাসনের কোন অধিকারিকের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনোও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। অপরদিকে আজ ওই এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সাথে নিয়ে এলাকায় যায় পুলিশ। এলাকায় জিজ্ঞাসাবাদ করে অপরদিকে এই ঘটনায় তৃণমূল ও বিজেপি উভয়কেই উভয়কে দোষারোপ করছে

উত্তপ্ত চাকুলিয়া

দূরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৯ জুলাই : পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগ্রহণের পরদিনও অশান্তি জারি রইল উত্তর দিনাজপুরে। তৃণমুলের বিরুদ্ধে ভোটের সন্ত্রাস ও কার্যচুপির অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ করল স্থানীয়রা। পুুলে একের পর এক গাড়ি। রবিবার সকালে উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায়। শনিবার ভোটগ্রহণ চলাকালীন চাকুলিয়ায় দুকুত্তীদের গুলিতে আহত এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় বিহারের কিশানগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। এর পর থেকেই উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল এলাকায়। রবিবার সকালে তা চরম আকার নেয়। তৃণমুলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে ভোট বাতিল ও নতুন করে ভোটগ্রহণের দাবিতে রামপুর-চাকুলিয়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তারা। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন তারা। এর পর এজের পর একের গাড়িতে ভাঙচুর শুরু করেন স্থানীয়রা। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় গাড়িতে। স্থানীয়দের অভিযোগ, শনিবার ভোটগ্রহণ চলাকালীন ওই এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাস চালায় তৃণমূল। প্রায় এক ডজন বোমা ছোড়ে তারা। অতক্ষে ভেঙেদিতে পারেননি স্থানীয়রা। অভিযোগ, পুলিশে খবর দিলেও তাদের তরফে কোনও তৎপরতা দেখানো হয়নি। ফলে দিনভর অব্যাহে এলাকায় দাপিয়ে বেড়িয়েছে তৃণমূলি দুকুত্তীরা। এমনকী ভোটারদেরও লাঞ্চিত করে তারা। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

রোটারি ক্লাবের ইনস্টলেশন অনুষ্ঠান

দূরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৯ জুলাই : রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল শনিবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুরের পিয়ারলেস ইনের ভোক্তসভায় তার ২৬ তম ইনস্টলেশন অনুষ্ঠান উদযাপন করেছে, রোটেরিয়ান উষ্টর অসিত চ্যাটার্জি এবং ফার্স্ট লেডি আনা নিলশ্রীর ভূটচাৰ্য বৈদিক মন্ত্ৰগানের সাথে প্রদীপ জ্বালানোর মাধ্যমে শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী কীর্তি প্রদানন্দ জি মহারাজ, জেজিস্টার, রামকৃষ্ণ মিশন ও বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট। রোটেরিয়ান স্বপ্নন চৌধুরী, পিডিজি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি এডভোকেট পঙ্কজ বিদ্যেশ্যন সন্ত্ৰান্ত মন্থেশ্বরী, এডিজি ছাড়াও, গত বছরের সভাপতি, রোটেরিয়ান রাজেশ চোপড়া, গত বছরের সম্পাদক, রোটেরিয়ান মালবিকা মুখার্জি, এই বছরের নতুন সভাপতি, রোটেরিয়ান সদীপ ভট্টাচার্য এবং সম্পাদক সূরত চ্যাটার্জি, ২৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে মঞ্চে বসেছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রোটরির ইনার-হুইল ক্লাবের পূর্ব জেলা সোয়ারম্যান, শ্রীমতি মৌসুমী চ্যাটার্জি। দুর্গাপুরের কার্যকাছি প্রায় সব রোটারি ক্লাব, যেমন দুর্গাপুর-স্মাট সিটি, দুর্গাপুর এলিট, উথার, আসানসোল ও রানীগঞ্জ ইত্যাদি, সভাপতি এবং সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। ক্লাবের বিদায়ী সভাপতি রোটেরিয়ান রাজেশ চোপড়া তখন ক্লাবের নতুন সভাপতি রোটেরিয়ান সদীপ ভট্টাচার্য এর কাছে কলার এবং ক্লাব চার্টার হস্তান্তর করেন। রোটেরিয়ান রাজেশ চোপড়া গত বছর তার মেয়াদে করা বিশেষ সামাজিক

নিহত কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে অধীর

দূরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৯ জুলাই : ভোটের হিসার বলি হওয়া মুর্শিদাবাদের নওদা থানার গঙ্গাধারী এলাকার মৃত কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। রবিবার নওদা থানার গঙ্গাধারী এলাকার নিহত কংগ্রেস কর্মী হাজি নিয়াকত শেখের বাড়িতে যান অধীর চৌধুরী। নিহত পরিবারের লোকজন অধীরকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। শনিবার ভোটের দিন ভোট দিতে যাওয়ার পথে বোমা মারা হয় হাজি নিয়াকত শেখকে। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ঘটনা কয়েক পরে মৃত্যু হয় ওই কংগ্রেস কর্মীর। ওইদিনই হাসপাতালে ওই কংগ্রেস কর্মীকে দেখতে যান অধীর চৌধুরী। রবিবার ওই কংগ্রেস কর্মীর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালেন অধীর, পরিবারকে জানালেন সমবেদনা। এই বিষয়ে এদিন অধীর চৌধুরী বলেন, এই পরিবারের আরেক সদস্যকে ২০-২২ বছর আগে আমরা হারিয়েছি। একজন নির্বিবাদ মানুষকে চায়ের দোকানে বসে কান্না অবস্থায় মেরে ফেলা হল। নৃশংসভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি

হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নজিরবিহীনভাবে আক্রমণ করেন তিনি। বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এত খুন করে আপনি মহান হবেন? কয়েকটা সিটে হারলেও সরকার আপনাই থাকত, তা হলে এত খুন কেন? রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ভেড়ার বাচ্চা বলে কটাক্ষ করেন তিনি। এদিন অধীর চৌধুরী গণনাতেও অশান্তির আশঙ্কা করেছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের পরও সন্ত্রাস চলছে। গণনার দিনও সন্ত্রাস চলছে। রাজ্যের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। পায়ে অস্ত্রোপচার নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন কংগ্রেস নেতা। বলেন, ১১ তারিখের পর পা টিক হয়ে যাবে। সবটাই নাটক চলছে। এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনী দেরিতে পৌঁছনো নিয়ে কেন্দ্রকেও আক্রমণ করেছেন অধীর চৌধুরী। ভোটর দিন সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদ। সেখানে হিসার বলি হয়েছেন পাঁচ জন। তাছাড়া বিভিন্ন জায়গায় বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। ভরতপুরে ভোট পরবর্তী হিসারও অভিযোগ উঠেছে। সেখানে বোমাবাজিতে একজন জখম হয়েছেন। এদিকে ভোট মিটলেও থামেনি অশান্তি। রবিবার সকাল থেকে

বিজেপির বিক্ষোভে পুলিশের লাঠি



দূরন্ত বার্তা, তমলুক, ৯ জুলাই : তৃণমুলের বিরুদ্ধে ব্যালট বক্সে কার্যচুপির অভিযোগে ধুমুকার বাঁধল পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারে। বিজেপির পথ অবরোধ তুলতে দক্ষায় দক্ষায় লাঠি চালাল পুলিশ। রবিবার সকালে নন্দকুমারের শ্রীকৃষ্ণপুর হাইস্কুলের সামনে তমলুক-মেছোদা রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে ঘটনাস্থলে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার রকের শ্রীকৃষ্ণপুর হাইস্কুলে গণনা কেন্দ্র করা হয়েছে। সেই গণনা কেন্দ্রে আসার আগেই শনিবার ব্যালট বক্স চুরি হয়ে যায় বলে অভিযোগ। তারপর থেকেই শাসকবিরোধী দলগুলি বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয় শ্রীকৃষ্ণপুর স্কুলের সামনে বিক্ষোভ। বিজেপির অভিযোগ, শ্রীকৃষ্ণপুর হাইস্কুলের স্টুং রুমে রাখা ব্যালট বক্সগুলিতে শনিবার রাতে কার্যচুপি করেছে তৃণমূল। এই অভিযোগে রবিবার সকাল থেকে সিনেটের খুঁটি ফেলে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি কর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। অবরোধ তুলতে লাঠি চালায় তারা। এর জেরে সাময়িকভাবে অবরোধ উঠলেও ফের বিক্ষোভ শুরু হয়। শুরু হয় পথ অবরোধ। ফের লাঠি চালায় পুলিশ। ২ জন অবরোধকারীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তারা। বিজেপির অভিযোগ, শনিবার রাতে শ্রীকৃষ্ণপুর হাইস্কুলের ট্রং রুমে ঢুকে তৃণমূল নেতারা একাধিক ব্যালট বক্সে কার্যচুপি করেছে। বদলে দেওয়া হয়েছে ব্যালট বক্স। যদিও এব্যাপারে প্রশাসন বা কমিশনের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি কোমোলায় ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন রয়েছে। আপাতত রাজ্য সড়ক বাধাহীন।

রামপুরহাটে প্রার্থীর স্বামী অপহরণ

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৯ জুলাই : রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভোট পরবর্তী হিসসা অব্যাহত। বীরভূমের রামপুরহাটে ভোট শেষে সিপিএম প্রার্থীর স্বামীকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমুলের বিরুদ্ধে। এর প্রতিবাদে শনিবার রাত্রিরেলা জাতীয় সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান ওই প্রার্থীর পরিবার ও এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের দলখবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এবার লড়ছেন সিপিএম প্রার্থী জাসমিনারা বেনোম। তাঁর স্বামী অফসারুল শেখ ছিলেন বুথ এজেন্ট। অভিযোগ, শনিবার ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে অপহরণ করেন রামপুরহাটের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ওয়াসিম আলি ডিক্টর ও তাঁর দলের লোকজন। ঘটনার পর থেকেই উত্তপ্ত হয় ওঠে এলাকা। রাত্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাম কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন সাধারণ গ্রামবাসীরাও। উত্তেজিত জনতা রাত্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশ এলে তাদের থিরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তৃণমুলের পতাকা। যদিও, গোটা ঘটনাই অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এক সিপিএম কর্মী বলেন, ভোট শেষ হওয়ার পর স্লিপ নেওয়ার জন্য অফসারুল অফিসারদের গাড়িতে ওঠেন। ওই অফিসাররাই বলেছিলেন বুথ গাড়িতে উঠতে। মাঝরাত্তায় গাড়ি অটিকে তৃণমুলের গুপ্তা বাহিনী আমান্দে গুলে এজেন্টকে মারধর করে। অপহরণ করে। অপর দিকে, অফসারুলের বৌদি জানান, ওরা অনেক দিন ধরেই অশান্তি করছে। গোটা পাড়ায় হিসসা ছড়াচ্ছে। আজকে আমরা দেবরাকে তুলে নিয়ে গিয়েছি। আসলে ভোটের হেরে যাবে ওই মারছে এই সব করছে।



উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ এবং রানিগণর এলাকা। জানা গিয়েছে, তৃণমূল এবং নির্দল প্রার্থীর দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সামশেরগঞ্জের হীরানন্দপুর এলাকা। বোমাবাজি চলে বলে অভিযোগ। এলাকা থেকে বেশ কিছু তাজা বোমাও উদ্ধার হয়েছে। এদিকে, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের ওপরে হামলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার প্রতিবাদে জাতীয় ঘটনার পরই গ্রামে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। কংগ্রেসের তরফে সমস্ত অস্বীকার করেছে তৃণমূল। অন্যদিকে,

তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে ঢুকে তাঁদের বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে রানিগণর থানার চাকরানপাড়া গ্রামে। অভিযোগের তির কংগ্রেসের দিকে। ঘটনায় আহত হন ৪ তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। তাদের স্থানীয় গোধনপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এক তৃণমূলকর্মীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করানো হয়েছে বলে দাবি তৃণমুলের। ঘটনার পরই গ্রামে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। কংগ্রেসের তরফে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

বালুরঘাটে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গেলেন সুকান্ত মজুমদার

দূরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৯ জুলাই : পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির হয়ে কাজ করায় দলীয় কর্মী বিমান রায়ের বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমুলের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট রকের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। রবিবার আক্রান্ত দলীয় কর্মীর বাড়ি গেলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্রাস দেন তিনি। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন বিমান রায় ও তাঁর ছেলে বাপি রায়। তার পর থেকে বিজেপির হয়ে কাজ করেন তারা। অভিযোগ, শনিবার রাতে বিমান রায়ের বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমুলের লোকজন। পরিবারের লোকজনকে অকথা ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। আক্রান্ত হন বিমান রায় ও তাঁর ছেলে বাপি। এর আগেও ওই পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তাঁরা হুমকি পাচ্ছেন বলে অভিযোগ বিমান রায়ের। এদিকে, বিষয়টি জানতে পেরে রবিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্রাস দেন তিনি। এছাড়াও আক্রান্ত বিজেপিকর্মীর অভিযোগ, এলাকায় তৃণমূলকর্মীদের পাশাপাশি এক সিভিক সোসাইটির এবং একজন গ্রামীণ পুলিশও এই ঘটনায় জড়িত রয়েছেন। সরকারি চাকরি করার পরও তাঁরা তৃণমুলের মিটিং-মিছিলে থাকেন। তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে অভিযোগ তাদের জানানো হয়েছে। এদিন আক্রান্ত বিজেপিকর্মীর বাড়িতে যান স্থানীয় সিপিএম নেতা অমিত সরকার। তিনিও আক্রান্তদের পাশে থাকার আশ্রাস দেন। এদিকে ভোটের দিন থেকেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বিভিন্ন এলাকায় দলীয় কর্মীদের ওপরে আক্রমণ হুমকি এবং ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। সেই অভিযোগ নিয়েই রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ভোটের দিন বিভিন্ন এলাকায় বুথে বুথে যান। ভোট মিটে যাওয়ার পরের দিনও একই ঘটনা অব্যাহত বলে বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে। রবিবার সকালে হজরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিচ কাদমা গ্রামে যান সুকান্ত মজুমদার। সেখানে বিজেপিকর্মীরা তাকে অভিযোগ জানান। বলা হয় রাতে বিভিন্ন জায়গায় হুমকি দেওয়া হয়েছে। বিজেপি কর্মীদের অটিকে রেখে এলাকায় ভোট করা হয়েছে। সকালে গুলির শোনা উদ্ধার করে গ্রামবাসী সেগুলো পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কী হয়েছে তা নিয়ে কথা বলতে গেলে সুকান্ত সঙ্গে পুলিশের থাকধাধাকি শুরু হয়। ত্বর বাদনুবাদে জড়িয়ে পড়েন পুলিশ অধিকারিক ও সুকান্ত মজুমদার। যদিও কিছুক্ষণ পরে অবশ্য তা মিটে যায়। সুকান্তের অভিযোগ এলাকাটি আদিবাসী অধ্যুষিত। সুকান্ত বাবু জানিয়েছেন কুমিল্লের কাছে আবেন্দে জানাবেনে যাতে ওই এলাকায় তারা ভিজিট করতে আসেন। ভোটের পরবর্তী সময় থেকে জেলার বিভিন্ন গ্রামে বিরোধীদের বাড়িঘর ভাঙচুর থেকে শুরু করে হুমকি বিভিন্ন ঘটনা ঘটেই চলেছে এবং জন্ম দীঘা বেলো পুলিশ-প্রশাসন, কারণ তারা নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ করেন সুকান্ত বাবু। সুকান্ত বাবু জানান গণনার দিন পশ্চত তিনি জেলাতেই থাকবেন। যেখানে যেখানে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা হবে সেখানেই তিনি যাবেন এবং তাঁর বিহিত করার চেষ্টা করবেন।

তৃণমূলকর্মী হত্যার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ, অবরোধ হেমতাবাদে

দূরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৯ জুলাই : পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন রহস্যমত্ম হয় উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদের ঘোয়ারি গ্রামের বাসিন্দা নারায়ণ সরকারের। ২৪ ঘণ্টা পেয়েই গেলোও নারায়ণবাবুর মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিশ কোনও সপর্যক ভূমিকা মেনেনি বলে অভিযোগ। এর প্রতিবাদে রবিবার দুপুরে বান্দালবাড়ি মোড়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। তাদের দাবি, নারায়ণ সরকারের মৃত্যুর সঠিক বিচার চাই। কারণ তাঁকে খুন করা হয়েছে। অথচ পুলিশ নীরব। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পুলিশ আত্মহত্যার তথ্য খুঁজি করছে। কিন্তু তা মানতে রাজি নন তাঁরা। অবিরোধে দোষীদের খুঁজে বের করে তাদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। মতের ছেলে বিপ্লব কুমার সরকার। তিনি বলেন, পুলিশ কোনও তদন্ত না করেই আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিচ্ছে। তাই আমরা নিরপেক্ষ তদন্ত চাই। এদিন বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। এরপর পুলিশ অভিযোগ নিলে অবরোধ উঠে যায়। উল্লেখ্য, শনিবার সন্ধ্যায় নারায়ণবাবুর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। এলাকায় তিনি তৃণমূলকর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা।

সন্ত্রাসের অভিযোগ নিয়ে থানায় তৃণমূল

দূরন্ত বার্তা, রাজগঞ্জ, ৯ জুলাই : এবার উলটপুরাণ রাজগঞ্জ ব্লকের সম্ম্যাসীকাটা এলাকায়। নির্বাচনে সন্ত্রাসের অভিযোগে রবিবার রাজগঞ্জ থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করল তৃণমুলের সম্ম্যাসীকাটা অঞ্চল কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, শনিবার নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোট সন্ত্রাস করেছে। এমনকি মারধর করা হয়েছে তৃণমূল কর্মীদের। দোষীদের শাস্তির দাবিতে এদিন তাঁরা রাজগঞ্জ থানায় হাজির হন। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিরোধীরা। বিরোধীদের পালাটা দাবি, নির্বাচনে পরাজয় হবে জেনেই তৃণমূল বহিরাগতদের নিয়ে এসে আক্রমণ করেছে। এলাকায় বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে জোট কর্মী সমর্থকদের। বেশকিছু টোটেও বহিক ভাঙচুরের জবাবদিগতায় সবই হয়েছে বারিদ্দারা। পুলিশের বিরুদ্ধেও একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন সেরাফাত হোসেন,

হাবিবর রহমান, আহিউ আলী সহ বহু বাসিন্দা। শনিবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে সম্ম্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১৮ নম্বর বুথের জুমাগছ এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাসের অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় তৃণমুলের চারজন সহ দু’পক্ষ মিলিয়ে প্রায় ৩০ জন গুরুতর জখম হন বলে জানা গিয়েছে। আততয়ের উত্তরবহু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সহ বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় সিপিএম ও কংগ্রেসের অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপপ্রধান আতিয়ার রহমানের নেতৃত্বে সন্ত্রাস করা হয়েছে। যদিও অভিযোগে অস্বীকার করে পালাটা বাম ও কংগ্রেসের দিকেই সন্ত্রাসের অভিযোগ করছেন আতিয়ার। তিনি বলেন, জনগণ শান্তিতে ভোট দিচ্ছিল। বাম-কংগ্রেস জোট ও বিজেপি লোকেরাই সন্ত্রাস শুরু করে। আমাদের

ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত অভদাল

দূরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৯ জুলাই : ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত ও হে উঠল অভাালের কাজেড়া এলাকা। শনিবার ছিল রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট। পঞ্চায়েত ভোটের রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে রক্ত। উঠেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে বুথ দখলের অভিযোগও। ভোট পর্ব শেষ হতেই অভাালের কাজরা এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। শাসক দল তৃণমুলের অভিযোগ কাজেড়া এলাকার সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা ১১৭ ও ১৮ নম্বর বুথ দখলের চেষ্টা করেছে। তাদের বুথ দখলের চেষ্টা বাধে বচসা। বচসা হাতাহাতিতে গড়ায়। তুফান বাবু জানান, তৃণমুলের লোকদের দখলের চেষ্টা ব্যর্থ করলে তৃণমুলের দুকুত্তীরা আক্রমণ করে সিপিএমের লোকজনদের ওপর। পরে প্রচুর সংখ্যক সিপিএম কর্মী-সমর্থক জড়ো হয়ে তৃণমূল কর্মীদের প্রতিরোধ ডাঙচুর এবং তৃণমূল প্রার্থীর বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগে। পাশাপাশি অভিযোগ অস্বীকার করে সিপিএমের তরফে পালাটা অভিযোগ করা হয়। এলাকার সিপিএম নেতা তুফান মন্ডল পালাটা অভিযোগ করে

প্রতিবাদে মুখর

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে নিগৃহীত হয়েছেন সাংবাদিকরা। ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হল শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাব। জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের নাথুয়াহাটে পঞ্চায়েত নির্বাচনের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে নিগৃহীত হন বেশ কয়েকজন সাংবাদিক। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে শিলিগুড়িতে একটি বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল করল শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাব। পরবর্তীতে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তাদের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। গতকাল, জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের নাথুয়াহাটে ছাড়া ভোট চলছিল, সেই ছবি তুলতে গিয়ে আক্রান্ত হন একাধিক সাংবাদিক। তার মধ্যে মহিলা সাংবাদিকও ছিলেন। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রবিবার দুপুরে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাব থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করেন শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের সাংবাদিকরা। মিছিলে কলকাতাজন্মা স্টেডিয়ামে অবস্থিত জার্নালিস্ট ক্লাবের সামনে থেকে শুরু হয় ও কোর্ট মোড়ের কাছে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে এসে শেষ হয়। সেখানে অবস্থান বিক্ষোভ করেন সাংবাদিকরা।

হাতির হামলায়

দূরন্ত বার্তা, চালসা, ৯ জুলাই : মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানের শ্রমিক আবাসে হাতির হানা। শনিবার রাতে কিলকোট চা বাগানের ৫ নম্বর লাইনের হাতির হামলায় গুড়িয়ে গেল দুটি শ্রমিক আবাস। আবাসের দেওয়াল ভেঙে তখনছ করল ঘরের আসবাবপত্র। ঘর থেকে পাশিয়ে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচলেন বাড়ির লোকজন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাত প্রায় সাড়ে এগারোটানা দশকাল সলগুন চাণ্ডামারি জঙ্গল থেকে একটি হাতি বের হয়ে আসে ওই এলাকায়। হাতিটি বাগানের ৫ নম্বর লাইনের সুবাজ টোপগো ও জীভনী মাহলির আবাস গুড়িয়ে দেয়। ওই সময় পরিবারের লোকজন ঘর থেকে পাশিয়ে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর স্থানীয় বাসিন্দাদের চিৎকারে হাতিটি ফের জঙ্গলে চলে যায়। লাগাতার চা বাগানে হাতির হানা রুখতে বন দফতরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। বন দফতরের তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্রাস দেওয়া হয়েছে।

টিয়াপাখি উদ্ধার

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : রবিবার দুপুরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগর এলাকাতে অস্থানিা চালায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের পরিবহে দপ্তরে দল। সেখানে একটি বাটি দেখে উত্তার হল ৮টি টিয়া। টিয়াগুলোকে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেন পুরনিগমের কর্মীরা। পরবর্তে একটি বাটি শুক্রে উত্তার হল টিয়া পাখিগুলি রাখা ছিল সেই ব্যক্তিকে একটি নোটিস দেওয়া হয়েছে এবং আগামীকাল তাকে পুরনিগমের কার্যালয়ে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

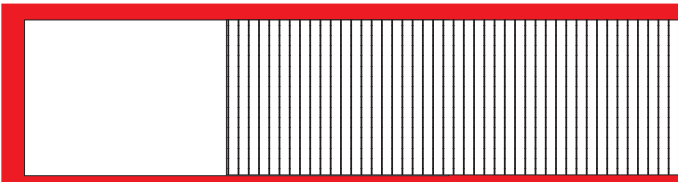
সোমবার, ১০ জুলাই, ২০২৩। ৫

বনেন, সিপিএমের লোকেরা বুথ দখল করেনি বুথ দখল করছিল তৃণমুলের নেতা-কর্মীরা। তাদের সেই বুথ দখলের বাধা দিতেই সিপিএমের লোকদের ওপর চড়াও হয় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা বলে জানান তুফান বাবু। বুথের বাইরে সিপিএম তৃণমুলের বাঁধে বচসা। বচসা হাতাহাতিতে গড়ায়। তুফান বাবু জানান, তৃণমুলের লোকদের দখলের চেষ্টা ব্যর্থ করলে তৃণমুলের দুকুত্তীরা আক্রমণ করে সিপিএমের লোকজনদের ওপর। পরে প্রচুর সংখ্যক সিপিএম কর্মী-সমর্থক জড়ো হয়ে তৃণমূল কর্মীদের প্রতিরোধ ডাঙচুর এবং তৃণমূল প্রার্থীর বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগে। পাশাপাশি অভিযোগ অস্বীকার করে সিপিএমের তরফে পালাতে ব্যাধ হয় তৃণমূল কর্মীরা বলে জানান তুফান বাবু। এরপর তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা জড়ো হয়ে সিপিএমের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ করেন সিপিএম নেতা তুফান মন্ডল। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় ভোট পর্ব শেষ

হওয়ার পর। কাজরা এলাকার ১১৭ ও ১৮ নম্বর বুথের তৃণমূল প্রার্থী চন্দন সিং জানান, ১১৭ ও ১৮ নম্বর বুথ দখলের চেষ্টা করেছিল সিপিএম নেতাকর্মীরা। তাদের বুথ দখলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতই প্রতি হিংসায় সিপিএমের বহু সংখ্যক দুকুত্তী এসে তৃণমুলের তিনটি দলীয় কার্যালয় এবং তার বাড়িতে গাড়ি হামলা চালিয়ে আসবাবপত্র এবং ভেঙে ফেলে টিডি ক্যান্ডিরা। পাশাপাশি এলাকায় বোমাবাজি করে সিপিএম দুকুত্তীরা বলে অভিযোগ তৃণমুলের। ঘটনায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে ঘটনাস্থলে আসে অভাল থানার প্রচুর পুলিশ বাহিনী। আসে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। চন্দন বাবুর অভিযোগ সিপিএমের দুকুত্তীদের হাতে মার খেয়েছে বহু তৃণমূল কর্মী, মার খেয়েছে তার ভাইও, বর্তমানে সে চিকিৎসাধীন। এলাকায় উত্তেজনার পরিস্থিতি থাকায় ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশ পিকেট।

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Director General (Roads), KMC invites tender online percentage rate in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/17 (1st Call)
Name of the work: Repairing of roads surfaces and potholes in multiple Wards under BR-X. Estimated amount (Including GST & CESS): ₹ 4,88,491.59 (Excluding contingency amount). Earnest money: ₹ 10,000.00. Period of completion: 30 days. Last date and time of submission of all bids: 25.07.2023 - 12 noon. The bid forms and other details are available on and from 14.07.2023 (12 noon), from the website https://etender.wb.nic.in
The Controlling Officer, EWS, KMC invites e-tender for the under mentioned work.
NIT No. : KMC/EWS/PROC/NZ/01/2023-24
Name of the work: Procurement of different materials for the repairing of different electrical items at EWS Department. Estimated cost: Quotation. Earnest money: ₹ 4,500.00. Last date and time of submission of bid (online): 22.07.2023 (12.30 p.m.). The bid forms and other details are available on and from 11.07.2023 at 4.30 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in
The Dy. Chief Engineer (E)(S&D), KMC invites tender online item wise rate in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/CDQ/S_Dy/BOPS/BE/18/23-24 (1st Call)
Name of the work: Servicing with modification of motor protection system and replacement of worn out accessories of star delta starter panel at Deeper Sump under BDPS. Estimated cost: Rate to be quoted. Earnest money: ₹ 5,400.00. Period of completion: 10 days. Last date and time of submission of bid: 20.07.2023 at 12 noon. The bid forms and other details are available on and from 12.07.2023 at 5 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in
The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites tender online, two part bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/132/23-24
Name of the work: Procurement of street lighting system at Bijaygarh 3 No., Bijaygarh 4 No. and other areas in Ward No.-96 under BR-X. Estimated amount: ₹ 4,98,078.25 (as per BOQ). Earnest money: ₹ 10,000.00. Period of completion: 30 days.
(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/130/23-24
Name of the work: Supply and delivery of LED street light fittings at Bijaygarh 3 No., Shyamapally in Ward No.-96 under BR-X. Estimated amount: ₹ 2,47,835.92 (as per BOQ). Earnest money: ₹ 5,000.00. Period of completion: 25 days.
(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/131/23-24
Name of the work: Repairing of street lighting system at Anandapally, Baghajatin Colony and other areas in Ward No.-96 under BR-X. Estimated amount: ₹ 1,98,698.09 (as per BOQ). Earnest money: ₹ 4,600.00. Period of completion: 25 days. Last date and time of completion of bid: 17.07.2023 up to 12 noon (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from 07.07.2023 from 2 p.m. (For Sl. No. 1 to 3). The website: https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).
The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-V, G.R.U., KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/LTG/RS/23-24/16
Name of the work: Conversion of old/damaged HPSV/MH fitting by energy efficient LED fittings at Lenin Road, Kumpur and Mistry Ghat Road in Ward No.-141 under BR-XV. Estimated amount: ₹ 4,77,359.94. Earnest money: ₹ 10,000.00. Period of completion: 30 days.
(2) NIT No. : KMC/LTG/RS/23-24/17
Name of the work: Development of street lighting system with energy efficient LED fittings at Laskar Para, Fakirpara and Bagdipara in Ward No.-141 under BR-XV. Estimated amount: ₹ 4,43,484.54. Earnest money: ₹ 9,000.00. Period of completion: 30 days. Last date and time of submission of bid: 24.07.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 14.07.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2). The website: https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).

 CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
CIN: L27203WB1988PLC043705 Regd Office: 113, Park Street, "N Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016 Website: www.centuryextrusions.com; E-mail: secretary@centuryextrusions.com
NOTICE OF THE 35TH ANNUAL GENERAL MEETING
1. Notice is hereby given that the Thirty-Fifth (35th) Annual General Meeting of Century Extrusions Limited will be convened on Friday, the 11th day of August, 2023 at 10:00 A.M. Indian Standard Time ("IST"), through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 10/2022 of dated 23th December



স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

শিশুদের খাবারের প্রতি বাড়তি যত্ন নিন

দুরন্ত বার্তা : এই আবহাওয়ায় বড়দেরই নাজেহাল অবস্থা, সেখানে শিশুদেরকে সুস্থ রাখাটাই চ্যালেঞ্জের। এ সময় প্রত্যেক অভিভাবকেরই উচিত শিশুর প্রতি আরও যত্নশীল হওয়া। বিশেষ করে তারা ডায়টের দিকে নজর রাখা জরুরি। অনেক শিশুই আইসক্রিম, ক্যান্ডি ড্রিকসসহ ক্রিজের জল কিংবা নানা খাবার খেতে পছন্দ করে। তবে এসব খাবার খাওয়া থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে হবে। এছাড়া বৃষ্টি-রোদে বাইরে যাওয়া বা খেলাধুলা করা, ভেজা পোশাক দীর্ঘক্ষণ পরে না থাকাসহ একাধিক কাজ থেকে শিশুকে বিরত রাখতে হবে। যেমন-**জঙ্ঘফুড থেকে বিরত রাখুন** : শিশু খেতে চায় না দেখে অনেক বাবা-মা তাকে আদর করে বিভিন্ন ধরনের মুখোরোচক খাবার বা জঙ্ঘফুড খাওয়ান। তবে এই ভুল করবেন না। বরং শিশু এসব খেতে চাইলেও তাকে বিরত রাখুন। অস্বাস্থ্যকর খাবারের কারণে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। আসলে শিশুদের কম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে এক্ষেত্রে ডায়রিয়া, ফ্যাটি লিভার বা সিজনাল ফ্লুসহ বেশ কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। শিশুর এই অভ্যাস তাগ করতে অবশ্যই ঘরে তার জন্য পুষ্টিকর কিন্তু সুস্বাদু খাবার তৈরি করুন ও তাকে স্বাদ চেনান। সন্তানের জন্য একটি সুখম খাদ্য তালিকা তৈরি করুন। স্বাস্থ্যকর খাবার, ম্যাকস, ফল ও সবজি রাখুন তার খাদ্যতালিকায়। শিশুকে খাশিকার জন্য ভুলেও তাকে জঙ্ঘ ফুড খাওয়ানেন না বরং এর থেকে দূরে রাখুন শিশুকে। তাহলে শিশু সুস্থ থাকবে সব ঋতুতেই।

অত্যধিক মাছ-মাংস খাওয়াবেন না শিশুকে : আমিষ জাতীয় খাবার স্বাভাবিকভাবেই ভারি হয়। মাছ বা মুরগির বিভিন্ন পদ শিশুকে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে বাবা-মাকে। কারণে এই খাবারগুলো গরমে শিশুদের শরীরে তাপ আরও বাড়তে পারে। শরীরের তাপ বেড়ে গেলে তাদের আরও ঘাম হবে। এর পরিবর্তে তাদের শরীরের তাপ কমাতে শাক ও ফলযুক্ত খাবার বেশি করে খাওয়া শিশুকে। আরেকটি ভালো বিকল্প হলো টিকমই। যা প্রাচীন সমৃদ্ধ, হজমে সাহায্য করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও শরীরের তাপ কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া নিয়মিত ডাবের জল পান করালেও শিশুর শরীর ঠান্ডা থাকবে।

মসলাদার খাবার : শুধু শিশুদের ক্ষেত্রেই নয় বরং বড়দেরও উচিত মসলাদার খাবার এড়িয়ে চলা। মসলাযুক্ত খাবার সন্তানের শরীরকে গরম করতে পারে।

হাড় ক্ষয় শুরু হতে থাকলে সাবধান



দুরন্ত বার্তা : অস্টিওপরোসিস বা হাড় ক্ষয় বলতে শরীরের হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়াকে বোঝায়। এতে হাড় অনেকটা মৌচাকের মতো হয়ে যায়। এতে হাড় খাঁর্বরা বা ফুলকা হয়ে যায়। এতে হাড় অতি দ্রুত ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। মারাত্মক হাড় ক্ষয়ে হাচি বা কাশি দিলেও তা ভেঙে যেতে পারে।

কত বছরে বুঝতে পারবেন : ৫০ বছর পেরুবার পর থেকে শরীরের হাড় ক্ষয় বা এর লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। কারও কারও আগেও হয়। যাদের ক্ষেত্রে হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বেশি তাদের দ্রুত হাড়ের ঘনত্ব রক্ষা করতে থাকে। নারীদের পিরিয়ডের পর হাড় ক্ষয়ের হার বেড়ে যায়। **উপসর্গ** : প্রথমে, কোনো শারীরিক লক্ষণ নাও থাকতে পারে। কেমেরে বা পিঠে বা অন্য কোথাও ব্যথা, বিশেষ করে তা ব্যথানাক্ষে কামড়ে না, এমন চরিত্রের। কারও কারও দৈহিক উচ্চতা কমে থাকবে, কুঁজে হয়ে যাওয়া বা সামনে ঝুঁকে থাকা। তবে সবচেপনো ঘটে যাওয়া সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হলো, মেরুদণ্ডে ফাটল বা চিড ধরা এবং ঠুনকো আধাতেই হাড় ভাঙা।

কাদের হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বেশি : অসংশোধনযোগ্য ঝুঁকি ব্যবস্তুজি, স্ত্রী লিঙ্গ, জিনগত ক্রটি, অপারেশনের কারণে ডিট্রাশ্ব হা থাকা হায়পোগোন্যাডিজম (পুরুষ ও নারীর), অতি খর্বাকৃতি সংশোধনযোগ্য ঝুঁকি, ভিটামিন ডি-এর

ডায়াবেটিস থেকে যেসব সমস্যা হয়

দুরন্ত বার্তা : ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ, যা পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমাদের বিভিন্ন অঙ্গে সমস্যা করতে পারে। তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দিন ধরে ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকলে যে সমস্যাগুলো হতে পারে, সেগুলোকে বলা হয় ডায়াবেটিসের ক্রনিক কমপ্লিকেশন।

ডায়াবেটিস থেকে যে সমস্যাগুলো হতে পারে এর মধ্যে আছে-
চোখের সমস্যা : ডায়াবেটিস অনেক বছর ধরে থাকলে বা অনিয়ন্ত্রিত থাকলে চোখের রেটিনার রক্তনালিতে সমস্যা হয়। এটাকে বলে ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি। টিকমতো চিকিৎসা না নিলে চোখ অন্ধ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। এর প্রতিরোধে ডায়াবেটিস সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং নিয়মিত চক্ষু বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে চোখ পরীক্ষা করা।

হাট অ্যাটাক : প্রায় ৭৫ শতাংশ ডায়াবেটিস রোগীদের হৃৎপিণ্ডের রক্তনালিতে ব্লক পাওয়া যায়। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ হাট অ্যাটাক। নিয়মিত ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের চেকআপ করতে হবে, প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়মিত খেতে হবে।

স্ট্রোক : ডায়াবেটিস রোগীদের মস্তিষ্কের রক্তনালি সংকুচিত হয়ে স্ট্রোকের প্রবণতা সাধারণ মানুষের

থেকে বেশি। যাদের স্ট্রোকের আশঙ্কা আছে, তাদের ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞের ফলোআপে থাকতে হবে এবং নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে। ব্লাড প্রেশার, কোলেস্টেরল ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

ডায়াবেটিস থেকে হাত-পা জ্বালাপোড়া : ডায়াবেটিসের রোগীরা অনেক সময় চিকিৎসকের কাছে যান হাত-পা জ্বালাপোড়া নিয়ে। অনেক দিন ধরে ডায়াবেটিস থাকলে বা অনিয়ন্ত্রিত থাকলে পা ও হাতের নার্ট বা স্নায়ু নষ্ট হতে পারে, যা থেকে হাত-পা জ্বালাপোড়া হতে পারে। এ ছাড়া হাত বা পায়ের অস্বাভাবিক অনুভূতি, যেমন সঁচ দিয়ে খোঁচানোর মতো অথবা পিঁপড়া হায়েছে এমন অনুভূতি হতে পারে। এটি প্রতিরোধ করতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

ডায়াবেটিস থেকে কিডনির রোগ : ২০ থেকে ৪০ শতাংশ রোগী ডায়াবেটিস থেকে কিডনির সমস্যায় ভোগেন। কিডনি বিকল হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ডায়াবেটিস। এই রোগ থেকে কিডনির ছাঁকনি দিয়ে প্রোটিন বা অ্যালবুমিন বের হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে কিডনি বিকলের দিকে চলে যায়। এটি প্রতিরোধে তিন মাস পর পর চিকিৎসক দেখিয়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। স্বাস্থ্যকর খাবার, নিয়মিত ব্যায়াম, ওজন কমানো, ধূমপান বর্জন ডায়াবেটিস

ঘাটতি ধূমপান, অপুষ্টি ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, ভিটামিন এ, কে ইত্যাদি। ক্ষীণকায় দৈহিক আকার, আমিষনির্ভর খাদ্যাভ্যাস বেশি বয়সে অতিরিক্ত চা-কফি-চকোলেট গ্রহণের অভ্যাস, খাদ্যে বা বাতাসে ভারি ধাতু, কোমল পানীয় ও মদ্যপান। যারা দীর্ঘদিনের অচল, যারা দীর্ঘদিন স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবন করেন, তাদের হতে পারে।

অন্যান্য হরমোনজনিত রোগল হাইপারথাইরয়েডিজম, হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম, কুসিৎ সিনড্রোম, ডায়াবেটিস, অ্যাডিসন রোগ, রিউমটিয়েড আরথ্রাইটিস, এসএলই, কিডনি অকার্যকারিতা ইত্যাদি।

চিকিৎসা কখন : এই রোগে প্রধান ও প্রথম পদক্ষেপ হবে ঝুঁকি শনাক্তকরণ, সম্ভব হলে তা রোধ করা। এরপর ওষুধ পাওয়া যায় যেগুলো চিকিৎসকের পরামর্শে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেহেতু হাড় ক্ষয় (অস্টিওপরোসিস) একবার হলে আর রিকভারির সম্ভাবনা থাকে না, তাই একে আগেভাগেই রোধ করার প্রতিষ্ঠানিক কর্মসূচি নিতে হবে। এর অংশ হিসেবে কারা কতটুকু ঝুঁকিতে আছেন বা কারা ইতিমধ্যেই হাড় ক্ষয়ে ভুগছেন, তা নির্ধারণ করতে হবে এবং উপযোগী চিকিৎসা নির্বাচন ও প্রয়োগ করতে হবে।

কিভাবে হয় হাড় ক্ষয় রোধ : অস্টিওপরোসিস বা হাড় ক্ষয় রোগ একটি নীরব ঘাতক, যার জন্য প্রতিরোধের চেয়ে প্রতিকার উত্তম।

১. নিয়মিত ব্যায়াম করুন, নিয়মিত ব্যায়ামে হাড়ের শক্তি বাড়ে। এতে হাড়ের রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে জমেটগুলো সচল রাখে। শরীরের ভারসাম্য ঠিক রেখে হাড় ক্ষয় কমায। ২. নিয়মিত পরিমাণমতো ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি জাতীয় খাবার খান। হাড়ের পদান উপাদান হচ্ছে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি। ক্যালসিয়ামের জন্য নিয়মিতভাবে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও দুধ জাতীয় খাবার খান। ভিটামিন ডি-এর ৯০ ভাগ উৎস হচ্ছেল সূর্যের আলো। তাই প্রতিদিন ১৫ থেকে ৩০ মিনিট সূর্যের আলোতে থাকুন, পাশাপাশি সামুদ্রিক মাছ খান। এতে হাড় ভালো থাকবে।

৩. ধূমপান ও মদ্যপান তাগ করুন। কারণ, এতে হাড়ের ক্ষয় বৃদ্ধি করে। ৪. ডায়াবেটিস, লিভার, কিডনি রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

৫. হাড় ভাঙা রোধে বাথরুমে পিচ্ছিল ভাব দূর করুন। ৬. রাতে ঘরে মৃদু আলো জালিয়ে রাখুন। অন্ধকারে চলাফেরা করবেন না।

৭. অতিরিক্ত ওজন হহন করবেন না। বহন করলেও দুই হাতের ব্যালস্ যেন থাকে। তবে এসব বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে করা উচিত।



রোগীদের কিডনি রোগ প্রতিরোধে সহায়ক।

যৌন সমস্যা : অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থেকে পুরুষের যৌন সমস্যা হতে পারে। এটি প্রতিরোধে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, ওজন কমাতে হবে, ধূমপান ও অ্যালকোহল বর্জন করতে হবে। এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট বা হরমোন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে কোনো হরমোনের সমস্যা আছে কি না, সেটাও খুঁজে বের করতে হবে।

ডায়াবেটিস থেকে পায়ে ঘা বা ডায়াবেটিস ফুট : ডায়াবেটিস রোগীদের পায়ের অনুভূতি স্বাভাবিক মানুষের থেকে কম থাকে। তাই তারা কোনো আঘাত পেলে টের পান না এবং তা থেকে ক্ষত তৈরি হতে পারে। এটি মারাত্মক আকার ধারণ করলে পা কেটেও ফেলতে হতে পারে। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মিত বা পরীক্ষা করতে হবে এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

টিউমারেও ভয় নয়

দুরন্ত বার্তা : পথে-ঘাটে এমন অনেক মানুষের দেখা মেলে, যাদের শরীরে ত্বকের নিচে ফোলা ফোলা গুটি। আবার কারও দেখা না গেলেও ত্বকের নিচে হাত দিয়ে অনুভব করলে সারা শরীরে গুটি গুটি অনুভব করা যায়। এগুলো হলো নিউরোফাইব্রোমা বা স্নায়ুর আবরণীর টিউমার। এটি কোন ঝুঁকিপূর্ণ টিউমার নয়, ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা ও কম। অনেক সময় নিউরোফাইব্রোমা শরীরজুড়ে হয় এবং এর সঙ্গে শরীরের অন্যান্য অঙ্গেরও রোগ হয়, তখন তা কে নিউরোফাইব্রোমোটোসিস বলে।

টিউমার কেন হয় : বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগের কারণ বংশগত। মা-বাবা কারও এই রোগ থাকলে সন্তানের মাঝে তা ছড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

লক্ষণ সমূহ : সারা শরীরে যে কোন মানুষের দেখা মেলে, যাদের শরীরে বা গুটির মতো হয়। চামড়ার মধ্যে ফ্যাকাশে দাগ থাকতে পারে। চোখে দেখতে সমস্যা, মেরুদণ্ডের হাড়ক্ষয় অথবা বাক, মস্তিষ্কের বিভিন্ন টিউমার এই রোগের কারণ হিসেবে থাকতে পারে। নিয়মিত পরিমাণমতো ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি জাতীয় খাবার খান। হাড়ের উপাদান হচ্ছে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি। ক্যালসিয়ামের জন্য নিয়মিতভাবে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও দুধ জাতীয় খাবার খান। ভিটামিন ডি-এর ৯০ ভাগ উৎস হচ্ছেল সূর্যের আলো। তাই প্রতিদিন ১৫ থেকে ৩০ মিনিট সূর্যের আলোতে থাকুন, পাশাপাশি সামুদ্রিক মাছ খান। এতে হাড় ভালো থাকবে।

৩. ধূমপান ও মদ্যপান তাগ করুন। কারণ, এতে হাড়ের ক্ষয় বৃদ্ধি করে। ৪. ডায়াবেটিস, লিভার, কিডনি রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

৫. হাড় ভাঙা রোধে বাথরুমে পিচ্ছিল ভাব দূর করুন। ৬. রাতে ঘরে মৃদু আলো জালিয়ে রাখুন। অন্ধকারে চলাফেরা করবেন না।

৭. অতিরিক্ত ওজন হহন করবেন না। বহন করলেও দুই হাতের ব্যালস্ যেন থাকে। তবে এসব বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে করা উচিত।

এই সময় জ্বর হলে কি করবেন

এই সময় জ্বর হলে কি করবেন

দুরন্ত বার্তা : বর্ষা মরসুমে জ্বরের প্রকোপ বেড়ে যায়। এই সময় জ্বর হলে ডেঙ্গু, করোনা এবং সাধারণ ডাইরাসজনিত জ্বরের কথা সর্বাপ্রে মাথায় রাখতে হবে। এছাড়া শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ, ইউরিন ইনফেকশন, টাইফয়েড ইত্যাদি কারণেও এই সময় জ্বর হতে পারে। অত্যধিক গরমের কারণে তাপপ্রবাহ থেকেও জ্বর হতে পারে। জ্বরের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক আরও কিছু লক্ষণাদি দেখে অনেক সময় জ্বরের কারণ নির্ণয় করা সম্ভব। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডাইরাসজনিত জ্বরের লক্ষণ প্রায় একই ধরনের। এ কারণে ডেঙ্গু, করোনা এবং সাধারণ ডাইরাসজনিত জ্বরের মাঝে প্রথম দু-একদিন পার্থক্য করা মুশকিল। জ্বর, সর্দি-কাশি, গলা ব্যথা, গা হাত-পা-মাথা ব্যথা, অকচি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিলে শুরুতে লক্ষণাদির চিকিৎসা করতে হবে। আনুষঙ্গিক লক্ষণ অনুযায়ী প্রথমেই ডেঙ্গু এবং করোনা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া দরকার।

জ্বর হলে করণীয় : তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করুন। তাপমাত্রা ১০১ডিগ্রি ফারেনহাইট এর বেশি হয় তবে জ্বর কমানোর ব্যবস্থা নিন। শিশুদের তাপমাত্রা বেশি হলে অনেক সময় থিউনি পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। বয়স্কদের তাপমাত্রা অনেক বেশি হলে মস্তিষ্কের স্বাধী ক্ষতি হতে পারে। তাপমাত্রা কমানোর জন্য জলপটি বিশেষ কার্যকরী। সেজন্য কপালে জলপটি দিন। গামছা অথবা তোয়ালে জলে ভিজিয়ে ঝুঁকি হতে দিন। রোগীকে ফ্যানের নিচে রাখুন কিংবা পাখা দিয়ে বাতাস করুন। রোগীকে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা কক্ষে রাখুন। জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দিন। জ্বরের সময় শরীর থেকে জল বের হয়ে যায়। এজন্য পর্যাপ্ত জল গ্রহণ করুন। সাধারণ পানি, শরবত, ফলের রস, ডাবের জল, স্যালাইন জলগ্রহণ করুন। চা, কফি, অ্যালকোহল এগুলো পরিহার করুন। কারণ এগুলো মৃদ মাত্রার জলশূন্যতা সৃষ্টি



করতে পারে। এই সময় বেশি ঠাণ্ডা জলে স্নান করা যাবে না। এতে রক্তনালীগুলো সঙ্কুচিত হয় ফলে শরীরে তাপ আটকে থাকে। জ্বরের সময় ঘরে বিশ্রাম নিন। কেননা শারীরিক পরিশ্রম তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে।

রোগীকে পর্যাপ্ত পুষ্টিদায়ক খাবার সরবরাহ করা জরুরী। এই সময় মুখে রুচি উবে যায়। মরসুমি ফল, সহজ পাচ্য খাবার, নরম খিচুড়ি, সুপ ইত্যাদি খেতে দিন। আম, আনারস, পেয়ারা, কমলার মাঝে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন-সিসহ অন্যান্য খনিজ উপাদান রয়েছে। প্রদাহ দমনে সাহায্য করে। রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। খাদ্য তালিকায় আমিষ বা প্রোটিন যোগ করুন। মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদিতে পর্যাপ্ত প্রাণিজ আমিষ রয়েছে যা রোগ প্রতিরোধের পাশাপাশি শারীরিক দুর্বলতা দূর করতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নবেন : তিন দিন বাড়িতে চিকিৎসা করার পরেও জ্বর না কমলে কিংবা জ্বরের মাঝে যদি অত্যধিক হয় তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। জ্বরের সঙ্গে প্রচণ্ড মাথাব্যথা, ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া, বারবার বমি, চামড়ায় ছোপ ছোপ দাগ, হৃদস্পন্দন অত্যধিক

ঘুমের সমস্যায় বাড়ে স্ট্রোকের ঝুঁকি

দুরন্ত বার্তা : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সেসব ব্যক্তির মধ্যে অনিদ্রার উপসর্গ রয়েছে তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত ঝুঁকি ১৬ শতাংশ বেশি, যাদের লক্ষণ নেই তাদের তুলনায়। ৫০ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে লক্ষণ আরও বেশি স্পষ্ট ছিল, তাদের স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি প্রায় চারগুণ বেশি ছিল। গবেষক দলটি বলেছে যে, নিউরোলজি জার্নালে প্রকাশিত তাদের ফলাফলগুলো পরামর্শ দিয়েছে যে, থেরাপির মাধ্যমে ঘুমের মান উন্নত করা এই ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে। গবেষণার লেখক, রিচমন্ডের ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটির এবং আমেরিকান একাডেমি অব নিউরোলজির সদস্য ডক্টর ওয়েন্ডেলি সাওয়াদোগো বলেছেন, অনেক থেরাপি আছে যা মানুষকে তাদের ঘুমের গুণমান উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে। তাই ঘুমের সমস্যাগুলো বাতুলে তা নির্ধারণ করে স্ট্রোকের ঝুঁকি আছে এমন লোকদের জন্য আগে থেকে চিকিৎসা বা থেরাপি শুরু করা যেতে পারে। যারা ঘুমের সমস্যায় ভুগছে পরবর্তী জীবনে তাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে পারে। গবেষণায় ৩১,০০০ এরও বেশি অংশগ্রহণকারী যুক্ত ছিল, যাদের গড় বয়স ৬১। গবেষণার শুরুতে তাদের স্ট্রোকের কোনো ইতিহাস ছিল না এবং গড়ে নয় বছর ধরে তাদের অনুসরণ করা হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তাদের ঘুম আসতে সমস্যা হচ্ছে কিনা, তারা নিয়মিত রাতে জেগে থাকছে কিনা, খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে তাদের সমস্যা হয়েছে কিনা এবং সকালে তারা কতবার বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। গবেষকরা বলেছেন, অ্যালকোহল ব্যবহার, ধূমপান এবং শারীরিক কার্যকলাপ স্ট্রোকের ঝুঁকিকে প্রভাবিত করতে পারে।

শিশুবয়সে হরমোন জনিত নানা ধরণের রোগবালাই

টাইপ-১ ডায়াবেটিস : শিশুর অগ্রাশ্রয় যখন প্রয়োজনমার্থিক ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না, তখন শিশু এই ধরনের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়। এই রোগের প্রধান উপসর্গগুলো হলো অতিরিক্ত জলতৃষ্ণা, বেশি ক্ষুধা, বেশি প্রস্রাব এবং ওজন কমতে থাকা। শিশু-কিশোর বয়সে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটি অটোইমিউন প্রকৃতির। যেখানে শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিজের অগ্রাশ্রয়ের ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষগুলোকে ‘বহিরাগত’ চিহ্নিত করে ধ্বংসক্ষেপে মেরে ওঠে। ডায়াবেটিস থেকে দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা দেখা দিতে পারে যেমন-কিডনির সমস্যা, নার্ভের ক্ষতিসাধন, অন্ধত্ব, অল্পবয়সে করোনারি হার্টের ঝুঁকি প্রভৃতি।

টাইপ-২ ডায়াবেটিস : টাইপ-২ ডায়াবেটিসে শরীর ইনসুলিন নিঃসরণ ঠিক থাকার পরও নিঃসৃত ইনসুলিন কোনো কর্ম সম্পাদন করতে পারে না। মেদবহুল অতিরিক্ত ওজনের শিশু-কিশোরদের এই ধরনের ডায়াবেটিস বেশি হতে দেখা যায়। গবেষণায় প্রমাণিত, শরীরের অতিরিক্ত চর্বি ইনসুলিন প্রতিরোধী ভূমিকা পালন করে। এই ডায়াবেটিসের রোগ উপসর্গ ও লক্ষণাদি টাইপ-১ ডায়াবেটিসের অনুরূপ। আক্রান্ত শিশু-কিশোরের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে খাবারের মেন্যুতে পরিবর্তনসহ ব্যায়াম ও ওষুধের সাহায্য নিতে হয়, কখনো বা নিতে হয় ইনসুলিন ইনজেকশন।

প্রাথমিক হরমোনের সমস্যা : শিশুর শরীরে বেশি মাত্রার গ্রোথ হরমোন নিঃসৃত হলে অস্থি ও মাংসপেশি এত বেশি বাড়বাড়ন্ত হয়ে ওঠে যে জাইগানটিজম অসুখ দেখা দেয়। এটি সাধারণভাবে পিউইটারি গ্রন্থির টিউমারজনিত কারণে



হয়ে থাকে। এই টিউমার অপারেশনের মাধ্যমে সারিয়ে নেওয়া হলে শিশু সুস্থ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পিউইটারি গ্ল্যান্ড যদি যথাযথ পরিমাণে গ্রোথ হরমোন তৈরি না করে, তবে শিশুর উচ্চতা স্বাভাবিক হয় না। সে বামন শিশু হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে শিশুর শরীরে থ্রোকোজের মাত্রাও কম থাকে। হাইপারথাইরয়েডিজম : শরীরে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা অত্যধিক হলে এই অবস্থার সূচনা হয়। ওজন কমতে থাকা, অস্থিরতা, হাত-পায়ের হৃদযন্ত্রকর্মে মেরে ওঠে। থাইরয়েড গ্রন্থি অপারেশন-রেডিয়েশনের সাহায্যে এই রোগ থেকে মুক্তিকাল সম্ভব। হাইপোথাইরয়েডিজম : এখানে শরীরে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা খুব নিচুতে থেমে যায়। ক্লান্তি, হার্টেট কমে যাওয়া, খসখসে ত্বক, ওজনে বাড়়া, কৌণ্ডবদ্ধতা এবং শিশুর বাড়়ন ও বয়ঃপ্রাপ্তিতে সমস্যা-এসব দেখা যায়। হাইথাইরয়েডাইটিস অসুখে অটোইমিউন কারণে থাইরয়েড গ্রন্থি বিনষ্ট হয় এবং গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসরণে বাধা পায়। এই রোগ সচরাচরভাবে শিশুবয়সে হয়ে থাকে। শিশুতে যদি জন্মকাল থেকে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড না থাকে বা অবিকশিত থাকে, তবে শিশুতে হাইপোথাইরয়েডিজম দেখা যায়। মুখে খাওয়ার থাইরয়েড হরমোন ওষুধের সাহায্যে এটি নিরাময় করা যায়।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সময় প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : আমার বয়স ৪৫ বছর। কিছুদিন ধরে ইউরিক অ্যাসিড সমস্যায় ভুগছি। এর থেকে রেহাই পেতে কী করা উচিত?
উত্তর : গরুতে ইউরিক অ্যাসিড পরিমাণে বেড়ে যাওয়া এক জটিল সমস্যা। এর পরিমাণ বেড়ে গেলে গেঁটে বাত, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি অকেজো হওয়ার মতো সমস্যা হতে পারে। সাধারণত অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার কারণে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই ছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে জিনগত সমস্যাও থাকে। ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা থেকে বাঁচতে যা করবেন-রান্নায় তেলে মশলা কম দিন। এ ছাড়া বড় মাছ, রেড মিট, দুধ, বেকন, কলিজা, চিনি এড়িয়ে চলুন। ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা হলে সামুদ্রিক মাছও এড়িয়ে চলুন। ফ্যাট ফ্রি দুধ খাওয়া শুরু করুন। এ ছাড়া পিনাট বাটার, ফল, শাকসবজি বেশি পরিমাণে খান। শসাডানা, কচি, আলু খেতে পারেন। এ ছাড়া দুধ ও চিনি ছাড়া ব্ল্যাক কফি খাওয়ার অভ্যাস করুন। অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ থেকে দূরে থাকুন। নিয়মিত ব্যায়াম করুন। এ জন্য হাটা বা সাঁতার বেছে নিতে পারেন। ওজন কমানোভাবেই বাততে দেবেন না। রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, হৃদরোগ থাকলে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফল সবসময় নিজের শরীরের প্রতি যত্নশীল হোন। বাজারে পাওয়া ছুসু, কোমল পানীয়, লিচি খাওয়া একদমই ঠিক নয়। এতে বাতকে কামড়া লাগে। চায়ের বদলে কফি খাওয়ার অভ্যাস করুন। প্রতিদিন তিন থেকে চার কাপ কালো কফি খেলে শরীর ভালো থাকে। তবে এতে যাতে কিডনির সমস্যা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। খাদ্য তালিকায় ভিটামিন সি রাখুন। নিয়মিত লেবু বা ভিটামিন সি-যুক্ত ফল খান। ভিটামিন সি ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে দারুণ কাজ করে। প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার জল পান করবেন।

প্রশ্ন : আমার বয়স ১৬, মুখে অনেক রঙের দাগ। কী করতে পারি?
উত্তর : কসমেট্টিন ফ্রিম প্রতি সন্ধ্যায় লাগিয়ে তিন ঘণ্টা পর ধুয়ে ফেলুন। যদি এতে কাজ না হয়, একজন চর্ম বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।
প্রশ্ন : আমি অবিবাহিত। বয়স ৩৭। মুখে বলিরেখা ও বয়সের চিহ্ন আমাকে নিরাশ করেছে।
উত্তর : অত্যধুনিক মেসোথেরাপি কোনো পার্শ্বক্রিয়া ছাড়াই আপনার মুখের ত্বক স্বাভাবিক করতে সক্ষম। প্রশ্ন : আমি বিবাহিত। বয়স ৪৮। বর্তমানে আমি সহবাসে অক্ষম। এতে আমি বিরত।

উত্তর : আপনি সম্ভবত পুরুষত্বহীন হবার পথে। আপনি নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে যাবেন। বর্তমানে আধুনিক বেজনিয় চিকিৎসার মাধ্যমে কোনো পার্শ্বক্রিয়া ছাড়াই আপনাকে সুস্থ করা সম্ভব। প্রশ্ন : দীর্ঘদিন আমার পায়ের আঙুলের ফাঁকে ঘা। অনেক মলম লাগিয়েছি। ঘা সারেনি।
উত্তর : আপনার রোগটির নাম ‘ইন্টারিটাইগো’। রোগটি সঠিকভাবে শনাক্ত করে উপশ্রমে দিয়ে চিকিৎসা করলে অবশ্যই আপনার রোগটি ভালো হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আমার মুখে, বুকে, পিঠে ব্রণ। অনেক চিকিৎসা করেও পরিত্রাণ পাচ্ছি না।

উত্তর : আপনি হরমোনজনিত সমস্যায় ভুগছেন। সফল চিকিৎসা অত্যাধুনিক রেডিও সার্জারি। সাথে হরমোন থেরাপি নিতে হবে। আপনি দ্রুত সেরে উঠবেন। এতে নেই পার্শ্বক্রিয়া।

প্রশ্ন : আমার সন্তানের বয়স ১২। তার মুখে ছোট ছোট মুক্তার দানার মত সাদা ফুসকুড়ি রয়েছে। আমি এতে আশঙ্কিত।
উত্তর : আপনার রোগটি সম্ভবত ‘মলাসকাম কন্সটাঞ্জিওসামা’ এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। খালিচোখে না দেখে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন : বেশ কিছুদিন থেকে আমার দেহের ত্বক নরম হয়ে গেছে। চাকা চাকা হয়ে চুলকানি হচ্ছে। চুলকানির ওষুধ খেয়ে কমছে না।
উত্তর : আপনার রোগটির নাম এলার্জিক আরটিকারিয়া। এর কার্যকরী চিকিৎসা রয়েছে।

প্রশ্ন : আমি বিবাহিত। বয়স ৪০। আমার স্তন নরম হয়ে গেছে। এ থেকে পরিভ্রাণের উপায় আছে কি?
উত্তর : অত্যাধুনিক ‘রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি’ ওয়েবস এর মাধ্যমে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়া আপনার স্তন টান টান করে শিথিলতা দূর করা সম্ভব।

সংঘর্ষের ঘটনায় ধৃত ১৪ জনকে আদালতে পেশ

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৯ জুলাই : শনিবার ভোটগ্রহন চলাকালীন বহিরাগতদের তাণ্ডব শুরু হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার পলাশন অঞ্চলের মাঠ নুরপুর বুথে। সেখান থেকে ১৪ জনকে গ্রেফতার করে রায়না থানার পুলিশ, রবিবার তাদেরকে বর্ধমান আদালতে পাঠানো হল। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি রিভলবার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শনিবার ভোটেপ্রােধ শুরু হওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই উত্তেজনা ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের রায়নার মার্চনরপুর গ্রামে। এখানে বহিরাগত কিছু দুষ্কৃতীর সঙ্গে গ্রামবাসীদের সংঘাত চরমে ওঠে। এলাকায় বোমাবাজি করা হয় বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। বোমার আঘাতে আহত হয়েছেন চারজন গ্রামবাসী। বিচ্ছন্ন গ্রামবাসীদের অনেকেই অভিযোগ করেছেন, ভোটের দিন এবং তার আগে থেকেই এই গ্রামকে আশঙ্কিত করার চেষ্টা চলছে। এদিন সকালেই দুপক্ষের সংঘর্ষ ঘটে। আহত হন কয়েকজন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এদিন বিকেলের দিকে বেশ কিছু সশস্ত্র দুষ্কৃতি বাইরে থেকে এখানে আসে। তারা গ্রামে বোমা ছোড়ো তারা সশস্ত্র ছি্র বলেও গ্রামবাসীদের দাবি। তাদের আক্রমণে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। এরপর মধ্যে শেখ আজাদ এবং শেখ গফফার আলির আঘাত গুরুতর। গ্রামবাসীদের দাবি রায়না ১ ওরক সভাপতি বামদেব মন্ডল এই হামলার জন্য দায়ী। এছাড়াও পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপপ্রধান শামসুদ্দিন এই হামলার পিছনে রয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগে, দুর্নীতি এবং অনুরয়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন তারা। ঘটনার খবর পেয়ে বিরাট পুলিশবাহিনী এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসে। বর্তমানে এলাকায় পুলিশ পাহারা রয়েছে। গ্রাম থমখামে।

ভোট হিংসায় পুলিশের দারস্থ জার্নালিস্ট ক্লাব

দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৯ জুলাই : ছাপ্পা ভোটের ছবি তুলতে ও সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত গণতন্ত্রের চতুর্পৃ স্তস্ত সংবাদ মাধ্যম। চার সাংবাদিককে বেধড়ক মারধোর করা হয়। গতকাল বেলিয়াঘাটের ভটপাড়া বুথের এই ঘটনায় উদ্ভিগ্ন জেলার সাংবাদিকরা। বাঁকুড়া জেলা জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে পুলিশ সুপারের কাছে এই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী জানানো হয়েছে। গতকলা ভোট চলাকালীন বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় থানার ভটপাড়া বুথে ভোটকর্মীদের সরিয়ে রেখে আবারে ছাপ্পা ভোট দিতে থাকে কয়েকজন দুষ্কৃতী। ঘটনার খবর পেয়ে জেলার চার সাংবাদিক উপস্থিত হলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। সেই ছবি তুলতে গেলে স্থানীয় তৃণমূলের নেতা সহ একদল কর্মী সাংবাদিকদের ঘিরে ধরে মোবাইল কেড়ে নেয়, বুম ও স্টিকার ছুড়ে ফেলে। তারপর চলে কিল চড় মারধোর। আহত চার সাংবাদিক প্রাণ বাঁচাতে সেখান থেকে পালিয়ে বেলিয়াতোড় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য হাবির হন। এই ঘটনায় উদ্ভিগ্ন জেলার সাংবাদিকরা। তারা নিরাপত্তা হীনভাবে ভুগছেন। বাঁকুড়া জেলা জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বাঁকুড়া জেলা জার্নালিস্ট ক্লাবের সম্পাদক অলোক সেন জানান বিষয়টি পুলিশ সুপারকে জানানো হয়েছ। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তার দাবী জানানো হয়েছে।

মোদি-দিদি সেটিংয়ের জন্যই কেন্দ্রীয় বাহিনী আসেনি

সাংবাদিক সম্মেলনে তোপ দাগলেন অধীর

দূরন্ত বার্তা, বরহমপুর, ৯ জুলাই : বাংলায় হিংসাত্রাণী পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হল। তারপরও অব্যথা খামতি নেই সন্ত্রাসে। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস চলছেই। বাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচন কেড়ে নিয়েছে ৬৫ জনের প্রাণ। হুইকোর্টের নিশ্চেষ্ট সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বাহিনী সময় নষ্টে এসে পৌঁছছনি। এলেও তা বাবধার করা হয়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এই নাটক আসলে মোদি-মমতার সেটিং তদ্বকেই ফরে একবার সামনে এনে দিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর অভিযোগ, তৃণমূল ও বিজেপি সেটিং করে পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠায়নি। বাংলার পঞ্চায়েতে রক্ত বারছে, তার নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূল ও বিজেপিরা সেটিং। অধীর চৌধুরীর অভিযোগ, সেটিং না থাকলে ভোটের দিন ১২টা়র পর কেন্দ্রীয় বাহিনী আসে! আসলে তৃণমূলকে সঙ্গে দিল্লির বিজেপিরা সেটিং রয়েছে। মোদি-দিদি সেটিংয়ের জন্যই রাজ্যের পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসেনি। আর এ রাজ্যে বিজেপি লড়ে মরছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অধীর চৌধুরী বলেন, রাজ্যে বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে, আর তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃব্দের সঙ্গে সেটিং করে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ফলে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী সমারমতো পাঠানো হল না। রাজ্যে হিংসাত্রাণী ভোট হয় গেল। প্রাণ গেল সাধারণ মানুষের। অধীর বলে, আমি এই সেটিংয়ের কথা আগে নিয়ে বলে এসেছি। এখন সেটা প্রমাণিত হয়ে গেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো নিজে। আদালতের নির্দেশের পরও পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী এল না। পঞ্চায়েত ভোট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হল রাজ্য পুলিশ আর সিভিক পুলিশদের দিয়ে। অধীর আরও বলেন, শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়েই নাটক করেনি রাজ্য। এখানে ব্যালট বক্স নিয়ে একপ্রস্ত নাটক হয়েছে। ভোটের আগে ব্যালট বক্স খোলা হয়েছে। সেখানে তুম্বা ব্যালট পেপার ভরে দিয়ে তারপর ভোটকেন্দ্রে বাবহার

মৃত সিপিএম কর্মীকে শেষ শ্রদ্ধা



সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ জুলাই : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগের দিন রাজনৈতিক উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম। শুক্রবার সেখানে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএমের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন ৬২ বছরের সিপিএম কর্মী কমরুডে শেখ রাজিবুল হক। ঐ দিনই তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে বর্ধমান হাসপাতালে আনা হয়, পরে অবস্থার অবনতি দেখে কলকাতা এনআরএস-এ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই শনিবার সকালে মৃত্যু হয় তার। রবিবার বিকালে মৃত রাজিবুলের দেহ আনা হয় বর্ধমান জেলা সিপিএম পাটি অফিসে। সেখানে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা। এদিন তাতে জেলা পাটি অফিস শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর জেলা পাটি অফিস থেকে এক শোকবাক্সা করে পার্কাস রোড পর্যন্ত আনা হয় এবং তারপর সেখান থেকে তার মৃতদেহ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এদিন মহম্মদ সেলিম বলেন, শুধু রাজিবুল নয়, যে কোন মৃত্যুই দুঃখজনক। দল মত নির্বিশেষে সব মানুষই এই মৃত্যু মিছিলের প্রতিবাদ জানিয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশন এই মৃত্যু মিছিল করলো। মুখ্যমন্ত্রী নিজে উল্লানি দিয়েছিলেন যাতে বক্স লুট হয়, ভোট লুট হয়। এখনও সেই কাজের জন্য ওনারা ব্যস্ত। একদিন মানুষই এই রাজ্যে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবে। এরকম শহীদের মৃত্যু বৃথা যাবে না বলে দাবী সেলিমের। ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে সরকারিভাবে জানানো হয়নি মোট কত শতাংশ ভোট পড়ল। আর এতই কারচুপির গন্ধ পাচ্ছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। মহম্মদ সেলিম এক বিবৃতিতে লিখেছেন, আমাদের দাবি শাসক দলের হয়ে যাতে তথ্যের কারচুপি না হয়, নির্বাচন কমিশন অবিলম্বে ভোটের হার প্রকাশ করুক। সিসিটিভি ফুটেজ সরক্ষিত হোক। সুরক্ষিত হোক ব্যালট বাক্স, স্ট্রংরুম। সেলিম লিখেছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসন যদি ন্যূনতম দায়ি্বেবোধ ও মানবিকতার লেশমাত্র দেখাতে পারতেন, তাহলে এতগুলি প্রাণ এভাবে বারো যেত না। সে কারণে প্রতিটি মৃত্যুর জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী নিজে। এমনকী তৃণমূলের যে দুষ্কৃতীদের ভোট লুট করতে পাঠিয়েছিলেন, তাদের মৃত্যুর জন্যও তিনি ন্যূনতম শোকজ্ঞাপন করলেন না মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিটি মৃত্যুর জন্য সরকার ও নির্বাচন কমিশন দায় স্বীকার করে ক্ষতিপূরণ যোগ্য করুক, দাবি সিপিএমের। যেখানে ভোট লুট হয়েছে, সেখানে অবিলম্বে পুনর্নির্বাচন ঘোষণারও দাবি জানিয়ে সেলিম লেছেন, যাতে নির্বাচন পরবর্তীতে আর যাতে একটি প্রাণও না যায়, রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশ তা সুনিশ্চিত করুক।

পোলিং এজেন্টের পুকুরে বিধ

দূরন্ত বার্তা, কাঁথি, ৯ জুলাই : পঞ্চায়েত ভোটের মরশুম্বে অশান্তির সাক্ষী হয়েছে বাংলা। রক্তক্ষয় দেখেছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রভাব পড়েছে পরিবারেও। বাদ পড়েনি রাজনৈতিক নেতা-কর্মী-সমর্থকদের মালিকাদানি গবাদি পশুও। জমির ফসল, পুকুরের মাছ নষ্টও ভোটের বাজারে নতুন কিছু নয়। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল পূর্ব মেদিনীপুরে। তৃণমূলের পোলিং এজেন্টের পুকুরে বিধ ঢালার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। ফলে নষ্ট হয়েছে লক্ষাধিক টাকার মাছ। যদিও গেরুয়া শিবিরের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটশাপুর ১ ব্লকে পদিমা গ্রামের ঘটনা। পদিমার ১০নং বুথের তৃণমূলের পোলিং এজেন্ট ছিলেন উত্তম মহিতি। তাঁর অভিযোগ, আমি তৃণমূলের পোলিং এজেন্ট হয়েছিলুম। তাই বিজেপিরা আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমার পুকুরে বিধ দিয়েছে। যার ফলে প্রায় লক্ষাধিক টাকার মাছ মরেছে। তিনি পটশাপুর থানাতে অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও বিজেপি জানায় এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপি যুক্ত নয়। পুরোটািই চক্রান্ত। চলতি পঞ্চায়েত ভোটে একাধিক এলাকায় সাদা থান রেখে বিরোধীদের ভ্রম দেখানোর অভিযোগ এসেছে। বাম জেতার এই কৌশলে শাসকদল তৃণমূল বিরোধীদের ঠান্ডা ছমকে দিওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। ভোট মিটতেই ফের অন্য ধরনের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার সাক্ষী থাকল পূর্ব মেদিনীপুর।

জেলায় বেশ কিছু আসনে পুনঃনির্বাচন

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৯ জুলাই : পঞ্চায়েত নির্বাচনের শেষ কিছু আসনে পুনর্নির্বাচন ১০ জুলাই ঘোষণা করলো রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ঐ আসনগুলোতে সকাল সাতটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে এই নির্বাচন। ঐ বুধগুলোর প্রিজাইডিং অফিসারের ডায়েরি, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুনর্নির্বাচনের জন্য জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক পর্খালেচনা রিপোর্ট পাঠানোর পর, তার ভিত্তিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই নির্দেশ দেন। জানা গেছে, সিউডি এক রকমের অধীন বড়ো মহল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কড়িধ্যা ৬ নং আসনে, কড়িধ্যা পঞ্চায়েত সমিতির ১১ নং আসনে এবং রুকৈর এক ব্লকের ১৩০ নং আসনে এবং রুকৈর উচ্চ বিদ্যালয়ে দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েতে এক নং আসনে, পঞ্চায়েত সমিতির ২৫ এবং জেলাপরিষদের ৩৩

উত্তেজনা মালদায়

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ জুলাই : মন্ত্রী ও পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। এমনকি এক পুলিশ কর্মীকে পাথরের আঘাতে জখম করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। জানা যায়, শনিবার রাত ১০ টা নাগাদ রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নং ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ভোট প্রদর্শন করে ফিরছিলেন। বস্ত্রা গ্রামে একদল দুষ্কৃতী মন্ত্রী ও পুলিশের গাড়ি আটকে পাথর ও ইটের টুকরো ছুড়তে শুরু করেন। পাথরের আঘাতে ভেঙে যায় গাড়ির কাঁচ এবং এক পুলিশকর্মী জখম হয়ে পড়েন। রাতেই ওই পুলিশ কর্মীকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বলে খবর। তবে অনুমান করা হচ্ছে বিহার থেকে এসে দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের সুপাতন নগর অঞ্চলের যোগীলাল গ্রামে রবিবার সকাল থেকেই সিপিএম কংগ্রেস জোটের সঙ্গে তৃণমূল সমর্থকরা ব্যাপক সংঘর্ষ চলে। ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যোগীলাল গ্রাম। উভয়পক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ফলে ভোট ১৫ জন আহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ইতিমধ্যে তাদের আশঙ্কা জনক অবস্থায় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভোট পরবর্তী হিংসার জের থমখামে হয়ে রয়েছে যোগীলাল এলাকা। এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। গ্রামজুড়ে চলছে পুলিশ টহলদারি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যোগী লাল গ্রামের ২২৪ নম্বর বুথের তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে একাধার সিপিএম এবং কংগ্রেস সমর্থকদের গন্ডগোল বেধে যায়। দুপক্ষই ধারালো অস্ত্রস্বত্বে নিয়ে একে ওপরের ওপর চড়াও হয়। এই সংঘর্ষের জেরে প্রায় ১৫ জন আহত হয়। দুইপক্ষই হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ জমা করেছে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত নেমেছে। পাশাপাশি রাতভর গুলি-বোমার লড়াইয়ে উত্তপ্ত হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক এলাকার মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের জহুরপুর এলাকায় ভোট পেশ হওয়ার পর থেকেই এলাকার কংগ্রেস সমর্থক এবং তৃণমূল সমর্থকরা একেবারে ওপর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বলা যায়। বোমাবাজি এবং গুলির লড়াই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। দু’পক্ষের ১০ থেকে ১৫ জন বোমাবাজিতে আহত হয়। এদেরকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরমধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। ঘটনার পর থেকেই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এলাকায় টহলদারি দিচ্ছে।

পুনঃনির্বাচন

নং আসনে পুনর্নির্বাচন হবে। এই ব্লকের একশো একত্রিশ পিপুলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েত দুই, পঞ্চায়েত সমিতি ২৫ এবং জেলাপরিষদের ৩৩ নং আসনে পুনর্নির্বাচন হবে। ময়ূরেশ্বর দুই ব্লকের দুই রাজচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ময়ূরেশ্বর দুই গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এক এবং জেলাপরিষদের ৩৪ নং আসনে পুনর্নির্বাচন হবে। এছাড়াও ব্লকের ময়ূরেশ্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ মিলে কয়েকটি আসনে পুনর্নির্বাচন হবে। একইভাবে দুবরাজপুর ব্লকের তিনাটি স্থল এবং মুরারই এক ব্লকের একটি স্থলে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলাপরিষদের কয়েকটি আসনে পুনর্নির্বাচন হবে।

অগ্নিমূল্য বাজারেও মাথায় হাত চাষীদের

দূরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৯ জুলাই : পঞ্চায়েত ভোটের্প শুরু হওয়া থেকেই অগ্নিমূল্য সজি বাজার। কাঁচা লব্ধা থেকে টমেটো, আদা থেকে বিঙে আকাশছোঁয়া দামে হাতে ছাঁকা লাগছে আম জনতার। ক্রমবর্ধমান নিউপ্রজায়েকন্যায় জিনিসের দাম। অগ্নিমূল্যের বাজারে পকেটে টান পড়ছে মধ্যবিত্তের, মাথায় হাত চাষীদের। ফঁড়েরাজে সজি চাষ করে চোখে সরষফুল দেখছে দামোদার তীরবতী মানাচরের চাষীরা। লোকসানে জর্জরিত। সরকারি মূল্যে কিষানমানাভীতে সজি বিক্রির দাবীতে সরব চাষীরা। করোনা আবহে স্বনির্ভরতার ফিরিস্তিতে উৎসাহ বেড়েছিল গ্রামীন এলাকায়। ঝোঁক বেড়েছিল কৃষিকাজে। দু’বছরেই সজি চাষ করে মাথায় হাত পেড়েছে দামোদর তীরবতী বৃন্দবুদ, কাঁকসা, সোনামুখী, বড়জোড়ার মানাচরের সেসব চাষীদের। বিস্ত্রনি ওই মানাচরে প্রায় ২০ হাজার হেক্টরেরও বেশী জমিতে সজি চাষ হয়। গত কয়েকমাস ধরে লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি। আর তাতেই সজি বাজার করতে গিয়ে হাতে ছাঁকা লাগছে আম জনতার। অগ্নিমূল্য বাজারে নাভিশ্রাস দশ মধ্যবিত্তের। শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর, পানাগড়, বৃন্দবুদ, অভুল বাজারে আকাশছোঁয়া শাক-সজি। তার ওপর পাল্লা দিয়ে বাঁজ বাড়ছে কাঁচালব্ধা ও আদা’রা। বাজারের দাম আগুন হলেও চাষীরা লোকসানে জর্জরিত। দাম পাছে না বলে অভিযোগ। মুনাফার আশায় বিঙে, পটল, করলা, শশা চাষ করেছিল সোনামুখির মানাচরের উত্তর বৈশীয়া, নবাসন, লালবারা মানা, কসবা মানা এলাকার চাষীরা। ফলনও ভালো হয়েছে। কিন্তু, উৎপাদিত সজি বিক্রি করতে তাদের ২০-২৫ কিলোমিটার দূরে পানাগড়, বৃন্দবুদ কিংবা ৪০ কিলোমিটার দূরে দুর্গাপুরে যেতে হয়। সেটা চাষীদের কাছে ব্যয়বহুল। তাই বাধ্য হয়ে স্থানীয় আড়তদার কিংবা দালালেরদে দিতে হয়। আর তাতেই মুনাফা দূর অন্ত চায়ের খরচও উঠছে না চাষীদের। কসবা মানা এলাকায় ৮ টি আড়ত রয়েছে, আবার নদীর অপর প্রান্তে সোনামুখীর রাধামোহন পুরে ১০ টি, নিত্যানন্দপুর ২০ টি সজি আড়ত রয়েছে। দিনভর চাষীরা ফসল তুলে বিকালে ওইসব আড়তে বিক্রি করতে যান। সেখানে নিলাম হয়। তাতে যেরকম ডাক ওঠে সেইদামে বিক্রি করতে বাধ্য হন চাষীরা। গত একসপ্তাহ ধরে ওইসমস্ত আড়ত বা ফঁড়েরাজে সজি চাষীদের ফসলের দাম ভালোভাবে লোকসানে জর্জরিত চাষীরা জানান, এবছর টেডস, পটল, বিঙে, করলা’র ডালা ফলন হয়েছে। লাভের আশা দেখেছিলাম। বিধা প্রতি ২৫-২৭ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বিধা প্রতি ২-৩ দিন অন্তর ৫০-৬০ কেজি বিঙে উঠছে। বিধা প্রতি করলা উঠছে ৪০-৪৫ কেজি। একইরকমভাবে পটল উঠছে ৪৫-৫০ কেজি। ওই ফসল যোগাযোগের অভাবে শহর বিক্রি করতে যাওয়া কঠিন। তাই স্থানীয় আড়তে দিতে হয়। কিন্তু, সেখানে যে দাম, তাতে চোখে সরষে ফুল দেখছি। চাষীরা আরও জানান, এরকম দামে মুনাফা দূর অন্ত, উল্টে লোকসানের বহর বাড়ছে। পারিশ্রমিক উঠছে না। সোনাইহুতীপুরের হরেন তালুকদার, সুফল

পারিবারিক বিবাদে খুন ভোটের আবহে বাড়াল উত্তেজনা

দূরন্ত বার্তা, মুরশিদাবাদ, ৯ জুলাই : ভোটের আবহে ফের খুন! ধারালো অস্ত্রের কোপে মৃত্যু হল এক শ্রৌদের। রবিবার বিকেলের দিকে ঘটনাটি ঘটেছে মুরশিদাবাদের রানিনগরের চর দুর্গাপুর কালী মন্দিরের পিছনের মাঠে। তিনি তৃণমূল কর্মী বলেই এলাকায় পরিচিত। তবে এই খুনের পিছনে রাজনীতি নেই বলেই জানিয়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম প্রসন্ন মণ্ডল (৫৫)। ঘটনায় খুনি মহাদেব মণ্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ওই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জিন্তাসা ক’রার আগেই কালীনগর ১ পঞ্চায়েতের তৃণমূলের বিদায়ী প্রধান পিকি মণ্ডল জানান, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। যদিও জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি তৃণমূলের কর্মী ছিলেন আর খুনিরা কংগ্রেসের। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পারিবারিক রাগের কারণে মহাদেব মণ্ডল ও তারা কয়েকজন মিলে প্রসন্ন মণ্ডলকে কুপিয়ে মুন করেছেন। মৃতের বিদায়ী প্রধান পিকি মণ্ডল জানান, প্রসন্ন মণ্ডলের ছোট ছেলে অমিয় মণ্ডলের সঙ্গে মহাদেব মণ্ডলের ভাইঝি’র প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। মহাদেবের ভাইঝি অমিয়ার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। তার জেরে প্রসন্ন বারবার ওই মেয়েকে মহাদেবদের বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়েছে। শেষে গত ২৮ জুন আবার পালিয়ে গেলে বিষয়টি থানা পর্যন্ত গড়ায়। সেখানে ওই মেয়ে অমিয়কে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হল হওয়ায় পুলিশ এই নাবালিকাকে হোমে পাঠিয়ে দেয়। ওই ঘটনায় প্রচণ্ড রাগ হয় মেয়ের বাবা জয়দেব মণ্ডল ও তার ভাই মহাদেব মণ্ডলদের। মৃতের বন্ধু সুধীর মণ্ডল জানান, প্রসন্ন মণ্ডল তার ছেলের সঙ্গে মহাদেবের ভাইঝির বিয়ে না দেওয়ার জেরেই রাগে খুন করল। জানা গিয়েছে, মাঠ থেকে ঘাস কেটে ফেরার পথে মাঠেই কুপিয়ে জখম করে প্রসন্নকে। ওই অবস্থায় তাকে রানিনগরের গোধানবাড়ী ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দেখে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ জানায় ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় নেমে তদন্ত শুরু করলে ঘটনাস্থল

আমাদের প্রাণী পুনর্নির্বাচন চেয়েছিলেন, কিন্তু তা দেয়নি। ২৪টায় ২০টি আসন জিতবা। মঙ্গলবার পঞ্চায়েত ভোটের গণণা। তার আগে যে সমস্ত বুথে পুনর্নির্বাচন হওয়া দরকার, সেখানে সোমবারই আবার ভোটেপ্রােধ করা হবে বলে জানিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। শনিবার পঞ্চায়েত ভোটে রাজাজুড়ে সন্ত্রাস দেখেছে বাংলা। ভোটের দিনই ১৫ জনের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। ভোট লুট, ব্যালট বাক্স নষ্ট করা, বুথ দখল, হিংসা, বোমাবাজি, গুলি চালনা কিছুই বাদ যায়নি ভোটে। এই মর্মেই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি একটি চিঠি লিখে কমিশনকে জানিয়েছে, প্রায় ১০ হাজার বুথে পুনর্নির্বাচন হওয়া উচিত।

তৃণমূল-নির্দল সংঘর্ষে উত্তপ্ত হল সবং

দূরন্ত বার্তা, খঞ্জনপুর, ৯ জুলাই : ভোট মিটেছে, কিন্তু হিংসা থামছে কোথায়? এখনও রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে লাগাতার আসছে হানাহানির খবর। উত্তপ্ত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের ১ নম্বর বেডোগ অঞ্চলের মোগলাচিক একলাকায়। বাম-কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল কর্মীদের সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষ তৃণমূল কর্মীদের। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা গোটা এলাকায়। অভিযোগ, ওই এলাকায় একটি দোকানে বসে চা খাচ্ছেলেন তৃণমূলের কয়েকজন কর্মী-সমর্থক। সেই সময় বাম-কংগ্রেস সমর্থিত কয়েকজন নির্দল কর্মী এসে তাঁদের উপর হামলা চালায়। মুহূর্তেই দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়

বিশ্রাস, দুলাল মাহালি প্রমুখ চাষীরা জানান, বাদাম চাষ করেছিলাম। বন্য শুরোয়ের তাড়বে প্রচুর লোকসান হয়েছে। মুনাফার আশায় ভুট্টা চাষ করছি। বিধা প্রতি ২০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ফলনও ভালো হয়েছে। কিন্তু পিছকারি বাজারে দাম নেই। ১ টাকা দেড় টাকা পিস দাম উঠছে। ওই দামে চায়ের খরচও উঠবে না। আর প্রশ্ন এখানে, বাজার যখন অগ্নিমূল্য, ফঁড়েরে তখন শ্রোচাচাী রাজ। বাজারে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরী করে মাথপথে নিজেদের মত দামে বিক্রি করে মুনাফা লুটছে ফঁড়েরা। এক কথায় বাজারের দাম নিয়ন্ত্রন করছে ফঁড়েরের হাতে। চাষীদের অভিযোগ, রাজ্যে পরিবর্তন সরকার আসার পর ব্লকে ব্লকে কিষানমানভি হয়েছে। তাতে আশার আলো দেখেছিলাম। কিন্তু, বেশীরাভাগ কিষানমানাভীতে ধান কেনা ছাড়া আর কিছুই হয় না। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় কাঁকসা ব্লকে উষরমৃত্তি গ্লাস প্রকল্পে জঙ্গলমহলের গ্রামে উৎপাদক গ্রুপ তৈরী করে লাভজনক সজি চাষে জের দেওয়া হয়। কাঁকসা ব্লকের গোপালপুর ফারাকিডাঙায় প্রায় ১৫ বিধা জমিতে করলা, টেডস, সরষ চাষ শুরু করা হয়। আদিবাসী জাতিদের ফারাকিডাঙার সরকারি ওই জমিতে বছর তিনেক আগে এমজিএনআরজিএস প্রকল্পে আমের বাগান তৈরী করা হয়। বর্তমানে ওইসব আম গাছ ৫-৬ ফুট লম্বা হয়েছে। ফল ধরতে শুরু করছে। আম গাছ থাকলেও নিচের জমি কাঁকা পড়ে। তাই ওই কাঁকা জমিতে নতুন করে সজি চাষ শুরু করা হয়। এছাড়াও আমলাজোড়া পঞ্চায়েতের মানিকচাঁদ, মলানদীধি পঞ্চায়েতের ঘটকডাঙা, দুর্গাপুর-করদপুর ব্লকের প্রতাপপুর, মাধাইগঞ্জ এলাকায় ওইসব সজি বাগান তৈরী হয়। সেখান থেকে নাল ও সৌরবিদ্যুতের পাম্পের মাধ্যমে সেচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয় তাদের উৎপাদিত ফসল সরাসরি সুফল বাংলার হাবে বিক্রি করতে পারবে। তাতে যেমন নির্দিষ্ট বাজার তৈরী হয়েছে। তেমনই সরকারি দামে বিক্রি করে মুনাফা করতে পারবে। এবার আসা যাক সুফল বাংলায়। কি থাকছে সুফল বাংলার ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে? পশ্চিম বর্ধমান জেলা কৃষি বিপন্নন দফতর সূত্রে জানা গেছে, জেলায় আসানসোল ও দুর্গাপুরে ২৫ টি সুফল বাংলার পয়েন্ট রয়েছে। যার মধ্যে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জন্য ৮ টি আমামান সুফল বাংলার গাড়ী রয়েছে। চাষীদের কাছে সরাসরি সজি কিনে আমামান সুফলবাংলা স্টল পৌঁছে যাবে শহরের ওইসব পয়েন্টে। অভিযোগ, সুফল বাংলার স্টল আগের মত আর দেখা যায় না। ফলে শহরবাসীকে আবারও সেই সজি বাজারে ছুটতে হয়। প্রশ্ন উঠেছে রাজ্যের কিষানমানভি ও সুফল বাংলাগুলির ভূমিকায়। দামোদর তীরবতী মানাচরের চাষীদের দাবি, কিষানমানাভীতে সরকারি নির্ধারিত মূল্যে সজি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করুক সরকার। তার সঙ্গে স্থানীয় আড়তগুলোর বৈধতা নিয়ে অস্থিরান করুক সরকার। তাতে চাষীরা দাম যেমন পাবে, তেমনই বাজার নিয়ন্ত্রিত থাকবে।

স্ট্রংরুম পাহারায় সাংসদ-বিধায়করা



দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ জুলাই : স্ট্রংরুমে হিসেবে মিলছে না একটি ব্যালট বক্সের। এমনই অভিযোগে সরব হলেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুন্। এর প্রতিবাদে শনিবার রাতের থেকেই গাজোলের স্ট্রংরুমের সামনে ধর্নায আসেন তিনি। ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়েছে মালদাজুড়ে। এ নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করে টুইট করেছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। খগেন মুর্মুর কথায়, গাজোল বিধানসভায় গাজোল হাজি নাকো মহম্মদ হাইস্কুলে স্ট্রংরুম করা হয়েছে। শনিবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে আমরা স্ট্রংরুম দেখতে আসি। সঙ্গে গাজোলের বিধায়ক এবং জেলা পরিষদের প্রার্থী ছিলেন। স্ট্রংরুমের চীক আছে কিনা, তা বাইরে থেকেই দেখছিলাম। এরমধ্যেই খবর আসে গাজোল বিধানসভার সালাইভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮৬ নম্বর বুথের ব্যালট বক্সটি পোলিং স্ট্যাক্স জমা দিয়েছেন কিন্তু সেটি স্ট্রংরুমে প্রসিত হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে এনিয়ে খোঁজ শুরু করি। সেখানে

ভোট গণনায় কারচুপি আটকাতে বিশেষ পরিকল্পনা নিলেন শুভেন্দু

দূরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৯ জুলাই : পঞ্চায়েত নির্বাচনে নন্দীগ্রাম বিধানসভায় পাঁচটি বুথে ব্যাপক ভোট লুট হয়েছে। যার একটির ভিডিও ব্যাপক ভাইরালও হয়। এই পাঁচটির মধ্যে দুটিতে উপনির্বাচনের ঘোষণা হয়েছে। নন্দীগ্রামের বিধায়ক তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এদিন নন্দীগ্রামে আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থী ও সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ঘোষণা করে দিলেন মার্টারগ্লানা। নন্দীগ্রাম ২ নং ব্লকের ডেউরিয়ায় ১২২ নং বুথের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থী হামিলা কোয়েল পারার বাড়িতে আজ বুধের ঢুকে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা অতর্কিতে মামতা চালায় বলে অভিযোগ। সেই সময় প্রার্থীকে বাঁচাতে গেলে বিজেপিরা সমর্থককেও আক্রান্ত হতে হয়। শুভেন্দু অধিকারী তাঁদের কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছেন। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সরকারি হাসপাতালে নির্ভর করেন না। আমাদের বিজেপিরা প্রার্থী-সহ যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের কলকাতায় বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা হবে। এরপর এই বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করবা সব মুসলিম খারাপ নন, যাঁরা নমাজ পড়েন না সেই মমতা মুসলিমরাই এই ধরনের ঘটনা ঘটানো। শুভেন্দু আরও বলেন, শওকত, জাহাঙ্গীর, আরাবুলের মতো ভাইগো মডেল দুষ্কৃতীরা লুটপাট, হামলা চালাচ্ছে। তবে নন্দীগ্রামে আমাকে যে সংখ্যালঘুগোষ্ঠা ভোট নেননি, তারা আরও ভূণমূলকেও ভোট নেননি। হিন্দু এলাকায় যেখানে ভোট লুট হয়েছিল আমার কথায় সেখানে ব্যালট বক্স পুকুরে ফেলেছেন স্থানীয় মানুষ। যেখানে পুনর্নির্বাচন হবে, সেখানে বিজেপিই জিতবে। শুভেন্দুর কথায়, যাঁরা তৃণমূলের হয়ে জিতবেন তাঁদের ৬ মাসের মধ্যে কী করতে হবে তা আমার জন্যে আনা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন যে জায়গায় ভোট লুট করা হয়েছে সে ব্যাপারে গণনার দিন বুঝিয়ে দেব। যে ব্যালটগুলির পিছনে প্রিসাইডিং অফিসারের সই নেই, সেগুলির গণনা বন্ধ করে দেব। তিনি বলেন, ভেঙুকুড়িয়া আমাদের প্রাণী পুনর্নির্বাচন চেয়েছিলেন, কিন্তু তা দেয়নি। ২৪টায় ২০টি আসন জিতবা। মঙ্গলবার পঞ্চায়েত ভোটের গণণা। তার আগে যে সমস্ত বুথে পুনর্নির্বাচন হওয়া দরকার, সেখানে সোমবারই আবার ভোটেপ্রােধ করা হবে বলে জানিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। শনিবার পঞ্চায়েত ভোটে রাজাজুড়ে সন্ত্রাস দেখেছে বাংলা। ভোটের দিনই ১৫ জনের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। ভোট লুট, ব্যালট বাক্স নষ্ট করা, বুথ দখল, হিংসা, বোমাবাজি, গুলি চালনা কিছুই বাদ যায়নি ভোটে। এই মর্মেই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি একটি চিঠি লিখে কমিশনকে জানিয়েছে, প্রায় ১০ হাজার বুথে পুনর্নির্বাচন হওয়া উচিত।

যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সবং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এ ঘটনায় ৬ জন আহত হয়েছেন বলে খবর। তাঁদের ভর্তি করা হয়েছে সবং গ্রামীণ হাসপাতালে। তৃণমূলের তরফে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে সবং থানায়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে নির্দল কর্মীরা। তাঁদের দাবি, তাঁদেরই প্রথমে মারধর করেছে তৃণমূলের লোকজন। তাঁরা আরও বলছেন, তৃণমূল এখানে হেরে যাবে। সেই ভয়েই আমাদের উপর হামলা চালাচ্ছে। ভুলভাল রমিটিং। যদিও সবংয়ের কয়েকজন সমিতির বিদায়ী সভাপতি হাজরা বিবি বলেন, ১১টা পর্যন্ত শান্তিপূ্রভাবে ভোট হয়। তারপর

আমরা বাড়ি ছিল। আজ সকালেও সব ঠিক যি। আচমকা তৃণমূলের একটি ছেলেকে বাম-কংগ্রেস জোট সমর্থিত এক নির্দল কর্মী এসে হুমকি দেয়। যে হুমকি দেয় তার বাবা রুস্তম মহম্মদ নির্দল হিসাবে এবারে ভোটে দাঁড়িয়েছে। এদিকে যে ছেলোটাকে হুমকি দিয়েছে সে তখন একটা চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল। তখনই ছেলোটো ভয়ে রানিদের কাছে চলে আসে। এরপর নির্দলের লোকেরা লাঠি, ছুরি, বন্দুক নিয়ে এসে মারধর করে। বারবার বলতে থাকে আমাদের কেনে ভোট দিসনি? দীর্ঘক্ষণ ধরে মারা হয়। আমাদের দলের চারজন আহত হয়েছে।

প্রতিবাদে তাঁরা ধর্নায় বসেছেন বলে জানান তিনি। খগেন মুন্ বলেন, কোনও কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল না। বুধগুলোতে ছাপ্পা মেরেছে। প্রার্থীদের মারধর করা হয়েছে। এখানে মাত্র দু’জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান রয়েছেন। বুথে না পেরে স্ট্রংরুমে বক্স বদল করে জেতার চেষ্টা করছে তৃণমূল। মালদা, গাজোলের বিভিন্ন জায়গায় এসব হয়েছে। ওইসব জায়গায় পুনর্নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছি। যদিও এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

স্টিমার্চের সুরেই সুর মেলালেন অধিনায়ক সুনীল

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : এএফসি এশিয়ান কাপ শুরু হতে বাকি ছয় মাস। এশিয়ার সেরা মঞ্চে ফের একবার খেলার সুযোগ পেয়েছে ভারত। ইতিমধ্যেই এই টুর্নামেন্টের জন্য পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। এশিয়া কাপের আগে এক মাসের একটি শিবির করতে চান ইগর স্টিম্যাচ। কিন্তু আইএসএল দলগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য তাঁদের ফুটবলার ছাড়বে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কোচের দাবি নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। কিন্তু কোচের সুরেই সুর মেলানেন ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। রবিবার একটি ভাটুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে এশিয়া কাপের আগে দীর্ঘমেয়াদি শিবিরের কথাই জানিয়েছেন সুনীল। ভারত অধিনায়ক বলেছেন, এএফসি এশিয়ান কাপের গ্রুপ পর্বে আমাদের খেলতে হবে অস্ট্রেলিয়া, উজবেকিস্তান এবং সিরিয়ার বিরুদ্ধে। সে কারণেই কোচ স্টিম্যাচ এবং গুরুপ্রীত সিং সান্ধুও বলেছে দীর্ঘ একটি শিবিরের কথা। আমিও তাঁদের সঙ্গে একমত। কটন দলগুলির বিরুদ্ধে সাফল্যের জন্য আমাদের সতিই এটা প্রয়োজন, আশা করছি ব্যবস্থা করা হবে। এক মাসের শিবিরের পাশাপাশি এশিয়ার শক্তিশালী দেশগুলির বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চাইছেন ক্যাপ্টেন। সুনীলের কথায়, আমরা কতদিনের শিবির করতে পারব জানি না। একইসঙ্গে আমরা যদি এশিয়ার সেরা দলের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ পাই আরও ভালো। আমরা যদি দুটো-তিনটে শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলতে পারি সেটা দলের পক্ষে ভালো হবে। আমরা যদি জাপান, ইরান বা সেিদি আরবের মতো টিমের বিরুদ্ধে না খেলি অস্ট্রেলিয়ার জন্য কতটা প্রস্তুত, বুঝতে পারব না। দেশের জার্সিতে যখন যখনই নেমেছেন সুনীল ছেত্রী, প্রতিবার ঝলসে উঠেছেন তিনি। আরও একবার তা দেখা গেল সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে। আন্তর্জাতিক ম্যাচে সুনীল ছেত্রীর গোলসংখ্যা এখন ৯২। তাঁর সামনে বিশ্বফুটবলের মহাতারকার। লিওনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কিন্তু সুনীল ছেত্রী বলেছেন, ব্যক্তিগত রেকর্ড নয় দেশের হয়ে পারফরম্যান্টই সুনীলের কাছে প্রধান লক্ষ্য। সুনীল জানিয়েছেন, দেশকে নিজের সেরাটা দেওয়ার প্রদর্শ উঠলে আমি রোনাল্ডো এবং মেসিকেও পিছনে ফেলে দেব। সম্প্রতি দেশের মাটিতে ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ এবং সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ টুফি জিতেছেন সুনীল ছেত্রীরা। ভারতীয় ফুটবলাররা প্রথমা ফুডিয়েছেন গোটা দেশের। কিন্তু তাতেও মুখ ভার স্টিমার্চের। আত্মসমালোচনা করতে দিখা করেননি তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলে দেন, আসল দুনিয়া থেকে অনেকখানি দূরে বাস করছে ভারতীয় ফুটবল। আন্তর্জাতিক স্তরে খেলতে গেলে সচেতন একাধিক পদক্ষেপ করতে হবে বলেই দাবি করছেন স্টিম্যাচ। সুনীলদের হেডসারের কথায়, আইএসএল খেলে ছেলেদের খারাপ অভ্যাস হচ্ছে। ফাইনাল খাণ্ডে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে পারছে না। যেখান থেকে গোল হবে, সেদিকে পাস দেওয়াটা ভীষণ জরুরি। স্টিম্যাচ মনে করছেন, যত দ্রুত সম্ভব, কিছু বিষয় বদলানো প্রয়োজন। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সে নিয়ে পদক্ষেপ নিলে তবেই উপকৃত হবে দল। মত স্টিমার্চের। আর এক্ষেত্রে তিনি কারও হস্তক্ষেপও চান না। কোচ বলে দিচ্ছেন, আমরা লম্বা করে পা বাড়াতে বাডলে তবেই অন্য দেশের জাতীয় দলের থেকে আমাদের পার্থক্যটা কমবে। আমাদেরই ঠিক করতে হবে যে দেশের মাটিতে খেলে আর জিতেই আমরা আনন্দ করব নাকি বাইরে গিয়েও খেলব। কোচের সাথে বিষয়টি নিয়ে একমত হয়েছেন সুনীল-গুরুপ্রীতরা।

ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না আসার ভূমকি পাক ক্রীড়া মন্ত্রকের

করাচি, ৯ জুলাই : পাকিস্তানের ক্রীড়া মন্ত্রী এহসান মাজারি জানিয়েছে, ভারত এশিয়া কাপের ম্যাচ নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলতে অনড় থাকলে আগামী ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলতে ভারত যাবে না পাকিস্তান ক্রিকেট দল। আগামী অক্টোবরে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসর। আগামী আসরে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অংশগ্রহণের অনুমতি চেয়ে ইতিমধ্যে সরকারসহ বিভিন্ন মন্ত্রকে চিঠি দিয়েছে পিসিবি। পিসিবির পক্ষে গঠিত জেনারেল হয়েছিলো, ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপে অংশগ্রহনের জন্য আনুষ্ঠানিক ছাড়পত্র চেয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং স্বরাষ্ট্র, বিদেশ ও ক্রীড়া মন্ত্রকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এ চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে মুখ খুলেছেন পাকিস্তানে ক্রীড়ামন্ত্রী মাজারি। তিনি বলেন, আমরা ব্যক্তিগত মতামত, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)

দাপটের সাথে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জিতল ভারতীয় দল

ঢাকা, ৯ জুলাই : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বার্থতার পাঁচ মাস পরে ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরল ভারতীয় মহিলা দল। দাপটের সঙ্গে বাংলাদেশকে হারিয়ে দিলেন হরমনপ্রীত কউররা। অধিনায়কের হাফ সেঞ্চুরিতে ভর করেছে সাত উইকেটে জয় পেলে ভারত। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে এগিয়ে গেলেন স্মৃতি মাক্‌দানারা। প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নেমে নজর কাড়লেন ভারতের অনু্ধা বারেডি ও মিল্লু মালি। এদিন ম্যাচে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশ। দলকে ২৭ রানের সূচনা এনে দেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার সাধী রানী ও শামিমা সুলতানা। জুটিতে ১৩ বলে ১৭ রান করে থাকেন শামিমা। দ্বিতীয় উইকেটে সোবাহানা মোস্তারিকে নিয়ে ২৫ রানের জুটি গড়ে দলের রান পঞ্চাশ পার করেন অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামা সাধী। ৪টি চারে ২৬ বল খেলে ২২ রান করে নবম ওভারে আউট হন সাধী। সাধী ফেরার পর উইকেটে এসে ২ রানে ফিরেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা। এতে ৫৭ রানে ৬ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। চতুর্থ উইকেটে স্বর্ণা আকতারের সাথে জুটি গড়ার চেষ্টা করে বেশি দূর যেতে না পারা সোবহানা ৩৩ বলে ২৩ রানে

ফিটনেস নিয়ে সচেতন কোহলি



নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : বরাবরই ফিটনেস সচেতন বিরাট কোহলি। সব সময় নিজেকে ফিটনেসের চূড়ান্ত পর্যায়ে রাখেন। এমনকি ভারতীয় দলের সঙ্গে না থাকলেও তাঁর ফিটনেস ট্রেনিং বন্ধ হয় না। বর্তমানে ক্যারিবিয়ান সফরে রয়েছেন কোহলি। কিন্তু সেখানেও বিরাট রুটিনের কোনও পরিবর্তন নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের প্রথম দিন থেকেই জিমে সক্রিয় দেখা গেছে বিরাট কোহলিকে। সম্প্রতি নিজের পেশ্যাল টিমিয়ার সহিটে দুটি ছবি শেয়ার করেছেন তিনি। এই ছবিতে বিরাট কোহলিকে জিমে কসরত করতে দেখা যাচ্ছে। এই ছবির ক্যাপশনে বিরাট কোহলি লিখেছেন, ‘প্রতিটি দিন লেগ ডে হওয়া উচিত। ৮ বছর এবং গণনা চলছে।’ সমাজমাধ্যমে দেওয়া দুইটি ছবিতে বোঝা যাচ্ছে, বিরাট পায়ের পেশির শক্তি বৃদ্ধির ট্রেনিং করছেন । সঙ্গে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বার্টা দিতে চেষ্টেছেন, প্রতি দিন অবশ্যই পায়ের যত্ন নিন। বিরাটের এই ফিটনেস ট্রেনিং মুগ্ধ করেছে নোভাক জকোভিচকেও। কোহলির ছবিতে

অ্যাশেজে পাল্টা আঘাত ইংল্যান্ডের

লন্ডন, ৯ জুলাই : অ্যাশেজে প্রত্যাঘাত করল ইংল্যান্ড। তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চলতি সিরিজে প্রথমবার জয়ের স্বাদ পেলেন বেন স্টোকসরা। বাকবিতণ্ডা, বিতর্কের আগুনে তিমিমোহেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে অ্যাশেজ। তৃতীয় টেস্ট জিতে টুফির লড়াই আরও জমিয়ে দিল ইংল্যান্ড। চারদিনের মধ্যেই ৩ উইকেটে ম্যাচ জিতেছে তারা। অ্যাশেজে এখন ২-১ ফলে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় টেস্টে জনি বেরারস্টোর আউট নিয়ে প্রবল বিতর্কে জড়িয়েছিল ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। মাঠের মধ্যে খেলোয়াড়দের উত্তেজনার আঁচ এসে পড়েছে মাঠের বাইরেও। লর্ডসের মতো ঐতিহ্যবাহী স্টেডিয়ামের লং রুমে হেনস্তার মুখে পড়তে হয়েছে অজি ক্রিকেটারদের। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার অ্যালেক্স কেরির বিরুদ্ধে সরাসরি মুখ খুলেছেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড



পেসার। মার্ক উডের পাশাপাশি সূর্য্যটা রড ও ক্রিস ওকসের আগুনে বোলিংয়ে ২২৪ রানেই শেষ অজিরা। জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ২৫১ রান তুলতে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে ইংল্যান্ড। তবে কটন সময়ে জয়ের মঞ্চ ফৈরি করে দেন হারি ব্রুক। শেষ পর্যন্ত দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন ওকস। তৃতীয় টেস্ট জিতে অ্যাশেজের লড়াই আরও জমিয়ে দিলেন বেন স্টোকসরা।

অধিনায়ক অ্যালিস্টার কুক। এহেন পরিস্থিতিতেই শুরু হয়েছিল তৃতীয় টেস্ট। হেভিভিলিতে প্রথম থেকেই দাপট দেখিয়েছেন দুই দলের বোলাররা। টসে জিতে বোলিং নেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। অভিজ্ঞ জেমস অ্যান্ডারসনকে বাদ দিয়েই নেমেছিল ইংরেজরা। দলে সুযোগ পেয়েই চমকে দেন মার্ক উড। প্রথম



আলোচনা করে প্রধানমন্ত্রীরকে সুপারিশ করবে। প্রধানমন্ত্রী পিসিবির প্রধান উপদেষ্টা। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি। আগামী ৯ থেকে ১৬ জুলাই দক্ষিণ আফ্রিকার দরবানে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) বৈঠক রয়েছে। সেখানে এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপ নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহের সঙ্গে কথা বলতে পারেন পিসিবির নতুন চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ। এ বৈঠকে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এখনও এশিয়া



থামেন। এরপর রিতু মনিকে নিয়ে বাংলাদেশের রান ১০০ পার করেন স্বর্ণা। ১১ রানে রিতু থাকলেও ইনিংসের শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যান স্বর্ণা। ২টি ছক্কায় ২৮ বলে অপরাজিত ২৮ রান করেন তিনি। ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৪ রানের সংগ্রহ পায় বাংলাদেশ। ভারতের হয়ে বল হাতে ১টি কিরে উইকেট নেন পূজা ভাস্তাকার, মিল্লু মালি ও শেফালি ভার্মা। জকাবে শুরুতেই ভারতকে চেপে ধরে বাংলাদেশের বোলাররা। ইনিংসের তৃতীয় বলে ভারতের ওপেনার শেফালি ভার্মাকে খালি হাতে বিদায় দেন পেসার মার্কফা আকতার। চতুর্থ ওভারে তিন নম্বরে নামা জেমিমাহ রদ্রিগেসকে ১১ রানে বিদায় দেন অফস্পিনের সুলতানা শাহুনা ২১

মোহনবাগানে যোগ দিলেন আনোয়ার

কলকাতা, ৯ জুলাই : গলায় জড়িয়ে সবুজ-মেরুন পতাকা। তা নিয়েই হাসিমুখে বলে উঠলেন, ‘জয় মোহনবাগান’। তারপর চুমু খেয়ে নিলেন সেই ঐতিহাসিক সবুজ-মেরুন পতাকায়। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসের হয়ে সই করার পরে প্রথম দর্শনে এভাবেই সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মন জয় করে নিলেন ভারতের তারকা স্টপ্টার ব্যাক আনোয়ার আলি। যিনি ভারতের জার্সি পরে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে খেলেছিলেন। সিনিয়র জাতীয় দলেরও তারকা। হয়ে উঠেছেন। সেই আনোয়ার মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার জানালেন, কলকাতার দলের জার্সি পরে খেলার স্বপ্ন ছিল। সামনে থেকে কলকাতার সমর্থকদের ভালোবাসা, আরেণ পিকু হতে চেয়েছিলেন। তাই মোহনবাগানে যোগ দিয়েছেন বলে জানান আনোয়ার। এবার যে ভারতের তারকা ডিফেন্ডার আনোয়ার মোহনবাগানে যোগ দিতে চলেছেন, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কানাড়ামুখে চলছিল। শেষপন্থ ১৯১১ সালে মোহনবাগানের আইএফএ শিল্প জয়ের মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই ঘোষণা করা হয়। তবে কত বছরের চুক্তি হয়েছে, চুক্তির অঙ্গ কত, তা আপাতত সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, ভারতের অন্যতম প্রতিভাবান ডিফেন্ডারকে নিশ্চয়ই বড় সময়ের জন্য নেবে না মোহনবাগান। আর মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার স্পোর্টসস্টারে ২২ বছরের ভারতীয় তারকা আনোয়ার বলেছেন, প্রত্যেক ভারতীয় ফুটবলারের কলকাতায় খেলার স্বপ্ন থাকে। আমার শুধু কলকাতায় খেলার স্বপ্ন ছিল না, আমি কলকাতার দলের জার্সি পরে খেলতে চেয়েছিলাম। আমি শহরের সমর্থকদের ভালোবাসা অনুভব করতে চাই। তাই আমি মোহনবাগানের হয়ে স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এমনটিতে পেশাদার ফুটবল জীবনে কলকাতায় আনোয়ার অভিজ্ঞতা নেহাত খারাপ নয়। সিনিয়র ভারতীয় দলের হয়ে প্রথম যে আন্তর্জাতিক গোল করেন আনোয়ার, সেটা আসে কলকাতার মাঠেই। গত বছর জুনে এএফসি এশিয়া কাপের যোগ্যতামান পর্বের ম্যাচে হুকবুন্ডর বিরুদ্ধে গোল করেছিলেন। সেইসময় ভারতের প্রথম একাদশের কনিষ্ঠতম সদস্য ছিলেন আনোয়ার। যিনি ক্রমশ ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠেছেন। আপাতত ভারতের রক্ষণভাগের অন্যতম স্তম্ভ হয়ে উঠেছেন আনোয়ার। সেইসঙ্গে আক্রমণভাগেও গুরুত্বপূর্ণ পাস দিয়ে থাকেন। এবার সাফ কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেই বলক মিলেছিল। এমনটিতে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ থেকেই নিজের জাত চিহ্নিতে আসছেন আনোয়ার। কিন্তু ২০২০ সালে তাঁর পেশাদার কেরিয়ারে সবথেকে খারাপ সময় এসেছিল। হৃদপিণ্ডের বিরল রোগ ধরা পড়েছিল। তার জেরে তিনি আর কোনওদিন পেশাদার ফুটবল খেলতে পারবেন কিনা, তা নিয়েই ধন্দ তৈরি হয়েছিল। সেই ধাক্কা কাটিয়ে ২০২১ সালেই কামব্যাক করেন

ভোটের জন্য পিছিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ

কলকাতা, ৯ জুলাই : আগের ম্যাচ সূচি অনুযায়ী চলতি মাসের ১০ তারিখ থেকে কলকাতা লিগের অভিযান শুরু করার কথা ছিল লাল-হলুদের। সেখানে নিজেদের ঘরের মাঠেই প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হতে হত ওয়েস্টবেঙ্গল পুলিশের বিপক্ষে। তবে রাজ্যের পঞ্চায়তে ভোট থাকায় পিছিয়ে যাওয়ার কথা আগেই শোনা গিয়েছিল। যার প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছিল তাদের প্রতিপক্ষ ওয়েস্টবেঙ্গল পুলিশের মাঠে নামার অনিচ্ছা। তাই গত কয়েকদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এই ফুটবল দলের তরফ থেকে একটি চিঠি পাঠানো হয় বঙ্গীয় ফুটবল সংস্থা তথা আইএফএর কাছে। সেখানে সেখানে বোঝা হয়েছিল, যে আগামী ১০ জুলাই যাতে তাদের এই ম্যাচটি কোনোভাবে পিছিয়ে দেওয়া যায়। যার প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছিল পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল। শনিবার পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হয়েছে। আগামী ১১ তারিখ প্রকাশিত হবে এই নির্বাচনের ফলাফল। তার জন্য, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বেশকিছু খেলোয়াড়কে পাবে না তাদের দল। সেই সময় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনের দায়িত্বে থাকতে হবে অধিকাংশকে। যার ফলে, ১০ তারিখ দল নামানো যথেষ্ট কটন হয়ে যাবে পুলিশ দলের ক্ষেত্রে। সেজন্য ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, কলকাতা লিগের এই ম্যাচ বাতিল প্রায় নিশ্চিত। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল যে তাহলে কবে অনুষ্ঠিত হবে এই ম্যাচ? বিশেষ সূত্র মারফত খবর, আগামী ১০ তারিখের বদলে আগামী ১৭ তারিখ আয়োজিত হতে পারে ইস্টবেঙ্গল ও ওয়েস্টবেঙ্গল পুলিশের এই ম্যাচ। এক্ষেত্রে সেই পূর্ব নির্ধারিত সময়ের ভিত্তিতেই ইস্টবেঙ্গল মাঠেই অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে।



এমনকি অনেকদূর এগিয়েও গিয়েছিল সমস্ত কিছু। শোনা যাচ্ছিল, এই তরুণ স্ট্রেটল ব্যাককে দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে সোয়াপ ডিল করতে পারে মোহনবাগান। সেক্ষেত্রে দলের অধিনায়ক প্রীতম কোটালকে ছাড়তে পারে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট। কথাবার্তাও নাকি প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে দলের অধিনায়ক তথা ঘরের ছেলে প্রীতম কোটালের চলে যাওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না দলের সমর্থকরা। একটা সময় সুনীল ছেত্রীর বেসালুরু এফসির তরফ থেকে প্রস্তাব পেয়েছিলেন উত্তরপাড়ার এই তারকা ফুটবলার। তবে সবুজ-মেরুনের সঙ্গে আরও ২ বছরের চুক্তি থাকায় সরাসরি না করে দেন প্রীতম। যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আগামী আরও কয়েকটি মরশুমে মোহনবাগান দলের হয়ে ফুটবল খেলতে চান প্রীতম কোটাল। তবে তার খেলা নিয়ে থেকে গিয়েছিল ধোঁয়াশা। অবশেষে উঠে আসল এক নয়া তথ্য। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, এএফসি গোয়ার থেকে আনোয়ার আলিকে দলে সই করানোর পর থেকেই নাকি হরমিপামের উপর থেকে ধীরে ধীরে আগ্রহ হারাতে শুরু করেছে বাগান শিবির। তাই কেবোলা রাস্টার্সে এই তারকা ফুটবলারের থেকে নজর সরিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। তাহলে এবার কোথায় যেতে পারেন এই তরুণ প্রতিভা? যতদূর খবর স্রেমহিন এফসির পাশাপাশি একটা সময় ইমামি ইস্টবেঙ্গলের তরফ থেকেও নাকি আগ্রহ দেখানো হয়েছিল হরমিপামকে নেওয়ার ক্ষেত্রে। বর্তমানে সেদিকেই নজর থাকবে ম্যানেজমেন্টের। নাহলে আর একটি মরশুম কেবোলায় থাকতে পারেন এই তারকা।

দক্ষিণাঞ্চলের বদলা নেওয়ার পালা

মুম্বই, ৯ জুলাই : গত বারের ফাইনালেরই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে এই বারও। দলীপ ট্রফির ফাইনালে এবার মুখোমুখি পঞ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল। দক্ষিণাঞ্চলের সামনে এবার বদলা নেওয়ার পালা। গত বার দক্ষিণাঞ্চলকে ২৯৪ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছিল পশ্চিমাঞ্চল। পারবেন মায়াক্ষ আগরওয়াল, তিলক বর্মারা এবার শোধ নিতে? এবারের ফাইনাল নিয়ে এই দুই দল মোট ১৬ বার মুখোমুখি হতে চলেছে। এর আগের ১২ বার যখন তাদের সাক্ষাৎ হয়েছে, তখন পশ্চিমাঞ্চল জিতেছে ৭ বার। আর ৪ বার জিতেছে দক্ষিণাঞ্চল। এক বার ট্রফি ভাগাভাগি হয়েছে। গত ৩৬ বছরে দুই দল মোট ৩ বার দলীপ ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে। সবকটিই পশ্চিমাঞ্চল জিতেছে। শনিবার দলীপ ট্রফির ফাইনালে ওঁটাটা দক্ষিণাঞ্চলের জন্য শুধুমাত্র

ফলে ম্যাচ ড্র ঘোষিত হয়। এক্ষেত্রে প্রথম ইনিংসের ৯২ রানের লিডটাই পশ্চিমাঞ্চলকে চলতি দলীপ ট্রফির ফাইনালের টিকিট এনে দেয়। নিয়ম মতো প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকায় খোতাবি লড়াইয়ের টিকিট হাতে পান চেতেশ্বর পূজারারা। ম্যাচ শেষে পৃথ্বী শ’ জানিয়েছেন, তিনি কোনও দিনও নিজের আগ্রাসী ভঙ্গি পরিবর্তন করেনে না। পৃথ্বী বলেছেন, আমার মনে হয় না, ব্যাটিংয়ের ধরনে কোনও রকম পরিবর্তন আনতে হবে। আমি কোনও দিনও চেতেশ্বর পূজারা স্যারের মতো ব্যাট করতে পারব না। সে রকমই পূজারা স্যারও কখনও আমার মতো ব্যাট করবে না। ভারতীয় দলে ফিরে আসার জন্য প্রত্যেকটি ইনিংসই এখন আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। একটি বেশ দিনের খেলা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতেও দেখনি। চায়ের বিরতির পরে দিনের শেষ সেশনের খেলা ভেঙে যায় বৃষ্টিতে।



সব খবর সবার আগে, বাংলায়

Download The App Now

GET IT ON Google Play



ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন